CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সমস্যামুক্তির টোটকা

পৃথ্বীশ ঘোষ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সমস্যামুক্তির টোটকা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সমস্যামুক্তির টোটকা

পৃথ্বীশ ঘোষ

সনাতনী প্রকাশন
পি-২০৫, ব্লক বি, লেকটাউন, কলকাতা ৭০০০ ৮৯

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

Samassamuktir Totka
by Prithwish Ghosh

প্রথম প্রকাশ ২০২৪

প্রকাশক
পায়েল গুহ

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৮৩০১৮৮৭২৪
email : jayasreepress@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান
মহেশ, সায়ন, দে'জ পাবলিশিং (কলেজ স্ট্রিট), দে বুকস্টোর

মূল্য ২০০ টাকা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মুখবন্ধ

জীবন থাকলে সমস্যাও আছে। জীবনে আনন্দ পেতে কেউ কখনও বাধা চায় না কিন্তু বিভিন্ন ধরণের বাধায় জীবন দুঃখিত এবং আহত হওয়ার পরেও ব্যক্তির আনন্দের সন্ধানে থাকে। এই বাধার প্রয়োজনও আছে। যদি একজন ব্যক্তির জীবনে কোনও ঝামেলা এবং বাধা না থাকে, তবে জীবন নিজেই পশুদের মতো নিস্তেজ হয়ে পড়বে। ব্যক্তিজীবনে এগিয়ে যেতে এবং বস্তুগত সুখ অর্জন করতে তার সর্বাধিক বাধার সম্মুখীন হতে হবে। আমরা যখন যে কোনো সমস্যার সঙ্গে লড়াই করি, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি তখন প্রতি পদে পদে আসা বাধাগুলোকে অতিক্রম করার চেষ্টা করি এবং যখন আমরা তাতে সাফল্য পাই, তখন মনে হয় যেন আমাদের মধ্যে নতুন শক্তির উদয় হয়েছে। তাই আমাদের জীবনে আসা দুঃখ-কষ্ট জীবনের আনন্দকে কমিয়ে দেয় এমনটা ভাবলে ভুল হবে। জীবনে যখনই কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তখনই তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে, এটা কোনো আধ্যাত্মিক সাধনার চেয়ে কম নয়।

'সাধনা' শব্দটি নিয়ে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত থেকে যায়। সে বোঝে কঠোর তপস্যা, পূজা, আচার ইত্যাদি সাধনার প্রধান অঙ্গ, তাই কোন সাধারণ মানুষ সাধনায় সফল হতে পারে না। এর জন্য আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি আচার-আচরণকারী পণ্ডিতদের প্রয়োজন। যে কেউ সাধনা করতে পারে এবং যে কোন জায়গায় করতে পারে। বিস্তারিতভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবাই সাধনা করছে। সাধনা এমন একটি অবস্থা যার দ্বারা আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করি। এই লক্ষ্য যে কোনো কিছু হতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি কোনও কারণে কষ্ট পায় বা দুঃখ পায়, তবে সেগুলি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে যে পুণ্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা তার আধ্যাত্মিক অনুশীলনে পরিণত হয়। একজন ব্যক্তির লক্ষ্য তার পরিবারকে সুখী ও সমৃদ্ধ রাখা এবং এর জন্য সে যা কিছু ভালো কাজ করে তা হল তার আধ্যাত্মিক অনুশীলন। তাই সাধনা শব্দটি এত বড় করে ব্যবহার করবেন না যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

প্রাচীনকালে যে সমস্ত মুনি, ঋষি ও সাধুরা কঠোর তপস্যা করতেন তাদের একটাই লক্ষ্য ছিল- ভগবানের সঙ্গ লাভ করা। তারা পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিলেন। ভগবানের উপাসনা ব্যতীত তাঁদের অন্য কিছু করার ইচ্ছা ছিল না, তাই তাঁরা বহু বছর ধরে উপাসনায় মগ্ন থাকতেন। একজন সাধারণ মানুষ ভাবতেও পারেন না যে কি ভাবে এত দীর্ঘ সময় ধ্যানে মগ্ন থাকতে পারা যায়, কি ভাবে বছরের পর বছর এক স্থানে অবস্থান করে নির্জন স্থানে ঈশ্বরের ধ্যান করা সম্ভব!

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মানুষ পার্থিব প্রাণী। ভগবানের প্রতি ভক্তির পাশাপাশি সংসার চালানোর দায়িত্বও তার ওপর বর্তায়। তাই সে কখনই কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হতে পারেন না। কিন্তু, কিছু কিছু সাধনা তার সাধ্যের ও নাগালে থাকে। তাই এমন কিছু সাধনা ও উপায় সাধারণ মানুষকে জানানো প্রয়োজন বলে মনে করে এই বইটি সংকলন করলাম। ভগবানের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য বা যে কোনও ধরনের সমস্যা, দুঃখ, যন্ত্রণা ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টাই করা হোক না কেন, তাও এক ধরনের সাধনা। এমন সাধনার পথ সহজও।

এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য চেষ্টা করে আমি 'সমস্যামুক্তির টোটকা' নামে আরও একটি বই সংকলন করলাম। এই বইটিতে জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সমাধান পাওয়ার সহজ ও সুবিধাজনক উপায় সম্পর্কে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটিতে, এমন অনেক দরকারী তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যা পাঠকরা অবগত ছিলেন না অথচ এই তথ্যগুলি খুব দরকারী। এই সম্পূর্ণ বইটির মাধ্যমে পাঠকরা এমন অনেক প্রতিকার সম্পর্কে তথ্য পাবেন, যা ব্যবহার করলে শুধু সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না বরং আনন্দের অনুভূতিও পাওয়া যাবে।

এটা সত্য যে সংগ্রাম ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। এই সংগ্রাম জনসাধারণের সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে, যা সর্বদা একজন ব্যক্তির সামনে কোনও না কোনও আকারে, কখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেক বাধা তৈরি করে। এই বাধাগুলি প্রায়ই একজন ব্যক্তির সুখ উপভোগকে হ্রাস করে এবং দুঃখ, হতাশা, মানসিক চাপ এবং বিষন্নতার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে তা বাড়িয়ে দেয়। সমস্যাগুলির সাথে লড়াই করা বা না করা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। অনেক ব্যক্তি তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্যার সাথে লড়াই করে এবং অনেকে তা করতে ব্যর্থ হয়। কিছু লোকের মনোবল এতটাই দৃঢ় যে তারা কখনওই পরাজয় মেনে নেয় না এবং সেইসব সমস্যার সঙ্গে লড়াই করে যা তাদের জীবনে কোনোভাবে বাধা সৃষ্টি করে। কিছু লোকের তেমন মনোবল থাকে না, তাদের লড়াই করার ইচ্ছা ও সাহস থাকে না, তাই তারা বিভিন্ন ধরণের সমস্যা এবং দুঃখকে তাদের ভাগ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদের সাথে বেঁচে থাকাটা প্রায় অভিশাপের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। সমস্যায় জর্জরিত এই সকল ব্যক্তির জীবনের কোনো লক্ষ্য থাকে না। সে তার জীবনের প্রতিটি দিন একটি উদাসীন অবস্থায় কাটাতে থাকে— এমন অসংখ্য মানুষ আমাদের চারপাশে দেখা যায়। এর মধ্যে অনেকেই নিজেদেরকে সান্ত্বনা দেয় যে তাদের সম্পদ এবং সৌভাগ্য থাকলে তারাও সুখী জীবনযাপন করতে পারতেন। তাই এখানে আমি বলতে চাই যে সম্পদ না পাওয়া গেলে সৎ উপায়ে, একাগ্রতার সাথে পরিশ্রম করে সম্পদ তৈরির চেষ্টা করা উচিত। প্রয়োজন অনুযায়ী এই সম্পদ খোঁজার কাজ নিজেকেই করতে হবে, এর জন্য কারও উপর যেমন নির্ভর করা উচিত নয় তেমনই কাউকে দোষ দেওয়াও ঠিক নয়। যারা আজ উন্নতির শিখরে রয়েছেন তারাও নিজেরাই তাদের সম্পদ তৈরি করেছেন ও সম্পদ তৈরীর উপায় আবিষ্কার করেছেন। নিজের ব্যর্থতা ঢেকে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এটি একটি সাধারণ বিষয় যে সমস্যা যত বড় হবে তার সমাধানও তত বড় হবে, তবে এটি অনেক সময় হয় না। এমনকি একটি ছোট সমাধান দিয়ে একটি বড় সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি এটি বিশ্বাস করতে পারে না তাই সে এই ব্যবস্থাগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করে না। প্রাচীনকাল থেকে, এমন অনেক দরকারী এবং অলৌকিকভাবে কার্যকর প্রতিকার ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বড় সমস্যাগুলিও তাৎক্ষণিক ভাবে সমাধান করা যেতে পারে।

একজন মানুষ জন্মের পর থেকেই তার সাথে সমস্যা এবং দুঃখের সম্পর্ক থাকে। এই জিনিস এটা সত্য যে সময়ের সাথে সাথে সমস্যার রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। এটি প্রাচীনকালে যেমন কার্যকর ছিল আজও তেমনই আছে। পার্থক্য শুধু এই যে, আগে ব্যক্তির এই প্রতিকারের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং সেগুলি ব্যবহার করার সময় তিনি বিশ্বাস ও দৃঢ়সংকল্পে পরিপূর্ণ ছিলেন, ফলে তারা কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়েছেন। আজ একজন ব্যক্তির এই উপায়গুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস নেই, তাই প্রায়শই কোনো সমাধান ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়। কোনো বড় সমস্যার কারণে সে যদি সমাধানের চেষ্টা করেও এবং চারদিক থেকে হতাশ হয়ে পড়ে, তবে তার মনে সবসময় এই চিন্তা জাগে যে, এই সহজ সমাধান থেকে তার কী লাভ হবে! এই চিন্তাগুলি বিশ্বাস এবং আস্থাকে অশ্রদ্ধা করে। যেখানে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আস্থা নেই, সেখানে কখনও ঈশ্বরের কৃপা হয় না। ফলে এই ধরনের ব্যক্তিদের দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থা কোন সুফল দেয় না। কিন্তু বিশ্বাস রেখে আজও এমন ছোটখাটো উপায় বা টোটকা পূর্ণ সুফল দেয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু বিবেচনার বিষয় হলো এগুলো থেকে একজন মানুষ কতটা লাভবান হতে পারে।

'সমস্যামুক্তির টোটকা' গ্রন্থে এমন ছোটখাটো কিন্তু অলৌকিকভাবে কার্যকরী পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে যা বিশ্বাসের সাথে ব্যবহার করলে অবশ্যই সুফল পাওয়া যাবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই ব্যবস্থাগুলি অবশ্যই অর্থবহ এবং প্রত্যাশিত ফলাফল দেয় এবং ব্যক্তির সমস্যাগুলি সমাধান করা হয়। বহু পণ্ডিত সাধক ও মহাত্মার সান্নিধ্যে থেকে আমি এমন অনেক প্রতিকার, সহজ যন্ত্র এবং অতি সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার তথ্য পেয়েছি যা থেকে অগণিত মানুষ তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আজ, অগণিত মানুষের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও দুঃখ-কষ্ট দেখার পর, এমন অনন্য, কার্যকর ও অলৌকিক প্রতিকার একটি সহজ-অনুসরণযোগ্য সাধনা বই আকারে উপস্থাপন করতে পেরে আমি অপার আনন্দ অনুভব করছি। আমি বিশ্বাস করি যে এই বইটি সমস্ত পাঠকের জন্য খুব প্রয়োজনীয় প্রমাণিত হবে।

পণ্ডিতের সহযোগিতা ও নির্দেশনা ছাড়া কোনো বই লেখা সম্ভব নয়। এই বইটি লেখার ক্ষেত্রেও আমি অনেক সাধু মানুষ ও পণ্ডিতের সাহায্যও পেয়েছি। আমি সেই সমস্ত মহাত্মা, জ্ঞানী ব্যক্তি বা পণ্ডিতদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যাদের কাছ থেকে আমি এই বইটির বিভিন্ন টোটকা জানতে পেযরেছি এবং সেই সাথে সেই সকল মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমাকে এই বইটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

'সমস্যামুক্তিতে টোটকা' নামে একটি বই এর আগে প্রকাশ করেছি। 'সমস্যামুক্তির টোটকা' নামের এই বইটি হল আরও কিছু টোটকা সমন্বিত একটি প্রয়োজনীয় বই। এই বইতে আমাদের মত সংসারী মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা মন্ত্রশক্তির সাহায্যে দুর করে শান্তিলাভের একটি উপায়। আশাকরি বইটি সকলের কাজে আসবে। আপনার এই বইটি কেমন লেগেছে সে সম্পর্কে আমি আপনার মতামত জানতে চাই।

দুঃখ-কষ্ট ও জীবনে পরীক্ষা

কিছু কিছু জিনিস আছে যাদের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য দেখা যায় না। প্রথম কথা হলো একজন মানুষকে তার জীবনে অনেক ধরনের ঝামেলা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দ্বিতীয় কথা হলো, যখন কোনও ব্যক্তি সর্বাত্মক চেষ্টা করেও তার সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয় না, তখন একমাত্র উপায় অবশিষ্ট থাকে ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় নেওয়া এবং সেখান থেকে খুব কম লোকই খালি হাতে ফিরে আসে, তা না হলে সবার সমস্যা সমাধান হবে আর দুর্ভোগ থেকে মুক্তির উপায় অবশ্যই পাওয়া যাবে। কোনও ব্যক্তি যদি দুঃখ-কষ্টের সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করে, সেই করুণ শব্দ (অনুভুতি) তার হৃদয় থেকে আসে। এই করুণ আর্তনাদ শুনে ভগবান শীঘ্রই তার কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ সহজ করে দেন। এ ছাড়া আরও অনেক প্রতিকার রয়েছে যেগুলোর ব্যবহারও একজন ব্যক্তির কষ্ট দূর করতে পারে। এই অবস্থায় মনে করা হয় যে ঈশ্বরই দুঃখ সৃষ্টি করেন এবং তারপর তিনি এই দুঃখগুলিও দূর করেন। এমতাবস্থায় স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, ঈশ্বরকে যদি দুঃখ দিতেই হয় এবং দুঃখ দূর করতে হয়, তাহলে তিনি কেন দুঃখ দেন?

এটা একটু বিস্তারিত বুঝতে হবে। এ নিয়ে আর কিছু বলার দরকার নেই যে, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই মাঝে মাঝে দুঃখ-কষ্ট আসে। এই দুর্ভোগের সাথে সংগ্রাম করেই মুক্তি সম্ভব এবং এর জন্য প্রয়োজন সাহস। একজন ব্যক্তির মধ্যে এই সাহস তখনই দেখা দেয় যখন সে কোনো ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। এটা যে কোনো ধরনের দুঃখ-কষ্টের আকারে হতে পারে। এগুলি একজন ব্যক্তির সামনে উদ্ভুত হয় যাতে সে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নিজের মধ্যে সাহস সঞ্চার করতে পারে। এই কারণে, পণ্ডিতরা বলেছেন যে কেবল ঈশ্বরই দুঃখ দেন এবং তা দূরও করেন যাতে ব্যক্তির মধ্যে সাহস প্রবাহিত হয়। যা কখনও প্রয়োজনে পড়ে না তা সময়ের সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যায়। যদি কেউ অসুবিধার সম্মুখীন না হয় তবে মানুষের মধ্যে সাহস কিভাবে গড়ে উঠবে? আর যখন সাহসই থাকবে না তখন মানুষের জীবনযাত্রার মান কী হবে— এটা খুবই প্রশ্নবিদ্ধ প্রশ্ন। এটাকে ঈশ্বর প্রদত্ত পরীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত যা অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। এতে ব্যর্থতা মানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। অতএব, যখনই কোন ধরনের সমস্যা আসে, তার মুখোমুখি হওয়া উচিত কিন্তু ভাগ্য বা ঈশ্বরকে দোষারোপ করার চেষ্টা না করা ভালো।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রাচীনকাল থেকে ঐশ্বরিক আদেশ অব্যাহত আছে। ঈশ্বর বহুবার তাঁর ভক্তদের পরীক্ষা করেন যে তাঁর ভক্তকে কতটা শক্তি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় এবং তিনি সত্য ও ন্যায়ের সুরক্ষার জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন। সাধারণত এই ধরনের পরীক্ষা খুব কঠিন হয়। সময়ে সময়ে বিভিন্ন দেব-দেবী তাদের ভক্তদের কঠোরভাবে পরীক্ষা করতেন। এমন কি তিনি তাদের যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্রণার শিখা অনুভব করেছিলেন। আগে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আসক্তি বেশি থাকত। অনেকের জীবনে একটাই লক্ষ্য ছিল কোনো না কোনোভাবে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাওয়া। ভগবানের প্রতি ভক্তি ও জপ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি তার আসক্তি ছিল না। যে ভক্ত সত্যিকার অর্থে ভগবানের ভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল তার জীবনের একটাই লক্ষ্য ছিল যে কোনো উপায়ে ভগবানের কৃপা লাভ করা বা তাঁর দর্শন লাভ করা। এ জন্য তিনি সর্বদা ভগবানের আরাধনায় মগ্ন থাকতেন। ঈশ্বর তাকে যে কঠিন পরীক্ষায় ফেলুন না কেন, তিনি সর্বদা তাতে সফল হয়েছেন। তখন ভগবান দর্শন দিয়ে তাঁর ভক্ত ও উপাসককে বর দিতে চাইতেন। ভক্ত যা চাইত, তা ঈশ্বরের আশীর্বাদের ফল হিসাবে বিবেচিত হত। এ প্রসঙ্গে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী এবং কিভাবে তিনি তার রাজ্য পরিত্যাগ করেছিলেন তার সাথে সকল পাঠকই পরিচিত। স্ত্রী ও ছেলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান। প্রচণ্ড দুঃখে তিনি শ্মশানে কাজ শুরু করেন যেখানে তার কাজ ছিল মৃতদেহ সৎকার করা। একই শ্মশানে তার স্ত্রী তার একমাত্র ছেলের মৃতদেহ নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু কর্তব্যে আবদ্ধ হয়ে তিনি শুল্ক না নিয়ে তার ছেলের শেষকৃত্যও করতে দেননি, তারপর তার স্ত্রী তার পরিধেয় বস্ত্রের অর্ধেক ছিঁড়ে ছেলের মৃতদেহ ঢেকে শেষকৃত্যের অনুমতি দিলেন। ঠিক এই সময় ভগবান আবির্ভূত হন। তিনি রাজা হরিশচন্দ্রের পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করে বললেন— মহারাজ, আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। এতে তুমি সফল হয়েছ। আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, তুমি যা চাও তাই চাও। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র হাত জোড় করে বিনয়ের সাথে বললেন— হে ভগবান, আমি আপনার কাছে নিজের জন্য কিছু চাই না, তবে একটি প্রতিশ্রুতি চাই। অর্থাৎ দয়া করে ভবিষ্যতে আর কাউকে এমন কঠোর পরীক্ষা দেবেন না কারণ আমার মনে হয় এমন কঠোর পরীক্ষা কেউ দিতে পারবে না। এমনটা হলে ভগবান ভক্তের প্রতি বিশ্বাস হারাবেন এবং ভক্ত ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হারাবেন। এটা কারো স্বার্থে হবে না। তখন ভগবান রাজা হরিশ্চন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি ভবিষ্যতে কাউকে এত কঠোরভাবে পরীক্ষা করবেন না। এর পর আল্লাহ কাউকে এত কঠোরভাবে পরীক্ষা করেননি।

এমন নয় যে ভগবান কোন বিশেষ মানুষকে পরীক্ষা করেন, সবাইকেই পরীক্ষা করেন। সমস্যা, কষ্ট, দুঃখ, কষ্ট ইত্যাদি আমাদের জীবনে আসে। ঈশ্বরের দ্বারা নেওয়া পরীক্ষা বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, পরীক্ষায় শুধুমাত্র একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে কিভাবে সফল হওয়া যায় কারণ যে পরীক্ষায় সফল হবে সে-ই এগিয়ে যেতে পারবে। যে ব্যর্থ হবে সে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। যখন একজন ব্যক্তি কোন ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন সে তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা শুরু করে। অনেক সময় একজন ব্যক্তি তার সামর্থ্য নিয়ে সংগ্রাম করেও এতে সফল হন না। এমতাবস্থায়, প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের বিদ্বান মুনি-ঋষিরা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এমন পথ নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যে পথ ধরে মানুষ তার সংগ্রামে সফল হয়। এই পথগুলো অনেক ছোট ছোট পরিমাপের ও আকারে দেখা যায়। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে কিছু হল উপাসনার সাথে নির্দিষ্ট সংখ্যক বার একটি নির্দিষ্ট মন্ত্র জপ করা, কিছু ব্যবস্থা যন্ত্রের ব্যবহারের সাথে জড়িত, কিছু ব্যবস্থা রত্নপাথর পরিধান করে এবং বিশেষ কাজের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে। যদিও প্রতিকারের প্রকৃতি ভিন্ন, তবুও তা এখনও সম্পূর্ণ প্রভাব দেয়। এগুলি সেই প্রতিকার যা প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমরা সবাই কোন না কোন কারনে মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়ি। তারপর কিছু সমাধানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হতে থাকে। একেকজন সংকট থেকে মুক্তি পায়। এর মানে আমরা ঈশ্বরের নেওয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আর সাথে সাথে সাফল্যের আনন্দ অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে ব্যক্তির আত্মবল বাড়তে থাকে এবং ব্যক্তির মধ্যে এমন আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় যে সে যেকোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। পরবর্তীকালে তার সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থার ফলে সমস্যা দ্রুত সমাধান হয়ে যায়।

কিছু মানুষ যারা কোনো ধরনের সমাধানে বিশ্বাস করে না বা সংকটের মুখে পরাজয় স্বীকার করে না, তারা জীবনের পরীক্ষায় অনেক পিছিয়ে থাকেন। সময় একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। এতে যে পিছিয়ে থাকে সে কখনই এগিয়ে যেতে পারে না এবং যদিও বা যায় তবে অনেক সময় দেরী হয়ে যায়, এর মানে হল যে ব্যক্তি তার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। দুঃখ এবং সমস্যা এই ধরনের ব্যক্তির জীবনে প্রায় স্থায়ী হয়ে ওঠে। এইভাবে, জীবনে আসা সমস্যা ও দুঃখ দূর করার জন্য আমরা যে ব্যবস্থা নিই, তা হল একধরনের আধ্যাত্মিক সাধনা। এই প্রতিকারগুলি এতই সহজ যে, যে কোনও ব্যক্তি সহজেই এটি করতে পারে এবং এর থেকে উপকারও পেতে পারে। এই ছোট ব্যবস্থাগুলি হল সহজ সাধনার রূপ।

আজ ঈশ্বর যখন একজন মানুষকে পরীক্ষা করেন, তখন তা খুব কঠিন নয়, সমাধানের উপায়গুলোও খুব বেশি কঠোর নয়, তবে এগুলো ব্যবহার করে উপকার পাবেন এমনটা ভাবলে ভুল হবে। এর জন্য দুটি বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখা প্রয়োজন, তা ছাড়া সমাধানের সফলতা সন্দেহজনক বলে মনে করা উচিত। এর মধ্যে প্রথম কথা হল আপনি যখনই কোন সমাধান করবেন তখন মনে মনে বিশ্বাস রাখতে হবে যে এই সমাধানের মাধ্যমে আপনার ইচ্ছা পূরণের পথ অবশ্যই সহজ হবে। অনেকে মনে করেন সাধনা কীভাবে একটি ছোট সমাধান হতে পারে? এই দুঃখের থেকে মুক্তি কিভাবে সম্ভব? ইতিপূর্বে স্পষ্ট করা হয়েছে যে আপনি যে প্রতিকারই করুন না কেন তা হল 'সাধনা'। সাধনার সাফল্য তখনই সুনিশ্চিত হবে যখন মনের মধ্যে এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে। যেহেতু এই ব্যবস্থাগুলি ছোট, সহজ এবং সহজে করা যায়, তাই মনের মধ্যে অকেজো চিন্তা করা উচিত নয় এবং ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাস রেখে ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

এ বিষয়ে আরেকটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে, তা কেবল তার দ্বারা করা সৎকর্মের ভিত্তিতেই অর্জিত হয়। এমনকি যদি কোনো সমস্যা হয় এবং আপনি তার জন্য কিছু সমাধান নেন, তবুও সমস্যা সমাধানের জন্য আপনাকে সংগ্রাম করতে হবে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কেউ যদি মনে করে শুধু ব্যবস্থা নিলেই সমস্যার সমাধান হবে তাহলে তা সম্ভব নয়। যদি কোনো ব্যক্তি তার ব্যবসা ঠিকমতো না চলার কারণে সমস্যায় পড়েন, তিনি এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহলে তাকে ব্যবস্থার পাশাপাশি তার কাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে কারণ তাকে যে ফলাফল পেতে হবে তা ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল। এটি শুধুমাত্র এটি থেকে প্রাপ্ত সুবিধার মাধ্যমে ঘটবে। ব্যবসায় ভালো লাভ পেলে আর্থিক সমস্যা দূর হয় এবং জীবনে আনন্দ ও সুখ বৃদ্ধি পায়। যেকোনো ধরনের সমাধানের ফলাফল নির্ভর করে আপনার বিশ্বাস ও কর্ম শক্তির উপর। কোন সমাধান নিজেই বিস্ময়কর কাজ করে না; আপনি যদি সমাধানটি অনুসরণ করেন তবে আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফলাফল পেতে শুরু করবেন। ফল পেতেও চেষ্টা করতে হবে। বিদ্বান আচার্যদের দ্বারা প্রস্তাবিত ছোট প্রতিকারগুলি আপনার আধ্যাত্মিক অনুশীলনের বাধাগুলি দূর করে, ব্যথা এবং যন্ত্রণার প্রভাবগুলি হ্রাস করে এবং আপনার প্রাপ্ত সুবিধাগুলি বৃদ্ধি করে। ভগবান যেমন ভক্তের ভক্তি ও অনুভূতিতে সন্তুষ্ট হন, তেমনি গৃহীত ব্যবস্থাও আপনার কর্ম ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ফল দেয়। কোনো প্রতিকার করলে অবশ্যই ফল পাওয়া যাবে বলে মনের মধ্যে বিশ্বাস থাকতে হবে এবং তারপর নিজের কাজে মনোযোগ দিতে হবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা শুধুমাত্র ঈশ্বরের কৃপায় ফলাফল দেয়, তাই তাদের থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর কোন অবিশ্বাস করা উচিত নয়। এটা সম্ভব যে কিছু লোক দ্রুত ফলাফল পায় এবং কিছু লোক এটি একটু দেরিতে পায়, তবে এটি অবশ্যই ঘটে।

যে কোনো পরম শক্তির আশীর্বাদ পেতে হলে তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন। এর পর সেই পরম শক্তির কাছ থেকে এত কৃপা পাওয়ার পর সেই পরম শক্তি এই সমগ্র সৃষ্টিকে সচল রাখেন এবং সেই শক্তি হল ঈশ্বর। মহাবিশ্ব ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরের এই সৃষ্টি বজায় রাখার ক্ষমতা আছে. আমরা যা কিছু অর্জন করি ঈশ্বরের কৃপায়। এই কৃপা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই পায়, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে এবং সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তার উপাসনা করে। ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ খুব কমই কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। আমি আবারও বলতে চাই যে, ঈশ্বর সময়ে সময়ে সবাইকে পরীক্ষা করেন যাতে মানুষের সংকটের সময়ে লড়াই করার ক্ষমতা কমে না যায় এবং প্রত্যেকে তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আস্থাশীল থাকে। এই কারণেই ধনী হোক বা গরীব, সাধারণ মানুষ হোক বা বিশেষ মানুষ, প্রত্যেককেই জীবনের কোনো না কোনো সময় কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। এই পরিস্থিতিগুলিকে আপনার দুর্ভাগ্য হিসাবে বিবেচনা করবেন না কারণ আপনি যখন এই সমস্যার মুখোমুখি হবেন এবং সংগ্রাম করবেন, আপনি অবশ্যই একদিন সফল হবেন। এর সাথে সাথে আপনার সামর্থ্য ও শক্তি বাড়বে এবং যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করার সাহস বাড়বে। যেহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা আগামী সময়ে আরও বাড়বে, তাই এগুলি থেকে পরিত্রাণের জন্য ছোট ছোট, সহজ এবং সহজ সমাধান সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা ভাল এবং তারপরে পূর্ণ বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সাথে নিজে প্রয়োগ করুন। মনে রাখবেন যে সাফল্য কেবল তারাই অর্জিত হয় যারা এটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আপনি যখনই কোনো সমস্যা বা কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, আশা করি আপনি অবিলম্বে এর সুফল পাবেন। এখানে একটি কথা মনে রাখবেন যে, আপনার কাজ শুধুমাত্র শ্রদ্ধা, ভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে ব্যবস্থা নেওয়া। এর পরে কর্মফল দেওয়া ঈশ্বরের কাজ। ফললাভ কখনো দ্রুত হয় আবার কখনো বা কিছু সময় লাগে। তাই এর জন্য প্রয়োজন সংযম ও ধৈর্য। আপনার কেবল বিশ্বাস থাকতে হবে যে আপনি যে সমাধানই নিয়েছেন তা অবশ্যই ফল দেবে কারণ ঈশ্বর কখনই কাউকে হতাশ করেন না।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সূচীপত্র

সাংসারিক সুখশান্তির টোটকা	১৭
ক্রোধ প্রশমনের টোটকা	২০
চাকরি ও মানিপ্ল্যান্ট	২১
ক্রোধী স্বামী/স্ত্রীকে শান্ত করতে কিছু উপায়	২২
মাঙ্গলিক দোষ কমানোর কিছু উপায়	২৩
ভগবান শিবের অভিষেকে সমাধান	২৫
বিবাহ সমস্যা ও টোটকা	২৬
গমের আটার টোটকা	২৭
অম্ল, অজীর্ণের উপশম ও হজমের উপায়	২৭
চাকরি লাভের টোটকা	২৯
জীবনে বিভিন্ন সফলতার টোটকা	৩০
আরও সুখ-শান্তির উপায়	৩১
ধনতেরাসের কি কি টোটকা করতে হবে	৩২
ধনতেরাসের দিন কি কি উপায়ে উন্নতি হবে	৩৪
পঞ্চামৃতের টোটকা	৩৪
পঞ্চামৃত পানের উপকার	৩৬
পারিবারিক সুখশান্তির জন্য টোটকা	৩৭
রুমালের টোটকা	৩৮
দাম্পত্য সম্পর্ক মধুর করার উপায়	৪০
বাস্তুর নেতিবাচক প্রভাব যথাসম্ভব কমানো	৪১
সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনার উপায়	৪৩
আর্থিক উন্নতির উপায়	৪৩
পর্বদিনের কি কি কর্তব্য	৪৪
হাতের তালু দর্শনের কেন করবেন	৪৫
সুখ ও আর্থিক সমৃদ্ধির উপায়	৪৬
আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির টোটকা	৪৬
ঋণ ও আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়	৪৭
ভাগ্যোন্নতিতে কি পুজো করবেন	৪৮
দাম্পত্য সুখের উপায়	৪৯
কীভাবে বুঝবেন যে দৈবী শক্তি আপনাকে সাহায্য করছে?	৫০

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

লবণ বা নুন-এ সমস্যার সমাধান	৫১
সাফল্যের জন্য পান পাতায় সমাধান	৫২
ভাগ্য পরিবর্তনের সহজ উপায়	৫২
খারাপ সময় কাটিয়ে সৌভাগ্য বৃদ্ধির উপায়	৫৩
সুখ, শান্তি, সৌভাগ্য ও উন্নতির সহজ উপায়	৫৪
তেজপাতা দিয়ে ভাগ্যের উন্নতি	৫৫
সুখ-শান্তি ও উন্নতির উপায়	৫৫
খ্যাতি, নাম-যশের সহজ উপায়	৫৬
তামার ঘটি ও চমৎকারী টোটকা	৫৭
আর্থিক সহায়তা লাভের উপায়	৫৮
দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবনের টোটকা	৫৯
প্রদীপ দিয়ে ভাগ্যোন্নতির উপায়	৬০
শাঁই বাবলা ও বিভিন্ন উপায়	৬১
বাস্তুশাস্ত্রে কর্পূরের গুরুত্ব	৬২
জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম্ পাঠের টোটকা	৬৩
আপনার ব্যবহারে গ্রহ প্রতিকারের উপায়	৬৫
রসুন দিয়ে আর্থিক উন্নতি	৬৫
বুধবার ও সঙ্কটমোচন গণপতির পুজো	৬৬
গণেশ চতুর্থীর দিন পালনীয় কিছু উপায়	৬৭
দেবী লক্ষ্মীর অনুগ্রহ পাওয়ার কর্ম	৬৮
বিয়েতে বাস্তু দোষমুক্তির টোটকা	৬৯
পিতৃদোষ কি ও পিতৃদোষের সঙ্কেত ও সমাধান	৬৯
মনস্থির রাখার টোটকা	৭১
কর্মে সফলতা কিছু উপায়	৭২
জীবনে সফল হওয়ার কিছু সরল উপায়	৭২
সম্মানপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া	৭৩
সর্বকর্মে সিদ্ধিলাভের জন্য কি করবেন	৭৪
মানসিক শান্তি পাওয়ার জনয় মন্ত্রের উপায়	৭৪
অপরাজিতার মূলের কর্ম	৭৪
শারীরিক সুস্থতায় জপ করুন	৭৫
ঋণে জর্জরিত হলে কী করবেন	৭৬
শারীরিক দুর্বলতার জন্য গোলাপের পাঁপড়ি	৭৬
রাশি অনুযায়ী ঋণমুক্তির উপায়	৭৭
ঋণমুক্তির আরও একগুচ্ছ উপায়	৭৯
আর্থিক স্বচ্ছলতার দশটি উপায়	৮০
শত্রুনাশের অত্যন্ত ফলদায়ী তিলক	৮২
ঋণ মুক্তির কয়েকটি টোটকা	৮২

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.
স্মৃতিশক্তি ও শ্রীসরস্বতী মন্ত্র	৮৩
ভগবতী কালীর কৃপা পেতে গেলে	৮৫
শত্রুতা প্রতিরোধে মন্ত্র ও উপায়	৮৬
ঘোড়ার নালের অন্ততঃ ছয়টি উপকারিতা	৮৮
কালো জাদু থেকে বাঁচার উপায়	৮৯
আপনার রাশি ও আপনার সৌভাগ্য বৃদ্ধি	৯০
কালো জাদু থেকে বাঁচার আরও কিছু উপায়	৯৫
স্বামী-স্ত্রীর সুমধুর সম্পর্কের উপায়	৯৬
আপনার বাস্তুর বিভিন্ন গাছ	৯৭
আপনার বাস্তুর যে বিষয়গুলি লক্ষ্য করবেন	৭৪
আপনার বাস্তুর দোষ প্রশমনের উপায়	৯৯
পাখি এবং নাম ও যশের টোটকা	১০০
ভাগ্যোন্নতি এবং বাস্তুদোষে নবগ্রহ ধুনো	১০০
মঙ্গলদোষের টোটকা	১০১
কালো সুতো/তাগা নিয়ে টোটকা	১০৪
হতাশায় দই	১০৫
লবণ বা নুন ও আপনি	১০৬
বিয়ের বাধা ও রাশি	১০৭
ছেলের বিয়েতে সমস্যার সমাধান	১০৮
শ্রাপিত দোষের প্রতিকার	১০৯
ভোগ্যবস্তু দান ও নবগ্রহ শান্তি	১১০
বশীকরণের বিভিন্ন উপায়	১১২
বশীকরণে মোহিনী গণেশ	১১৪
ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ	১১৫
চাকরির ক্ষেত্র ও সমস্যার সমাধান	১১৬
সন্তানের লেখাপড়ায় মনোযোগের উপায়	১১৬
ঘুমে আর্থিক উন্নতি	১১৭
আর্থিক সমস্যার শাস্ত্রসম্মত সমাধান	১১৮
ভগবতী মহালক্ষ্মীর কৃপালাভ কি ভাবে হবে	১২০
পুজোর পান দিয়ে ভাগ্যোন্নতি	১২০
বার অনুযায়ী কি কি শুভকর্ম করা উচিত	১২১
গুরুপূর্ণিমার দিনে বিশেষ কর্ম	১২৩
দুঃস্বপ্নের টোটকা	১২৪
আর্থিক অসুবিধার সমাধান	১২৪
জমি-বাড়ী বিক্রির উপায়	১২৫
মাঙ্গলিক দোষের জন্য বেশ কিছু টোটকা	১২৬
কর্পূর ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি	১২৭

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শুক্রবারের অর্থ বৃদ্ধি করার বিশেষ তান্ত্রিক প্রয়োগ	১২৮
সাংসারিক শান্তির বিশেষ উপায়	১২৮
ধনলাভের কিছু উল্লেখযোগ্য উপায়	১২৯
পাঁচমিনিটের জন্য ভগবান শিব ও আপনি	১৩০
দাম্পত্য শান্তি ও ফুলগাছ	১৩২
সৌভাগ্যের কাণ্ডারী ঝাঁটা	১৩৩
শিবপুজোয় বিশেষ বস্তুদান	১৩৪
প্রেমের বিবাহে সমস্যা সমাধানের উপায়	১৩৫
মা-সন্তানের সম্পর্ক ও হাতি	১৩৫
ম্যানিব্যাগে অর্থ	১৩৬
উচ্চ রক্তচাপ থেকে মুক্তির উপায়	১৩৭
ছেলের বিবাহে গোবিন্দ পুজো	১৩৮
মন্ত্র' গুণে দাম্পত্য সুখ	১৩০
আরও একগুচ্ছ বিভিন্ন টোটকা	১৩৯

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সাংসারিক সুখশান্তির টোটকা

'শান্তি' শব্দের অন্যতম অর্থ হলো, বিঘ্নরহিত উদ্বেগশূন্য আনন্দময় জীবন। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, বিঘ্ন তিন প্রকার। যথা—

১) আধ্যাত্মিক বিঘ্ন— শারীরিক ব্যাধি, মানসিক অস্থিরতা, অঙ্গহানি ইত্যাদি।

২) আধিভৌতিক বিঘ্ন — সাপে কামড়ানো, বাঘে ধরা ইত্যাদি।

৩) আধিদৈবিক বিঘ্ন— প্লাবন, মহামারী, খরা ইত্যাদি। এই তিনরকম বিঘ্ন নাশ করতে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মাদিতে শান্তিমন্ত্র পাঠ করা হয় এবং শেষে তিনবার ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ বলা হয়।

উপনিষদীয় শান্তিমন্ত্রসম্পাদনা

ওঁ সহনাববতু, সহনৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বীনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।১

অর্থ: (পরমাত্মা) আমাদের উভয়কে (আচার্য ও বিদ্যার্থী) সমভাবে রক্ষা করুন এবং উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন; আমরা যেন সমভাবে বিদ্যাফল লাভের সামর্থ্য অর্জন করতে পারি; আমাদের উভয়েরই লব্ধবিদ্যা তেজস্বী হোক; আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক - এই ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হোক।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।।

—ঈশোপনিষদ, শান্তিপাঠ।

অর্থ: পরব্রহ্ম পূর্ণ, নামরূপ ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ ;পূর্ণ থেকে পূর্ণ উদ্গত হন; পূর্ণের পূর্ণত্ব বিদ্যা সহায়ে গ্রহণ করলে পূর্ণই (পরব্রহ্মই) অবশিষ্ট থাকেন। ওঁ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-এই ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হোক।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্-প্রাণশ্চক্ষুঃ
শোত্রমথবলমিন্দ্রিয়ানি চ সর্বাণি।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং। মা অহং ব্রহ্ম
নিরাকুর্যাং, মা মা নিরাকরোৎ অনিরাকরণম্
অস্তু অনিরাকরণং মে অস্তু
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে
ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

কেনোপনিষদ্ ও ছান্দোগ্য উপনিষদ, শান্তিপাঠ

অর্থ: আমার অঙ্গসমূহ, বাক, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ ও বল এবং ইন্দ্রিয়সকল পুষ্টিলাভ করুক। সমস্ত পদার্থ স্বরূপতঃ উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মই। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তার সঙ্গে আমার এবং আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিত্যসম্বন্ধযুক্ত হোক, অবিচ্ছেদ্য হোক, সেই পরমাত্মায় সততনিষ্ঠ আমার মধ্যে উপনিষদের বাক্যসমূহ মূর্ত হয়ে উঠুক। ওঁ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-এই ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হোক।

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠাতা
মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্, আবিরাবীর্ম এধি।
বেদস্য ম আণীস্থঃ, শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ।
অনেন অধীতেন অহোরাত্রান্
সংদধামি, ঋতং বদিষ্যামি,
সত্যং বদিষ্যামি, তৎ মাম্ অবতু
তৎবক্তারম্ অবতু, অবতু মাম্,
অবতু বক্তারম্ অবতু বক্তারম্।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।।

—ঐতরেয় উপনিষদ্

অর্থ: আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হোক, আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হোন। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, (আপনি) আমার নিকট প্রকাশিত হোন। (হে বাক্য ও মন তোমরা) আমার নিকট বেদার্থ আনয়নে সমর্থ হও। শ্রুত বিষয় যেন আমাকে ত্যাগ না করে। এই অধ্যয়ন অবলম্বনে আমি দিনরাতকে সংযোজিত করব। আমি মানসিক সত্য বলব, বাচনিক সত্য বলব। ব্রহ্ম আমায় রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন; আমায় রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন। আচার্যকে রক্ষা করুন। ওঁ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-এই ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হোক।

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ।
শং নো ভবত্বর্যমা।
শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ।
শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নমো ব্রহ্মণে।
নমোস্তে বায়ো।
ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।।
ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি।
ঋতং বদিষ্যামি।
সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু।
তদ্বক্তারমবতু।
অবতু মাম।
অবতু বক্তারম।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ১।১

অর্থ: ভক্তের প্রতি স্নেহশীল মিত্রদেব আমাদের প্রতি সুখদায়ক হোন, বরুণদেব সুখপ্রদ হোন, অর্যমা সুখদায়ক হোন, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আমাদের আনন্দ দান করুন, জগদ্ব্যাপক উরুক্রম বিষ্ণু আমাদের সুখ দান করুন। ব্রহ্মরূপী বায়ুকে নমস্কার।হে বায়ু, আপনিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, আপনাকে নমস্কার। আপনি ঋতস্বরূপ বলে আপনাকে ঋত বলব। আপনি সত্যস্বরূপ। হে সর্বাত্মা ব্রহ্ম, আপনি আমাকে রক্ষা করুন; ব্রহ্ম-বক্তাকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন; ব্রহ্ম-বক্তাকে রক্ষা করুন। ওঁ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-এই ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হোক।

ওঁ তচ্ছং যোরাবৃণীমহে। গাতুং যজ্ঞায়।
গাতুং যজ্ঞপতয়ে। দৈবীঃ স্বস্তিরস্তু নঃ।
স্বস্তির্মানুষেভ্যঃ। ঊধ্বং জিগাতু ভেষজম।
শং নো অস্তু দ্বিপদে। শং চতুষ্পদে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অর্থ: মঙ্গলময় ব্রহ্মাকে আমরা বরণ করি। তাকে যজ্ঞে স্তুতি করার জন্য যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে আমরা বরণ করি। আমাদের আধিদৈবিক বিষয়ে শান্তি হোক। মানুষের সঙ্গে সকল সম্পর্ক শুভ হোক। ঊর্ধলোক সম্বন্ধে হিতকর গান হোক। মানুষ, পক্ষী ও গবাদি পশুসকলের মঙ্গল হোক। ওঁ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক - এই ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হোক।

অনেক পরিবারে আর্থিক প্রাচুর্য থাকলেও শান্তির অভাব আছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও মানসিক মিল নেই। একে অপরের সাথে সকলসময়ই মনান্তর, মতান্তরে কলহ লেগেই থাকে। বাস্তুগত কিছু সমস্যা থাকলে এমন হয় আর বাস্তুগত সমস্যা থাকলে আপনাকে প্রতিদিন শিবপূজা করতে হবে। আশাকরি আপনি শিবপূজা জানেন। শিবপূজায় প্রথমেই দুধের সাথে অল্প পরিমানে লাল চিনি মিশিয়ে ভগবান শিবের অভিষেক করুন। তারপর শুদ্ধজল বা গঙ্গাজলে অভিষেক করে শিবপূজা করুন। পূজার শেষে অভিষেকের জল মিশ্রিত দুধ আপনার বাসগৃহের চতুর্দিকে, অর্থাৎ বাস্তুর চতুর্দিকে ছিটিয়ে দিন। ধীরে ধীরে আপনার পরিবারে শান্তির আবহাওয়া ফিরে আসবে। এছাড়াও—

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

১. আপনার বাসগৃহের বাস্তু পরীক্ষা করান।
২. বাস্তুর কারণেও অনেকসময় গৃহকলহ হয়ে থাকে তাই বাস্তুবিশারদকে দিয়ে বাস্তু পরীক্ষা করান।
৩. বাড়ীতে ক্যাকটাসের মতো কাঁটা জাতীয় কোনো গাছ পুঁতবেন না।
৪. আপনার বাড়ীর পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার রাখুন।
৫. আপনার বাড়ীর ওয়াশরুম ও পায়খানা-বাথরুম নিয়মিত পরিষ্কার করে রাখবেন।
৬. আপনার বাসগৃহের কোনও ঘরে যেন ঝুল না পড়ে।
৭. আসবাবপত্র যেন দেওয়াল থেকে কিছুটা দূরে থাকে।
৮. বাড়ীর চারিদিকের পয়ঃপ্রণালী পনেরো দিন পরে পরে পরিষ্কার রাখুন। এই বিষয়গুলি লক্ষ রাখুন, সংসারে শান্তি ফিরে আসবে।
৯. বাড়ীতে শ্রীযন্ত্র স্থাপনা করে প্রতিদিন উপাসনা করুন।

ক্রোধ প্রশমনের টোটকা

মাঝে মাঝে আমাদের সবারই প্রচন্ড রাগ হয়। কোনো কিছুর ওপর কিংবা কোনো বিশেষ ব্যক্তির উপর প্রচন্ড রাগের কারনে অনেক সময় আমরা নিজেরই ক্ষতি করে বসি অথবা অনুচিত কিছু করে ফেলি বা বলে ফেলি। ফলে মানুষের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয় এবং রাগ কমে গেলে অনুশোচনা হয়। আবেগ অনুভুতির উপর নিয়ন্ত্রন খুব কম মানুষেরই থাকে, তাই বড় কোন ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আগেই নিজেকে নিয়ন্ত্রন করে ফেলার আছে কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশল। আসুন জেনে নেয়া যাক ৫টি দারুণ কৌশল।

১. অনেক বেশি রাগের মাথায় ঢক ঢক করে এক গ্লাস ঠান্ডা জল খেয়ে নিন।
২. অনেক বেশি রাগের মাথায় শুয়ে পরা উচিত, শুয়ে পড়ার জায়গা না থাকলে বসে পড়ুন।
৩. অনেক বেশি রাগের মাথায় সম্ভব হলে ১০০ থেকে মনে মনে গুনতে গুনতে ১ পর্যন্ত আসুন।
৪. অনেক বেশি রাগের মাথায় ভগবানকে স্মরণ করলে রাগ কমে যায়।
৫. অনেক বেশি রাগ হ'লে নিজের রাগী চেহারাটা আয়নায় দেখুন।

এই রাগ কমানোর বিসয়ে মন্ত্রজপের একটি বিষয়ে বলি, শুনুন। একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন শিয়ালদহ চেম্বারে। ভদ্রমহিলা সরকারি চাকরি করেন। তার তুলা লগ্ন, কুম্ভ রাশি। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিব্রত। কোষ্ঠী তৈরী করে ও হাতের রেখা বিচার করে আমি সাধ্যমতো তাকে সমাধান হিসাবে কিছু বললাম। সন্তুষ্ট চিত্তে তিনি বেরিয়ে যেতে যেতে, কয়েক পা হেঁটে আবার ফিরে এসে হাসিহাসি মুখ করে বললেন-আর একটু বিরক্ত করব আপনাকে।

আমি বললুম—বলুন।

হাসতে হাসতে তিনি বললেন - আমি না খুব রাগী। একটুতেই রেগে যাই। আর কেও মিথ্যা কথা বললে তো কথাই নেই। এতটা চিৎকার করে বকাবকি করি যে পরে আমার বুকটা ধড়পড় করে ওঠে। এর একটু যুৎসই টোটকা বলে দিন। আমি বললাম-দেখুন, গ্রহগত প্রতিকার না করলে কোনো টোটকা কাজ করবে না। তিনি বললেন-সে তো আপনার সাথে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কথা বললাম, করে নিচ্ছি, রাগ কমানোর। টোটকা বলুন।

আমি তাকে যে টোটকা বলে দিলাম সেটা বলছি, মনে রাখবেন, হয় তো আপনার কাজে লাগতেও পারে।

যে কোনো মঙ্গলবার সাতটা নিখুঁত সবুজ কাঁচা লঙ্কা আর সাতটি রাই সর্ষে নিন। এবার হাতের মুঠোয় এগুলি নিয়ে মাথার চারিদিকে ঘড়ির কাঁটার মতো ৭ বার ঘুরান। এবার এগুলি চার-রাস্তার মোড়ে ফেলে দিন। পরপর সাতটি মঙ্গলবার এমন করুন-আশাকরি আপনার সমস্যার সমাধান হবে।

এছাড়া নিজের রাগ কমানোর জন্য মন্ত্র জপ করতে পারেন। রোজ রাত্রিবেলা শোওয়ার সময় বিছানার উত্তর দিকে মুখ করে বসে কিছু সময় ধ্যান করে মনকে শান্ত করে নিন। মনকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করুন। তারপর যতক্ষণ আপনার মনে হয় ততক্ষণ— ক্ষ্মওঁম্ শান্তে প্রশান্তে মম সর্বক্রোধোপশমনি স্বাহাক্ষ্ম— মন্ত্রটি জপ করুন।

চাকরি ও মানিপ্ল্যান্ট

চাকরি আমাদের বেশির ভাগ মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যার ওপর ভরসা করে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ করে এগিয়ে চলেন। একজন মানুষের সুখ-দুঃখ জীবনধারা অনেকটাই এই চাকরির উপর নির্ভর করে। আর যদি সেই চাকরি হঠাৎ করে চলে যায় তা হলে মানুষকে খুবই দুঃসহ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। ঐ ব্যক্তি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে এবং পরিবার পরিজন নিয়ে অনেক বিপদের মধ্যে পড়ে যায়। তাই এই চাকরি মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চাকরি পাওয়া যেমন সহজ নয় চাকরি টিকিয়ে রাখাও এতো সহজ নয়।

চাকরি প্রাপ্তির জন্য আমরা নানা টোটকা ব্যবহার করি যা আমাদের চাকরি পেতে সহায়তা করে। এর মধ্যে কিছু কিছু টোটকা হয়তো ফলপ্রসূও হয়। কিন্তু আজ এমন একটি টোটকা সম্বন্ধে জানবেন যেটি খুব ভালো কাজ করে। এই টোটকা শুধুমাত্র চলে যাওয়া চাকরি ফিরে পেতেই নয়, যাঁরা দীর্ঘ দিন চাকরি পাচ্ছেন না বা চাকরির যোগ আসছে কিন্তু কেটে যাচ্ছে তাঁদের জন্যও খুব কার্যকরী।

সাধারণত মানিপ্ল্যান্ট নামক একটি গাছ আমরা হয় তো অনেকেই সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য ব্যবহার করি অথবা দেখে থাকি। আমরা হয়তো অনেকেই জানি যে এটি অর্থ বৃদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে মানিপ্ল্যান্টটি থাকে বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মানিপ্ল্যান্টটি বাড়ির অন্য কোণে রাখতে হবে। এই মানিপ্ল্যান্টের সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য কিছু নিয়ম রয়েছে। এটি ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই এই নিয়মগুলি মানতে হবে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

১. প্রথমে একটা নীল রঙের বোতল আপনাকে আনতে হবে। তার পরে তাতে মানিপ্ল্যান্ট রাখতে হবে। এটি অবশ্যই রাখতে হবে বাড়ির উত্তর কোণে।

২. এই মানিপ্ল্যানটি কিনে আনা যেতে পারে বা কোনও পরিষ্কার জায়গা থেকে তুলে আনা যেতে পারে। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনও নোংরা জায়গা থেকে মানিপ্ল্যান্ট তুলে আনা না হয়।

৩. যত দিন পর্যন্ত না চাকরি প্রাপ্তি হচ্ছে তত দিন প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে মানিপ্ল্যানটির সামনে মনের কামনা জানাতে হবে।

৪. চাকরি পাওয়ার পর মানিপ্ল্যান্টটি বাড়ির সঠিক কোণে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রেখে দিতে হবে।

৫. প্রতিদিন মানিপ্ল্যান্টে জল দিন ও লক্ষ রাখুন, কোনও শাখা যেন নীচের দিকে মুখ করে ঝুলে না থাকে।

ক্রোধী স্বামী/স্ত্রীকে শান্ত করতে কিছু উপায়

রাগ মানুষের স্বভাবের একটি অন্যতম অংশ। মানুষ রেগে গেলে নিজেই নিজের বশের মাত্রা হারিয়ে ফেলে। রাগের সময়ে যে কে কী করে বসেন, তা হয়তো সেই মুহূর্তে বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন রাগ থেমে যায়, তখন তার অনুতাপ হয়। রাগের সময়ে এক এক জনের এক এক রকম ধরন হয়। কেউ একেবারে চুপ করে বসে থাকেন। কারও সঙ্গে কথা বলেন না। আবার কেউ রেগে গেলে জিনিসপত্র ভাঙেন বা কেউ ঘর থেকে বাইরে চলে যান। কেউ বেশি করে কাজ করতে থাকেন বা কেউ নিজের কোনও ক্ষতি করে দেন।

আপনি যদি প্রেম করে থাকেন তাহলে জানবেন যে প্রেমেও একটু ঝগড়া, একটু ভাব—এটা না থাকলে প্রেমটা ঠিক জমে না। তেমনই ঝগড়াটাও প্রেমের একটি অপরিহার্য অংশ তবে ঝগড়া যেন অতিমাত্রায় না হয় বা ঝগড়ার ফলে যেন কোনও ভাবেই কেউ আঘাত না পায় সে ব্যাপারে আমাদের সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। অর্থাৎ, বুঝতেই পারছেন ঝগড়া যতক্ষণ দুষ্টু-মিষ্টি অবস্থায় থাকে ততক্ষণই মঙ্গল। তবে অনেক সময় দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া এত বড় বা বিরাট আকার ধারণ করে যে তাঁদের মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যায়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য শাস্ত্র মতে কিছু উপায় রয়েছে সেগুলো মেনে চললে কিছুটা প্রতিকার পাওয়া যায়। আসুন জেনে নিই কি ভাবে রাগ নিয়ন্ত্রণ করব।

১. রাতে ঘুমানোর সময় স্বামী/স্ত্রীর মাথা যেন কোনওভাবেই দক্ষিণ দিকে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, এতে স্বামী/স্ত্রীর রাগের পরিমাণ অতি মাত্রায় বাড়তে থাকে। ফলে পারিবারিক সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

২. শাস্ত্র মতে একটি ময়ূরের পালক রাখুন শোওয়ার ঘরের দক্ষিণ বা পশ্চিম কোণে। এতে ঘরের পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত থাকে, ফলে সকলের মন থাকে শান্ত। বাড়ির সকলে ভাল থাকে।

৩. আপনার বিছানা যেন কোনও ভাবেই যেন অগ্নিকোণে না থাকে বা স্বামী-স্ত্রীর সময়

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কাটানোর জায়গা যেন অগ্নিকোণে না হয়, এর ফলে স্বামী/স্ত্রীর রাগ দিন দিন বাড়তে দেখা যায়।

৪. দৈনন্দিন জীবনে লাল রং ব্যবহার করবেন না। সব সময় হালকা রঙের পোশাক, জানালা-দরজার পর্দা, পোষাক, বিছানার চাদর ব্যবহার করতে হবে। গাঢ় রঙের প্রায় সবকিছুই পরিত্যাগ করবেন কারণ গাঢ় রঙের ব্যবহারে রাগ একটু হলেও বেশি হয়।

৫. এমন কিছু ছবি রয়েছে শোবার ঘরে যা কখনও রাখতে নেই। যেমন হিংস্র কোনও ছবি, পাখি উড়ে যাচ্ছে, অবসাদগ্রস্ত মানুষের ছবি বা ঐতিহাসিক যুদ্ধের ছবি প্রভৃতি। যে ছবিতে সুখ-শান্তি বিরাজ করে সেরকম ছবি রাখতে হবে।

৬. চন্দনের ব্যবহার দৈনন্দিন জীবনে করুন। কপালে চন্দনের তিলক, চন্দনের সাবান, চন্দনের ধূপকাঠি, চন্দনের আতর ব্যবহার করুন।

৭. দৈনন্দিন জীবনে রূপার অলংকার ব্যবহার করুন। একটা সোয়া দুই বা সোয়া তিন ভরির রূপার বালা হাতে পরুন।

৮. প্রতিদিন নির্গর্ভ ধ্যান করুন।

৯. শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হলে প্রতিদিন নিত্যকর্মের পরে দুইবেলা যথাসম্ভব 'হ্রীং শান্তে প্রশান্তে মম সর্বক্রোধোপশমনি স্বাহা' মন্ত্র জপ করুন, আর কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হলে 'ওঁম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপ করুন ও শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হলে 'হ্রীং হৌং নমঃ শিবায়' মন্ত্র জপ করুন।

মাঙ্গলিক দোষ কমানোর কিছু উপায়

কথায় আছে— তকপালের লিখন না যায় খণ্ডনক্ষ্ম প্রাচীন কাল থেকে এই কথাটি আমরা লোকমুখে শুনে আসছি। কারও কপালের লিখন যদি ভালো হয় তাহলে সবাই অনেক খুশি হয় আবার যদি কারও কপালের লিখন খারাপ হয় তখন মানুষ অনেক ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু এতো ভয় এর মধ্যেও মানুষ তার ভবিষ্যৎ নিয়ে জানতে অনেক আগ্রহী, আর এই আগ্রহের উপর ভর করেই মানুষ জ্যোতিষীর কাছে আসেন তার ভবিষ্যৎ জানার জন্য। মানুষের কপালের লিখন পূর্বপরিকল্পিত হলেও আগে জানতে পারলে মানুষ কিছুটা সচেতন হতে পারে। আর সচেতনতা তো অনেক সময় এমন ভাবে কাজ করে যে, মৃত্যু ঘটাবে না বরং অঙ্গচ্যুতি হোক, প্রাণ বেঁচে যাবে।

মাঙ্গলিক দোষ এটি শুনলেই যার এই বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান আছে তারা অনেক ভয় পেয়ে যান। সাধারণ ভাবে আভিধানিক অর্থ বলে, মাঙ্গলিক শব্দের অর্থ হলো মঙ্গল বা শুভকার্য বা মঙ্গলজনক উপাচার। এই মঙ্গল কারোর জন্মছকের লগ্নে, কারোর ছকে অন্য কোনো না কোনো ঘরে অবস্থান করে। কিন্তু তাতে সব ফলই যে দোষযুক্ত হয় তা নয়। জ্যোতিষ গবেষণা মতে পাওয়া যায়, জাতক বা জাতিকার জন্মকালীন দশায় যদি মঙ্গল ১, ৪, ৭, ৮ বা ১২ নম্বর ঘরে থাকে তবে তা দুষ্ট প্রভাব দান করবে। অর্থাৎ জাতক বা জাতিকার জন্মছকে এই সকল দুষ্ট গ্রহের প্রভাব থাকে সে জাতক বা জাতিকা মাঙ্গলিক হবে। এর প্রভাবে উদ্দিষ্ট

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ঘরে মঙ্গলের যে বৈশিষ্ট্য রাগ, অভিমান অবেচতন মনের মতই সেই প্রভাবিত অংশে মঙ্গল তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রভাব দেয়। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে মাঙ্গলিক দোষ থাকলে সে ব্যক্তির বিবাহিত জীবনে অত্যন্ত কঠিন সময় অতিবাহিত করতে হয়। তাঁদের বিবাহিত জীবনে অশান্তি, ঝগড়া লেগেই থাকে, উভয়ের মনের মিল হয় না সহজে, এমন কি বিবাহ বিচ্ছেদও হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও মঙ্গল দোষ এর প্রভাবে জাতক জাতিকার শারীরিকভাবে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে।

পাত্র-পাত্রীর জন্ম ছকে মাঙ্গলিক দোষ থাকলে অবশ্যই বিবাহের আগে থেকেই ব্যবহারে পরিবর্তন করতে হবে। তাই আপনি যদি মাঙ্গলিক হন তবে অবশ্যই নীচের নিয়মকানুনগুলো মেনে চলুন, তাহলে হয়তো অতি খারাপ ও অশুভ ফল থেকে কিছুটা রক্ষা পেতে পারেন। নিয়মগুলি হল-

১. সর্বদা নিজের আচরণ ঠিক এবং সংযত রেখে বিনীত হওয়ার চেষ্টা করুন।
২. কখনও মিথ্যা বলবেন না।
৩. কখনও অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবেন না।
৪. কখনও বাজে ভাষায় গালাগালি করবেন না।
৫. মদ্যপান থেকে দূরে থাকুন।
৬. প্রতি মঙ্গলবার মাছ-মাংস পরিহার করে নিরামিষ আহার গ্রহণ করুন।
৭. কারো কাছ থেকে বিনামূল্যে কোনো জিনিস গ্রহণ করবেন না।
৮. যাদের কোনো সন্তান নেই তাদের কাছ থেকে কোনো সম্পত্তি ক্রয় করবেন না।
৯. বাড়ির মুখ দক্ষিণদিকে হলে সেই বাড়িতে না থাকাই শ্রেয়।
১০. প্রতিদিন সকালে উঠে মধু পান করবেন।
১১. মিষ্টি খাবার নিজে বানিয়ে নিজে খেতে পারেন এবং অন্যকেও খাওয়াতে পারেন।
১২ নিজের জন্মদিনে অন্তত ১০ থেকে ১৫ জনকে মিষ্টি খাওয়ান। আপনার বোন অথবা যে কোনো মেয়েদের মিষ্টি খাওয়াতে পারেন।
১৩ সংসারে সকলকে সম্মান দিন এবং সকল সুযোগ সুবিধার দিকে নজর রাখুন।
১৪ আত্মীয়দের সাথে সর্বদা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখুন।
১৫. আপনার আশেপাশে কোনো বিধবা থাকলে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন।
১৬. লোহার তৈরি কোনো অস্ত্র বা অস্ত্র জাতীয় জিনিস বাড়িতে রাখবেন না।

মাঙ্গলিক দোষ থেকে মুক্তির জন্য বিশেষ কিছু উপায় বা টোটকা রয়েছে এগুলো মেনে চললে মাঙ্গলিক দোষ থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়। যদি আপনি মাঙ্গলিক হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই নীচের টোটকাগুলো মেনে চলুন-

১. মঙ্গলদোষ কাটানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো যদি জাতক-জাতিকা দুজনই মাঙ্গলিক হয় এবং তাদের মধ্যে বিবাহ হয় তবে দুজনেরই এই মঙ্গলের দশা কেটে যায় তাই

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

একজন মাঙ্গলিক জাতকের অবশ্যই একজন মাঙ্গলিক জাতিকাকে বিয়ে করা উচিত।

২. জ্যোতিষশাস্ত্র মাঙ্গলিক দোষ কাটানোর জন্য কিছু উপায় বের করেছেন তাদের মধ্যে কুম্ভ বিবাহ নামে একটি রীতির প্রচলন রয়েছে। এই রীতিতে মাঙ্গলিক জাতক বা জাতিকাকে একটি কলা গাছ বা অশ্বত্থ গাছ অথবা ভগবান বিষ্ণুর একটি স্বর্ণ বা রৌপ্য মূর্তির সাথে বিয়ে দেওয়া হয়।

৩. নিয়ম করে প্রতি মঙ্গলবার উপবাস রাখলে এবং শুধুমাত্র অড়হর ডাল সেবন করলে আস্তে আস্তে কেটে যায় এই দশা।

৪. মঙ্গল দোষ কাটানোর জন্য অবশ্যই প্রতি মঙ্গলবার নবগ্রহ মন্ত্র উচ্চারণ করুন। নবগ্রহ মন্ত্র উচ্চারণ করলে মঙ্গল দোষ কেটে যায় আবার প্রতিদিন ১০৮ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলে ও হনুমান চল্লিশা পাঠ করলে মঙ্গল দোষ কেটে যায়।

৫. মঙ্গলবার দান-ধ্যান করলেও তুষ্ট হন মঙ্গলদেব-তলোয়ার, ছুরি, মুসুর ডাল, লাল সিল্ক, রক্তপ্রবাল ইত্যাদি লাল বস্তু নিবেদন করলেও সন্তুষ্ট হন তিনি।

৬. হনুমানজীর পূজা করে তার প্রসাদ সকলকে দান করতে পারেন।

৭. যদি আপনি হনুমান মন্দিরে সিঁদুর দান করেন তাহলে অনেক উপকার হবে।

৮. প্রত্যহ সকালে উঠে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করুন।

৯. দেবী দুর্গার একটি ছবি অবশ্যই আপনার বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখবেন।

১০. একটি লাল রুমাল সব সময় আপনার সাথে রাখতে পারেন।

১১. যে কোনও একটু রুপার গয়না দেহে ধারণ করতে পারেন। যেমন-আংটি।

১২. আটাতে চিনি দিয়ে মিষ্টি রুটি বানিয়ে তা কালো কুকুরকে খাওয়াতে পারেন।

১৩. প্রতি মঙ্গলবার নদীর স্রোতের জলে যে কোনো মিষ্টি জাতীয় খাবার বিসর্জন দিন।

১৪. আপনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হলে গুরুদেবের আদেশ নিয়ে বগলামুখী কবচ ধারণ করুন ও বগলা কবচ্ ধারণের পরে প্রতিদিন বগলামুখী মন্ত্র জপ করতে পারেন।

ভগবান শিবের অভিষেকে সমাধান

মানুষের জীবন মানেই সংগ্রাম আর সংগ্রাম অর্থাৎ কর্ম ও পরীক্ষার এক সামঞ্জস্য। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। এই কথা আমাদের মনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে- এটাই জীবন। তবে আমাদের আধ্যাত্মিক পথে এত কিছুর সমাধান রয়েছে সেগুলো যদি মেনে ও বিশ্বাস করে এগোনো যায় তাহলে জীবন সংগ্রাম এক খেলা মনে হবে, ভার মনে হবে না। আমি এখানে ভগবান শিবের কিছু অভিষেক বিধান জানাচ্ছি যা আমাদের কর্মের পথ ও জীবনকে ভালো করে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য এক সুন্দর দিশা দেখিয়ে দেয়।

ছাত্রদের জন্য-ভালো পড়া-শোনা করবার সাথে সাথে জীবনে বাধা রহিত হয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রতি বুধবার দিন ভগবান শিবের শিব লিঙ্গের ওপর বেলের রস দিয়ে অভিষেক করলে ভালো হয়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এ ছাড়াও ত্বক রোগে সুস্থতা মনোরোগে শান্তি, রাজনীতিতে উন্নতি, সাংসারিক ও দাম্পত্য সুখ-শান্তি, আর্থিক সুখ-সমৃদ্ধি, দীর্ঘ মিথ্যা মামলার নিষ্পত্তি, সদ্য মিথ্যে আরোপ থেকে রেহাই, দুর্ভাগ্য দূরীকরণ, কঠিন রোগ মুক্তি, নিশ্চিত মনোস্কামনা পূরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপচারে ভগবান শিবের অভিষেক এবং পৃথক পৃথক ভোগ নিবেদন ও যজ্ঞের মাধ্যমে উপকার পাওয়া যায়।

আশা করবো আপনাদের শিবলিঙ্গের অভিষেকের এই বিষয়টি ভালো লেগেছে। যারা নিজের হাতে অভিষেক করতে চান তারা অভিষেকের সময়-ক্ষ্মওঁম্ নমঃ শিবায়ক্ষ্ম মন্ত্রটি জপ করতে পারেন আর পুরোহিত পৃথক পূজা করবেন।

বিবাহ সমস্যা ও টোটকা

সন্তানরা বিবাহযোগ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মা সন্তানদের জন্য সম্বন্ধ খুঁজতে শুরু করেন। এমন পরিস্থিতিতে বয়স পেরিয়ে গেলেও যখন সম্বন্ধ পাওয়া যায় না, তখন বাবা-মায়ের মন খারাপ হয়ে যায়। জ্যোতিষশাস্ত্রে বিবাহের জন্য সম্বন্ধ না পাওয়াকে কুণ্ডলী দোষ বলে ধরা হয়। কুণ্ডলীতে এমন অনেক গ্রহ রয়েছে যা বিবাহে বাধা সৃষ্টি করে। সেই কারণেই অনেকেই আছেন যারা সঠিক পাত্র-পাত্রী পাচ্ছেন না। বিয়ের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটির কারণে বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে অভিভাবকেরা অনেক সময় জ্যোতিষশাস্ত্রীয় প্রতিকার অবলম্বন করে থাকেন। এই প্রতিকার গ্রহণ করার আগেই, আপনি মনে করলে, নীচে দেওয়া তান্ত্রিক টোটকার সাহায্য নিতে পারেন।

উপায়টি হল-যে কোনও শুক্রবার বেলা বারোটার আগে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বিবাহ-সমস্যার সমাধান করুন।

এক টুকরো হলুদ কাপড় নিন। এবার এই কাপড়টির উপর-

১. ৭টি সুপারী।
২. ৭টি পৈতে।
৩. ৭ টুকরো কাঁচা হলুদ।
৪. ৭ টুকরো গুড়ের ঢেলা।
৫. ৭টি হলুদ ফুল।
৬. ৭টি তামার টুকরো।
৭. ৭০ গ্রাম ছোলার ডাল রাখুন।

এবার কাপড়ের টুকরোটি গুটিয়ে একটা পুঁটলি তৈরি করে আপনার ঠাকুরঘরের পরিষ্কার

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জায়গায় রেখে দিন। রোজ বিবাহের কামনা জানিয়ে ঐ পুঁটুলিতে ধূপ দেখান। শীঘ্রই বিবাহ সম্পন্ন হবে। পরীক্ষিত পদ্ধতি।

গমের আটার টোটকা

রান্নাঘরের নানা উপকরণের মাধ্যমে আমাদের সুখে থাকার নানা উপায় বলে দিয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্র। রান্নাঘরের জিনিসপত্র যে কেবল রান্নায় স্বাদ আনে তা নয় জীবনের সমস্যার সমাধান করতেও কাজে আসে এ কথা জ্যোতিষশাস্ত্র না থাকলে জানাই যেত না। ঠিক সে রকমই জ্যোতিষশাস্ত্র মতে রান্নার অন্যান্য জিনিসের মতো গুড় দিয়ে করা কিছু টোটকা আমাদের খুবই সাহায্য করতে পারে। গুড় স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে দেখে নেওয়া যাক আমাদের সুখী জীবনযাপনের ক্ষেত্রে গুড় কতটা উপকারী।

১. অনেকদিন ধরে ঋণে জর্জরিত, কিছুতেই ঋণের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না, করুন এই টোটকা। একটি লাল কাপড়ের মধ্যে সাত টুকরো গোটা হলুদ এবং একটি ছোট গুড়ের টুকরো নিয়ে একসঙ্গে বেঁধে আপনার টাকা রাখার জায়গায় রেখে দিন, তারপর ২১ দিন পরে সেইসব সামগ্রী জলে ভাসিয়ে দিন। এই প্রক্রিয়াটি বৃহস্পতিবার করতে হবে। এতে যে শুধু ঋণ মুক্তি হবে, তা নয়, ব্যবসায় মন্দা থাকলেও তা কেটে যাবে।
২. আর্থিক সমৃদ্ধি দ্বিগুণ করতে বৃহস্পতিবার একটি লাল কাপড়ে কিছুটা গুড়, এক টাকার একটি কয়েন, সামান্য কর্পূর এবং একটি লবঙ্গ একসঙ্গে বেঁধে মা লক্ষ্মীর সামনে রেখে দিন। সাত দিন পর সেই পুঁটলিটি নিয়ে নিজের টাকা রাখার জায়গায় রেখে দিন।
৩. যারা চাকরি পাচ্ছেন না, তাঁরা এবং যাঁদের চাকরি রয়েছে তাঁরা তাঁদের চাকরির উন্নতির জন্য সকালে একটি রুটির সঙ্গে গুড় দিয়ে গরুকে খাইয়ে দিন। এই ক্রিয়াটি পর পর ন' দিন করতে পারলে খুব উপকার পাওয়া যাবে।
৪. বিয়েতে বাধা কাটাতে আটার সঙ্গে কিছুটা গুড় ও ঘি দিয়ে একসঙ্গে মেখে কাঁচা অবস্থায় সাদা গরুকে খাওয়ান।
৫. শুভ বিবাহের জন্য 'প্রজাপতি কবচ' ধারণ করুন ও বেশ কিছু দিন আপনার সুবিধামতো এই ক্রিয়া করতে থাকুন, বিয়েতে বাধা কেটে যাবে।

অম্ল, অজীর্ণের উপশম ও হজমের উপায়

শতকরা একশভাগ মানুষের মধ্যে নিরানব্বই ভাগ মানুষই এই অম্ল, অজীর্ণের কারণে কষ্ট ভোগ করে থাকেন। দীর্ঘস্থায়ী পেটের রোগে ভোগার আসল কারণ হল, এই সব উপসর্গে নিরন্তর প্রতিদিন ভুগতে থাকা, অজীর্ণ, বদহজম, অম্বল, পেটে কুপিত বায়ুর জন্য গাদা গাদা ওষুধের অস্বাভাবিক ব্যবহারে মানুষ ব্যতিব্যস্ত হতে হতে পাগলপারা অবস্থা।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অথচ, মন্ত্রশক্তির ব্যবহার তথাকথিত আধুনিক ও নব্য শিক্ষিতরা বর্তমানে ভুলতে বসেছেন। এ বড় পরিতাপের বিষয়।

যাই হোক মন্ত্রটির পিছনে একটি পৌরাণিক ইতিহাস রয়েছে, মহামুনি অগস্ত্যের কাছে দুর্বিনীত অসুর বাতাপীর নিধন ও বাতাপীকে ভক্ষণ করে বিলকুল হজম ও তপোবনের হাজারো মুনিঋষিদের উদ্ধারই এই সম্পর্কিত ইতিহাসের মূল উপজীব্য। সেকথার বিস্তার না করে, এই মন্ত্রটি কীভাবে আমাদের হিতসাধনের জন্য ব্যবহার করতে হবে, সেই মূল্যবান প্রসঙ্গে আসছি।

দুইবেলা খাওয়াদাওয়ার পর আঁচানো হয়ে গেলে, হাতের জল না মুছে পেটের উপর নাভির চারপাশে হালকা চেপে এই মন্ত্রটি ৭ বার বলতে বলতে ৭ বার যে হাত দিয়ে খেয়েছেন, সে হাতের ভিজে তালুটি বোলাতে হবে। ব্যাস্। এতেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। এই মন্ত্রের প্রতিদিন ব্যবহারে অজীর্ণ, বদহজম, অম্বল, গ্যাস, তো হয়ই না, বরং অনুষ্ঠানবাড়িতে গুরুপাক আহার করলেও খাদ্যদ্রব্য অতি সহজেই হজম হয়ে যায়। অজীর্ণ, বদহজম, অম্বল, পেটে কুপিত বায়ুর জন্য এই প্রবন্ধে আলোচিত ধন্বন্তরি মন্ত্রটির এহেন জাদুকরী ক্ষমতায় আশ্চর্য্য না হয়ে আর উপায় থাকবে না। আধঘণ্টা পরে আপনার মনেই হবে না, যে আপনি পুরোমাত্রায় আহার করেছেন, এই মন্ত্রটি সত্যিই ধন্বন্তরি মন্ত্র-এর কোনও তুলনা নেই।

বিশ্বাসের সাথে জপ করুন। মন্ত্রটি হল-

বাতাপীরভক্ষিত যেন পীত যেন মহোদধি।
যন্ময়া খাদিতং পীতং তন্মেহগস্ত্য দরিষ্যতু।।

আর্থিক উৎকর্ষের উপায়

আর্থিক লাভের জন্য একটি এমন মন্ত্র সম্পর্কে লিখছি, যে মন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষেই অর্থবৃদ্ধি ও ব্যবসাবৃদ্ধি করার জন্য একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী লক্ষ্মী মন্ত্র। মন্ত্রটি বহু প্রাচীন, বহু ব্যবহৃত এবং সতিকারেই আশু ফলপ্রদ। যিনি আর্থিক ভাবে নিজেকে দুর্বল বলে জানেন এবং শত চেষ্টা করেও যার ব্যবসাবৃদ্ধি হচ্ছে না এবং আর্থিক অভাব অনটন থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছেন না, তিনি নিয়ম করে অর্থবৃদ্ধি ও ব্যবসা বৃদ্ধি করার জন্য এই মন্ত্র জপ করলে অবশ্যই আর্থিক অভাব ও দারিদ্র থেকে মুক্তি পাবেন এবং তার ব্যবসাও ভালোভাবে বৃদ্ধি হতে থাকবে।

আমরা জানি, আর্থিক ভাবে কমজোরি হলে, সেই ব্যক্তি জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে পড়েন এবং তাঁর জীবনটি অগোছালো ও সংঘর্ষপূর্ণ হয়ে যায়। এই বিষয়টি যেমন অসহনীয় তেমনই অতীব যন্ত্রণাদায়ক। এইভাবে চলতে থাকলে ওই ব্যক্তি মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন, হিতাহিত জ্ঞান তাঁর আর থাকে না। এমন অবস্থায় এই লক্ষ্মী মন্ত্রটি নিয়ম করে জপ করলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই পরিত্রাণ পাবেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আমার তথ্যের উপর ভিত্তি করে যারা কোনো মন্ত্র জপ বা যন্ত্রম তৈরী করবেন, তাদের অবশ্যই

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মনে রাখতে হবে, যে কোনো মন্ত্র বা তন্ত্রের ফলাফলের জন্য আমি বা আমার এই সাধু প্রয়াসটির কোনও দায়দায়িত্ব থাকবে না, কারণ যিনি এই মন্ত্র বা তন্ত্রগুলির অভ্যাস করবেন তার দ্বারা কৃতকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে কোনো অসুবিধা বা অসাফল্য হতেই পারে। তার দায়ভার আমার নয়।

এবার টোটকার বিষয়ে আসি। যে কোনও পূর্ণিমার দিন যদি রবিবার, সোমবার বা বৃহস্পতিবার হয়, সেদিন থেকে এই মন্ত্রটি জপ শুরু করতে হবে। যিনি জপ করবেন, তিনি অবশ্যই মা লক্ষ্মীর একটি ছবি জোগাড় করে সেটিকে তাঁর আসনের সামনে স্থাপন করবেন। উত্তর বা পূর্বদিকে মুখ করে বসবেন। মা লক্ষ্মীর ছবিটিতে একটি মালা পরাবেন। তারপর যথাসম্ভব দেবী লক্ষ্মীর পূজা করুন। এবার জপ করুন।

যিনি জপ করবেন, তিনি অবশ্যই শুদ্ধচিত্তে ধূপকাঠি ও প্রদীপ জ্বেলে নেবেন, প্রথমদিন থেকে শুরু করে ১০০ দিন ১০০ বার করে জপ করলে মন্ত্রটি সিদ্ধ হবে। কোনো প্রকার বাধা পড়লে পুনরায় শুরু করতে হবে। মন্ত্রটি সিদ্ধ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে সকল প্রকার আর্থিক অভাব অনটন দূর হবে। মন্ত্রটি প্রতিদিন এক আসনে, একই সময়ে জপ করলে বেশি ভালো ফল পাবেন।

'ওঁম্ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সৌঃ জগৎ প্রসুত্যৈ নমঃ'— মন্ত্রটি জপ করে নিয়ে তারপর মাত্র ১০ বার মা লক্ষ্মীর গায়ত্রী মন্ত্রটি জপ করে নেবেন। মা লক্ষ্মীর গায়ত্রী মন্ত্র— তওঁম্ মহাদেব্যৈ চ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্যৈ চ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎক্ষ্ম

চাকরি লাভের টোটকা

পড়াশোনা শিখেও ভালোভাবে চাকরি না জোটাতে পেরে অনেকে খুবই নিরাশ ও হতাশায় দিন কাটান। আমাদের সমাজে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা অহরহ এই সমস্যার শিকার। এই যন্ত্রম ও মন্ত্রটি বাংলাদেশের এক তান্ত্রিক গুরুদেবের থেকে সংগ্রহ করেছি। বহু চেষ্টা করেও চাকরি না পেলে এই যন্ত্রমটি বর্ণনা অনুসারে তৈরি করে ধারণ করে দেখতে পারেন। আশাকরি ভালো ফল পাবেন।

শুভদিনে, শুভক্ষণে, শুক্লপক্ষে, সকালবেলায় স্নান ধ্যান করে, শুদ্ধাসনে উত্তর মুখে বসে, ধূপকাঠি ও প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে যন্ত্রমটি ভূর্জপত্রের উপরে যে কোনো মন্দিরের জাগ্রত মা কালীর পূজা করা আলতা দিয়ে, আঁকতে হবে। যন্ত্রমটি আঁকা হয়ে গেলে মা দুর্গার উদ্দেশ্যে পঞ্চোপচারে যন্ত্রমটিকে পূজা করতে হবে। পূজা সমাপনের পর মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করতে হবে। পূজার সংকল্পের সময় চাকরি অবশ্যই যেন পাই এই কামনার মাধ্যমে সংকল্প করতে হবে। এইভাবে সংকল্প করে ১০৮টি। বেলপাতা সহকারে হোমযজ্ঞ করতে হবে।

সমস্ত নিয়ম যথাযথভাবে পালন করে যন্ত্রমটিকে রুপার মাদুলীতে ভরে পৈতের সুতোয় বেঁধে পুরুষরা ডান হাতের বাজুতে ও মেয়েরা বাম হাতের বাজুতে ভক্তিভরে ধারণ করুন, আশাকরি চাকরির সুসংবাদ পাবেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মন্ত্র— ওঁম্ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা।

(যন্ত্রম্)

উ--উ
উ ৮ ওঁ ৭
উ--উ
উ ৫ কালী ৬
উ--উ

জীবনে বিভিন্ন সফলতার টোটকা

প্রতিটি মানুষই জীবনে সব কাজে সফলতা পেতে চায়। কিন্তু প্রত্যেক কাজে সফলতা পাওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। জীবনে আমরা যা চাই তা সব তো আর পাওয়া যায় না। তাই এক্ষেত্রে সব কাজে সফলতা পেতে তান্ত্রিক টোটকাগুলির সাহায্য নেওয়া যেতেই পারে। এই বিশেষ টোটকাগুলি করলে দৈনন্দিন জীবনে কাজে সফলতার ক্ষেত্রে অনেক উপকার পাওয়া যায়। ভক্তিভরে উপায়টি করলে তা আপনাকে অনেকটাই সাহায্য করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

১. শুদ্ধ ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে মহাকালীর পুজো করলে প্রত্যেক কাজে সফলতা পাওয়া যায়।
২. কুমকুম দিয়ে অশ্বত্থ পাতার উপরে 'ওঁম্' লিখে লাল আতপ চাল ছড়িয়ে ওই পাতাটি কোনো মন্দিরে রেখে দিলে সব কাজে সফলতা পাওয়া যায়।
৩. শিবপূজা করে তিনটি বেলপাতা শিবলিঙ্গে স্থাপন করলে প্রয়োজনীয় কাজে সফলতা পাওয়া যায়। ঘর থেকে বাইরে যাবার আগে কালো সরষের কিছু দানা বাইরে ছড়িয়ে দিলেও প্রয়োজনীয় কাজে সফলতা পাওয়া যায়।
৪. গুড় ও ছোলা কোনো ভিক্ষুককে দান করলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। নিজের উপরে একটি রুটিকে ৩১ বার ঘড়ির কাটার মতো ঘুরিয়ে চৌরাস্তায় রেখে দিলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়।
৫. বাইরে যাবার সময় কিছুটা হিং দক্ষিণদিকে ছড়িয়ে দিন। হলুদ সর্ষে নিজের উপরে ৭ বার ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরিয়ে আপনার সামনে দিয়ে ঘরের বাইরে ফেলে দিন, যেমন করে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা হয়। এরকম করলে প্রয়োজনীয় কাজে সফলতা পাওয়া যায়।
৬. অল্প পরিমাণে লবণ নিজের দরজাতে ফেলে কাজে বেরোন। দেশি ঘিয়ের প্রদীপে একটি এলাচ মা দুর্গার সামনে রেখে দিন। ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে ক্ষীরের ভোগ নিবেদন করুন এবং প্রসাদ বিতরণ করুন। এরকম করলে প্রয়োজনীয় কাজে সফলতা পাওয়া যায়।

কাজগুলি শুরুর আগে (টোটকা অভিমন্ত্রিত করার জন্য) এই শাবর মন্ত্রটি একাসনে বসে ১০০০ বার জপ করে নেবেন। মন্ত্র নিম্নপ্রকার-

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ওঁ নৃসিংহ। নৃসিংহ কি মহতারি,
কাতয় সুত, নাহি সুত কে পাগা।
বিনা ইসে বাঁধে কো?
নৃসিংহ কো কহতি হ্যায় মহতরি-
দাদু করত মো বাদী মারে।
করু বন্দিনীয়া রার।
ওঘাট কের খিলাড়ি মারে,
চিটকা কের মসান।
ভূত প্রেত সংহারী কে মারে।
কারুয়া দেব উড়াও।
হাক পড়ি নৃসিংহ কি
জাগ জাগ বীর ওহা হনুমান।

আরও সুখ-শান্তির উপায়

সুখ ও শান্তি— এই দুই অপার্থিব বস্তুর প্রতি আমাদের আকর্ষণ চিরকালীন। পৃথিবীতে সব অর্থ দিয়ে কিনতে পাওয়া গেলেও এইগুলো আপনার পক্ষে কেনা অসম্ভব। আসলে সুখ ও শান্তি হলো দুই সহোদরা। এরা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে। তবে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। আর সেটা হলো শান্তির ওপর সুখ নির্ভরশীল। মনে রাখবেন, শান্তি পেতে চাইলে আগে নিজেকে খুঁজতে হবে, নিজেকে বুঝতে হবে, স্থির হতে হবে, তবেই আপনার জীবনে শান্তি আসবে আর তার হাত ধরেই আসবে সুখ। তাহলে মূল বিষয়টি হল মানসিক শান্তি। এই মানসিক শান্তি লাভ করতে মনের স্থিরতা দরকার। আর সংসারী মানুষের মন স্থির করা খুবই কঠিন কাজ। পূজার্চনা ও জপ ধ্যানে মন স্থির হয় বটে তবে আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বলে রাখি-তা হল সুখ-শান্তির জন্য টোটকা।

আপনার ব্যবসায়িক স্থানে, অফিসে বা সংসারে পারিবারিক সুখ-শান্তি, উন্নতি, অর্থের প্রাচুর্য ও পরিশীলিত পরিবেশ বজায় রাখতে চাইলে এক টুকরো লাল শালু কিনে আনুন। এই টুকরোর উপরে কুমকুম দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকুন। এর পর ঐ কাপড়ের টুকরোতে এক এক করে- সাতটি সাদা লক্ষ্মী কড়ি, তিনটি বড় বড় গোমতিচক্র, এক টুকরো কাঁচা হলুদ, একটি নিখুঁত শুকনো নারকেল, একটি নিখুঁত ও বড় সুপারি ও একটুকরো ফিটকারি রাখুন। এবার এই কাপড়টির চারকোনা একত্রিত করে লাল সুতো দিয়ে শক্ত করে বাঁধুন। একটা পুঁটুলি হল। এই পুঁটুলিকে দেবী লক্ষ্মীরূপে পূজা করে সৌভাগ্যলক্ষ্মী মন্ত্র ১০০০ বার জপ ও ১০০ আহুতি দিন। সব কাজ শেষ করে পুঁটুলিকে আপনার বাড়ি, অফিস বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মূল দরজার ভিতরের দিকে টাঙিয়ে দিন। এক মাসের মধ্যেই উপকার অনুভূত হবে। কাজটি যে কোনও শুক্রবারে উপবাস থেকে বেলা বারোটার আগে করবেন। এই সমস্যায় সৌভাগ্যলক্ষ্মী কবচ ধারণ করতে পারেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ধনতেরাসের দিন কি কি টোটকা করতে হবে

সমুদ্রমন্থনের সময় ক্ষীরসাগর থেকে উঠে এসেছিলেন মহালক্ষ্মী। অমাবস্যার অন্ধকার থাকায় লক্ষ্মীকে বরণ করে স্বর্গে ফিরিয়ে নেওয়ার অনুষ্ঠানে আলোকমালায় সজ্জিত করা হয় স্বর্গকে। কালী করেন অশুভ শক্তির বিনাশ আর লক্ষ্মী ঘটান শ্রীবৃদ্ধি। চারিদিকে আলোকমালায় সজ্জিত হয় বলে এই উৎসবকে দীপাবলী বা দেওয়ালী বলে।

ধনতেরাসে ভগবান কুবের এবং দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয় সাথে কুবের যন্ত্র, শ্রী যন্ত্র এবং মহালক্ষ্মী যন্ত্র গৃহ, মন্দির ও স্থাপনায় স্থাপন করা হয়। ধনতেরাসের দিনে সোনা-রুপোর গয়না, মুদ্রা ও বাসন কেনা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে কেনাকাটা করলে, বছরে ক্রয়ক্ষমতা প্রায় ১৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও অনেকে এদিন ঝাড়ু এবং ধনে বীজও কিনে থাকবে। ধনতেরাস হল দীপাবলির প্রথম দিন। ধনতেরাসের সন্ধ্যায় বাড়ির প্রধান দরজায় এবং উঠানে প্রদীপ জ্বালানো হয়।

ধন্বন্তরী-ত্রয়োদশী, সংক্ষেপে ধনতেরাস। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে হয় ধনতেরাস। ধনতেরাসের শুভ লগ্নে সমৃদ্ধি কামনায় গৃহস্থ বাড়িতে কেনা হয় মূল্যবান ধাতু। বলা হয় যে, এই দিনে মূল্যবান ধাতুর জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে মা লক্ষ্মী স্বয়ং আসেন গৃহস্থের বাড়িতে। আর সমৃদ্ধি লাভের জন্যই ধাতু কেনার প্রচলন এই সময়ে। কিন্তু ধনতেরাস মানেই কী সোনা কিনতে হবে? শাস্ত্রমতে, এই সময় নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী, লোহা ছাড়া যেকোনও শুদ্ধ ধাতুই কেনাই মঙ্গলজনক।

ধন্বন্তরী-ত্রয়োদশী, সংক্ষেপে ধনতেরাস। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে হয় ধনতেরাস। ধনতেরাসের শুভ লগ্নে সমৃদ্ধি কামনায় গৃহস্থ বাড়িতে কেনা হয় মূল্যবান ধাতু। বলা হয় যে, এই দিনে মূল্যবান ধাতুর জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে মা লক্ষ্মী স্বয়ং আসেন গৃহস্থের বাড়িতে। আর সমৃদ্ধি লাভের জন্যই ধাতু কেনার প্রচলন এই সময়ে। কিন্তু ধনতেরাস মানেই কী সোনা কিনতে হবে? শাস্ত্রমতে, এই সময় নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী, লোহা ছাড়া যেকোনও শুদ্ধ ধাতুই কেনাই মঙ্গলজনক।

এখন আপনার মনে হতেই পারে যে রাশি অনুযায়ী কি কি কিনবেন এইদিন, তাই আসুন, জেনে নিই।

মেষ রাশি— এই রাশির জাতকদের ধনতেরাসের দিনে রুপোর বাসন কেনা উচিত। এর ফলে লাভ হবে। রুপো কিনলে কুবের প্রসন্ন হন এবং অর্থ বৃদ্ধি হয়।

বৃষ রাশি— রুপোর জিনিস বা অলঙ্কার কেনা শুভ। বৃষের অধিপতি গ্রহ শুক্র, বা সুখ, সম্পন্নতা ও বৈভবের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই ধন বৃদ্ধির জন্য বৃষ রাশির জাতকদের রুপোর

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বস্তু কেনা উচিত।

মিথুন রাশি— এই রাশির জাতকদের সোনার অলঙ্কার কেনা উচিত। আবার সবুজ রঙের ঘরোয়া জিনিস কেনাও ফলদায়ী হবে। মনে করা হয় অলঙ্কার কিনলে বাড়িতে ধন সম্পদ বজায় থাকে।

কর্কট রাশি— এদিন রুপোর শ্রীযন্ত্র কিনতে পারেন। শ্রীযন্ত্র কেনার পর অন্য কিছুও কিনতে পারেন। এর প্রভাবে অর্থাভাব হবে না।

সিংহ রাশি— এই রাশির জাতকদের সোনা কেনা উত্তম। এর পাশাপাশি বাসন বা কোনও ধর্মীয় গ্রন্থও কিনতে পারেন।

কন্যা রাশি— কাঁসা বা হাতির দাঁতের তৈরি জিনিস কিনতে পারেন কন্যা রাশির জাতকরা। এ ধরনের বস্তু ক্রয় করলে ধন বৃদ্ধি হবে। কোনও শুভ স্থানে অর্থ লগ্নি করলে লাভ হবে।

তুলা রাশি— ধনতেরাসের শুভ প্রভাব বৃদ্ধির জন্য তুলা রাশির জাতকদের সৌন্দর্যসংক্রান্ত জিনিস কেনা উচিত। আতর, সোনা, রুপোর অলঙ্কার কিনতে পারেন। এদিন রুপোর গহনা বা কয়েন অবশ্যই কিনবেন। এর প্রভাবে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করবেন। বৃশ্চিক রাশি-ধনতেরাসের দিনে সোনার গহনা ও কয়েন অথবা তামার বাসন কেনা উচিত বৃশ্চিক জাতকদের। পিতলও কিনতে পারেন। বৃশ্চিক জাতকরা ধনতেরাসের দিনে পিতল কিনলে তাঁদের অপার অর্থ বৃদ্ধি হবে।

ধনু রাশি— এই রাশির জাতকরা ধনতেরাসের দিনে গাড়ি ও রুপোর বাসন কিনতে পারেন। ধনু রাশির জাতকদের জন্য রুপো অত্যন্ত শুভ। এদিন রুপোর বাসন, গহনা, কয়েন কিনলে সমৃদ্ধি লাভ করবেন।

মকর রাশি— গাড়ি ও সাজসজ্জার সরঞ্জাম কেনা শুভ। রুপো ও স্টিলের বাসনও কিনতে পারেন। গাড়ি কিনলে একদিন আগেই তার পেমেন্ট করে রাখবেন, কারণ ধনতেরাসের দিনে বড় পেমেন্ট করা শুভ মনে করা হয় না।

কুম্ভ রাশি— এই রাশির অধিপতি শনি হওয়ায়, আপনারা ধনতেরাসের দিনে রুপোর গহনা বা বাসন কিনতে পারেন। আবার ব্যাঙ্কে টাকা জমা করাতে পারেন। এর ফলে ধনের দেবতা কুবেরের অপার আশীর্বাদ লাভ করবেন।

মীন রাশি— বৃহস্পতি এই রাশির অধিপতি। ধনতেরাসের দিনে রুপোর বাসন বা গহনা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কিনতে পারেন। রুপো মীন রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত শুভ। ধনতেরাসে রুপোর বাসন বা কয়েন কিনলে শুভ ফল লাভ করা যায়। এর প্রভাবে মীন রাশির জাতকরা কুবেরের আশীর্বাদ লাভ করবেন।

এইদিন কি কি কিনবেন না— (১) লোহা, (২) স্টেনলেস স্টিল, (৩) কাঁচ, (৪) ইমিটেশনের গহনা, (৫) জুতা ইত্যাদি।

ধনতেরাসের দিন কি কি উপায়ে উন্নতি হবে

❖ ধনতেরাসের দিন বাড়ির সদর দরজার সামনে মা লক্ষ্মীর চরণ আঁকুন। যদি কোনওভাবে চরণ আঁকা সম্ভব না হয় তবে কিনে এনেও দিতে পারেন।

❖ ধনতেরাসের দিন সন্ধ্যাবেলা ১৩টি প্রদীপ বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় জ্বালান। প্রদীপে অবশ্যই সরষের তেল থাকতে হবে। এই কাজ বাড়ির প্রত্যেকটা সদস্য করতে পারেন।

❖ ধনতেরাসের দিন বাড়িতে রুপোর লক্ষ্মী গণেশের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করুন। যদি রুপোর লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তি সম্ভব না হয় তবে ফোটো বা অন্যান্য ধাতু বা মাটির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

❖ ধনতেরাসের দিন সাতমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করা অত্যন্ত শুভ বলে মানা হয়। তবে রুদ্রাক্ষ ধারণ করার সময় মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ১০৮ বার জপ করতে হবে।

❖ এই দিন লক্ষ্মীদেবীর সামনে একটি লাল চেলি রাখুন এবং তার ওপর ১ টাকা বা ৫ টাকার ১টি কয়েন ও কিছুটা দূর্বা রাখুন। তার পর একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে মনের কামনা মায়ের কাছে নিবেদন করুন।

❖ ধনতেরাসে গোটা ধনে মশলার এই উপায়কে অত্যন্ত লাভজনক মনে করা হয়। এদিন গোটা ধনে কিনে এনে লক্ষ্মী ও ধন্বন্তরীকে অর্পণ করুন। এর পর নিজের মনস্কামনা ব্যক্ত করুন। এর পর বাড়ির কোনও স্থানে মাটির মধ্যে এই ধনে পুঁতে দিন। এর থেকে সামান্য ধনে বাঁচিয়ে একে লাল কাপড়ে বেঁধে টাকা রাখার স্থানে রেখে দিন। এর ফলে পরিবারে সারা বছর সুখ-সমৃদ্ধি বজায় থাকবে। এছাড়া বাড়ির বাগানে বা টবের মধ্যে কিছু দানা ধনে পুঁতে দিন। মনে করা হয় এই বীজ থেকে যে পাতা উৎপন্ন হবে তা পরিবারে আনন্দ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে।

পঞ্চামৃত নিয়ে টোটকা

যে-কোনও দেবদেবীর পূজায় ভক্তদের চরণামৃত এবং পঞ্চামৃত পূজার শেষে বিতরণ করা হয়। অনেকেই এই পঞ্চামৃত প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করতে খুবই ভালবাসেন। কিন্তু শুধু ভাললাগাই নয়, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে চরণামৃত এবং পঞ্চামৃত দুইই স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। বলা হয় শরীর সুস্থ রাখতেই এই চরণামৃত পান করার রেওয়াজ আছে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পঞ্চামৃত হচ্ছে পাঁচ অমৃত যা দুধ, দই, ঘৃত, মধু আর চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। পঞ্চামৃত পান করলে আপনার শরীরে ক্যালশিয়াম, ভিটামিন, প্রোটিন, কার্বহাইড্রেট-এর ঘাটতি পূরণ হবে। পাশাপাশি পঞ্চামৃত নিয়মিত পান করলে আপনার

শরীরের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বেড়ে যায়, শারীরিক দৌর্বল্য দুর হয় আর ত্বকও উজ্জ্বল হয়। প্রচলিত মত অনুযায়ী, শরীরের 'সপ্তধাতু'র উন্নতির জন্য পঞ্চামৃত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তাই 'পঞ্চামৃত' হল অনেক রোগ নিরাময়ের জন্য লাভদায়ক ও মনকে শান্তি প্রদান করে থাকে। এককথায় পঞ্চামৃত গ্রহণের আধ্যাত্মিক অর্থ হলো-শরীর, মন ও আত্মার উন্নতির সাধন।

১. দুধ-দুধ হচ্ছে পঞ্চামৃতের প্রথম ভাগ। এই দুধ হচ্ছে শুভ্রতার প্রতীক। অর্থাৎ, আমাদের জীবন দুধের মতো নিষ্কলঙ্ক হওয়া চাই।
২. দই-দইয়ের গুণ হলো এটা অন্যকে নিজের মতো বানায়। দই ঢালার অর্থ হলো প্রথমে আমরা নিষ্কলঙ্ক হয়ে সৎ গুণ ধারণ করে অন্যকেও নিজের মতো তৈরী করা।
৩. ঘৃত-ঘি স্নিগ্ধতা আর স্নেহের প্রতীক। সবার সঙ্গে আমাদের স্নেহযুক্ত সম্বন্ধ হউক এই ভাবনাই।
৪. মধু-মধু মিষ্টি হওয়ার সাথে সাথে শক্তিশালীও হয়। নির্বল ব্যক্তি জীবনে কিছুই করতে পারে না। দেহ আর মন থেকে শক্তিশালী ব্যক্তিই জীবনে সফলতা পেতে পারেন।
৫. মিছরি-মিছরির গুণ হলো মিষ্টতা। মিছরি মিশানোর অর্থ হল জীবনে মিষ্টতা আনো। মিষ্টি কথা সবারই ভাল লাগে, আর তাতে মধুর ব্যবহারও তৈরি হয়। উপরোক্ত গুণগুলি আমাদের জীবনে সফলতা এনে দেয়। নিয়মিত পঞ্চামৃত পান করলে শরীর পুষ্টি আর রোগমুক্ত হয়। পঞ্চামৃত ঠিক ততটুকু মাত্রায়ই সেবন করা উচিত যতটুকু মাত্রায় সেবন করা উচিত, তার অতিরিক্ত নয়।

কীভাবে বানাবেন এটি?

এই জন্য লাগবে ৫ চামচ দুধ, ১ চামচ মিছরির গুঁড়ো, ১ চামচ মধু, ২ চামচ ঘি, ১ চামচ দই। আয়ুর্বেদ বলছে, ঘি এবং মধু সমান পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়। তাই ঘিয়ের পরিমাণ যেন মধুর দ্বিগুণ হয়। সব সময় কাচের বাটিতে বানাবেন পঞ্চামৃত। না হলে স্টিলের পাত্রেও বানাতে পারেন।

প্রস্তুত প্রণালী-একটি পাত্রে দুধ আর দই নিয়ে চামচ দিয়ে ভাল করে মেশান। খুব সুন্দর মিশ্রণ হলে মধু, ঘি আর চিনি দিন সেই পাত্রে। সব কিছু এক সঙ্গে ভাল করে

মিশিয়ে নিন। তুলসীপাতা দিয়ে গার্নিশ করে পরিবেশন করুন। প্রয়োজনে গোলাপ জল বা ড্রাই ফ্রুট দিতে পারেন বাড়তি স্বাদ পাওয়ার জন্য। এই বার দেখে নেওয়া যাক, এর গুণ কি কি। কী বলছে আয়ুর্বেদ-

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এই পঞ্চামৃতের বিভিন্ন উপাদান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। পঞ্চামৃত পানে শরীরের একাধিক সমস্যা কমে যায়। আয়ুর্বেদ মতে, পেট ঠান্ডা রাখতেও দারুণ কাজে লাগে এই পঞ্চামৃত। যাঁরা অম্বল, গ্যাস বা হজমসংক্রান্ত নানা সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এটি খুব কার্যকর হতে পারে। এর বিভিন্ন উপাদান মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ত্বক এবং চুলের যত্ন নিতেও এর জুড়ি নেই। শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই পঞ্চামৃত খুবই কার্যকর-এমনই বলছে আয়ুর্বেদ।

পঞ্চামৃত পানের উপকার

পঞ্চামৃতে দুধ ব্যবহার করা হয়। যা শুভ শক্তির প্রতীক। মনে করা হয় পুজোর পর এটি গ্রহণ করলে ব্যক্তির রাগ শান্ত হয় এবং মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এমনকি শরীরে উপস্থিত বিষকেও দূর করে পঞ্চামৃত।

কাজে বাধা এলে পুজোর পঞ্চামৃত এক চামচ পরিমাণ একগ্লাস জলে গুলে বাড়ির বিভিন্ন কোণে ছিটিয়ে দিন। এর ফলে নেতিবাচক শক্তির প্রভাব দূর হবে।

পঞ্চামৃতে দইও ব্যবহৃত হয়। দইয়ের মধ্যে অন্যকে নিজের মতো করে বানিয়ে নেওয়ার গুণ থাকে। তাই পঞ্চামৃত পান করলে ব্যক্তির মধ্যে সদগুণের বিকাশ হয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হয়।

পঞ্চামৃতে ব্যবহৃত ঘি পরস্পরের মধ্যে স্নেহ বৃদ্ধি করে। এটি গ্রহণ করলে পরিবারের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি ঈশ্বরের আশীর্বাদও লাভ করা যায়।

পরিবারে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকলে বৃহস্পতিবার পুজোর পর সকলকে পঞ্চামৃত পান করান। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সামঞ্জস্য বৃদ্ধি পাবে।

পঞ্চামৃতে চিনি ব্যবহৃত হয়। এটি মাধুর্য বৃদ্ধি করে। তাই পঞ্চামৃত পান করলে দাম্পত্য জীবন উন্নত হয়। এর ফলে সম্পর্ক মধুর হয়।

১. ভাগ্যের সঙ্গ না পেলে সোমবার শিবকে পঞ্চামৃত অর্পণ করুন। এর পর এটি পান করুন। এর ফলে ভাগ্যের সঙ্গ লাভ করবেন।
২. অর্থ সঞ্চয়ের জন্য যে কোনও শুক্রবার ভগবতী লক্ষ্মীকে পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। তারপর সেটিকে ৫ বা ১০০ টাকার ওপর অল্প ছিটিয়ে দিন। একটি কাপড়ে বেঁধে এটিকে টাকা রাখার জায়গায় রেখে দিন। এর ফলে ধন বৃদ্ধি হবে।
৩. পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ থাকলে রবিবার তাঁদের পঞ্চামৃত পান করান। এর

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ফলে ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে।

৪. শিশুদের বৃদ্ধি ও বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে এই পঞ্চামৃত খুবই কার্যকর— এমনই বলা হয়েছে আয়ুর্বেদে।

পঞ্চামৃত কি ভাবে ব্যবহার করবেন—

১. সূর্যাস্তের আগেই পঞ্চামৃত বানিয়ে রাখতে হবে।
২. গোরুর দুধের ব্যবহারই সর্বশ্রেষ্ঠ।
৩. পঞ্চামৃত তৈরি হওয়ার পর তাতে তুলসী পাতা ও গঙ্গাজল অবশ্যই দেবেন।
৪. শালিগ্রাম থাকলে পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করাতে ভুলবেন না।
৫. শালিগ্রাম না-থাকলে পঞ্চামৃতে একটি রুপোর কয়েন দিন এবং শালিগ্রামকে স্নান করানোর বিষয় স্মরণ করুন।
৬. ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করে পঞ্চামৃত গ্রহণ করুন।

পঞ্চামৃত গ্রহণের তিনটি বিশেষ নিয়ম—

(১) সব সময় দুই হাত দিয়ে পঞ্চামৃত নেওয়া উচিত।
(২) পঞ্চামৃত যাতে মাটিতে না পড়ে সেদিকে লক্ষ রাখবেন।
(৩) পঞ্চামৃত গ্রহণের পর মাথায় হাত স্পর্শ করতে ভুলবেন না।

পারিবারিক সুখশান্তির জন্য টোটকা

কথায় বলে ক্ষ্মশারীরিক সুখক্ষ্ম এবং ক্ষ্মমানসিক শান্তিক্ষ্ম। তাই একটা প্রশ্ন সকলের মনে থাকে— তাহলে কি সুখ শরীরের সাথে এবং শান্তি মনের সাথে সম্পর্কিত? তবে যাই হোক, এটি নিশ্চিত যে, সুখ এবং শান্তি একে অন্যের পরিপূরক। সুখ ছাড়া যেমন শান্তি কল্পনা করা যায় না, তেমনি শান্তিতে থাকা মানেই সুখে থাকা।

একজন মানুষ সুখে থাকলেই যে সে শান্তিতে আছে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে যে মানুষ শান্তিতে বসবাস করছে সে ব্যক্তি সুখী, এটি হলফ করে বলা যায়। সুতরাং সুখ এবং শান্তির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সুখ একটি বাহ্যিক বিষয় যা পরিবর্তনশীল এবং শান্তি হচ্ছে অন্তর্নিহিত বিষয় যা অপরিবর্তনীয়।

সকলেই সপরিবারে সুখে থাকতে চান। কিন্তু সুখ থাকলেও শান্তিতে কেউ প্রায় বসবাস করতে পারি না। পারিবারিক সদস্যদের সাথে মনের মিল হয় না, পরিবারে সুখ-শান্তি-সুস্বাস্থ্য ও আর্থিক সমৃদ্ধি যদি না থাকে, গৃহে আগত অতিথি ও প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক না তৈরী হয় তবে আপনি খুব সহজ কিছু উপায় করতে পারেন। আসুন, দেখে নিই উপায়গুলি—

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আপনার পারিবারিক সদস্যদের সাথে মনের মিল না হয়, পরিবারে সুখ-শান্তি-সুস্বাস্থ্য ও আর্থিক সমৃদ্ধি যদি না থাকে, গৃহে আগত অতিথি ও প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক না তৈরী হয়, চাকুরী বা ব্যবসায় উন্নতিতে বাধা আসে, আর্থিক সঞ্চয় যদি তেমনভাবে না হয় তো—

১. আপনার বাড়ীর প্রতিটি জানালায় ছোট ছোট লাল ও সবুজ পতাকা টাঙিয়ে দিন। লক্ষ রাখবেন পতাকাগুলি যেন হাওয়ায় দোল খায়।
২. প্রতিদিন রান্না শেষ হলে আগে গ্যাস সিলিন্ডারের রেগুলেটর বন্ধ করুন ও গরম উনুনে কিছুটা দুধ ছিটিয়ে দিয়ে উনুনের নব বন্ধ করে দিন। ধীরে ধীরে সমস্যার সমাধান হবে।
৩. আপনার ঘরের দেওয়াল ঘড়িটি পূর্ব বা উত্তর দিশাতে টাঙিয়ে দিন।
৪. একটা নিখুঁত মাটির কলসী শনিবার দিনের বেলা কিনে আনুন। এবার রবিবার সকালে স্নান করে ও পূজাপাঠ করে নিয়ে শুদ্ধ মনে ঐ কলসীটি জলে ভর্তি করে তার মধ্যে একটুকরো কাঁচা হলুদ, দুটি লবঙ্গ ও একটি জবাফুল ফেলে আপনার শোওয়ার ঘরের ঈশান কোণ বা উত্তর-পূর্ব কোণে এক সপ্তাহের জন্য রেখে দিন। প্রতি শনিবার জলপূর্ণ কলসীটির জল ফেলে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে রবিবার আবার কাজটি করবেন। কয়েক সপ্তাহ পরেই এর চমৎকারিত্ব আপনি দেখতে পাবেন।
৫. আপনার বাস্তুর প্রতিটি দরজার ভিতর বা বাইরের দিকে একটি করে মৌলি বেঁধে দিন। এতে সমস্যার আশু সমাধান নিশ্চয়ই হবে। এইবার আপনি একজন বাস্তুবিশারদকে ডেকে নিয়ে আপনার বাস্তুর বিচার করে ভুল থাকলে সংশোধন করে নিন ও তার উপদেশ অনুযায়ী চলুন।
৬. রাত্রি বারোটা থেকে রাত্রি তিনটের মধ্যে আপনার বাস্তুর চারকোণ ও মাঝখানে, আপনার পানীয় জলের সংগ্রহ থেকে খুব অল্প পরিমাণ জল নিয়ে ছিটিয়ে দেন।
৭. রাস্তায় কখনও কোনও কয়েন বা নোট কুড়িয়ে পেয়ে থাকলে সেটি সংগ্রহ করে নিয়ে সোজা বাড়ি চলে আসুন। এবার একটা ছোট মাটির পাত্রে সেটি ভরে নিয়ে আপনার বাস্তুর দক্ষিণ-পূর্ব বা অগ্নি কোণে রেখে দিন-এতে সামগ্রিকভাবে আপনার পরিবারের আর্থিক উন্নতির সহায়ক হবে।

রাশি অনুযায়ী রুমালের টোটকা

জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বাস্তুশাস্ত্রে একজন ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত জিনিসগুলির নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। পুরুষ ও নারীরা প্রায়ই পকেটে রুমাল রাখেন। কিন্তু জানেন কি জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে রুমালের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। রুমালের রঙের প্রভাব একজন ব্যক্তির জীবনে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। গুরুজনেরা বলেন যে যদি কোনও ব্যক্তি তার রাশি অনুযায়ী সেই রঙের একটি রুমাল রাখেন তবে তার শুভ ফল পেতে পারেন। তাই জেনে নিন রাশি অনুযায়ী কোন রঙের রুমাল আপনার সঙ্গে রাখা উচিত। একজন ব্যক্তির উচিত তার রাশি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অনুযায়ী অন্তত তিনটি রুমাল রাখা এবং প্রতিদিন একটি করে রুমাল ব্যবহার করা-

মেষ রাশি— এই রাশির জাতক-জাতিকাদের অধিপতি মঙ্গল। এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির মানুষদের লাল, হলুদ, জাফরান রঙের রুমাল ব্যবহার করা উচিত। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

বৃষ রাশি— এই রাশির অধিবাসীরা শুক্রগ্রহ দ্বারা শাসিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের সাদা, সবুজ, রুপালী রঙের রুমাল ব্যবহার করা উচিত। খুব শীঘ্রই আপনি ভাল খবর পাবেন।

মিথুন রাশি— এই রাশির জাতকদের অধিপতি বুধ গ্রহ। এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির মানুষদের সবুজ, নীল, বেগুনি রঙের রুমাল ব্যবহার করা উচিত। এটি তীব্র বুদ্ধি এবং শক্তি দেয়।

কর্কট রাশি— এই রাশির জাতক-জাতিকাদের শাসক গ্রহ চন্দ্র। এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির মানুষদের লাল, সাদা, গোলাপি রঙের রুমাল ব্যবহার করা উচিত। এতে সম্মান বাড়ে।

সিংহ রাশি— এই রাশির মানুষদের অধিপতি সূর্য গ্রহ। এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির জাতকদের লাল, জাফরান, হলুদ রঙের রুমাল ব্যবহার করা উচিত। এতে সূর্য দেবতার আশীর্বাদ বর্ষিত হবে।

কন্যা রাশি— এই রাশির জাতকদের অধিপতি বুধ গ্রহ। এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির মানুষদের সবুজ, নীল, বেগুনি রঙের রুমাল ব্যবহার করা উচিত। এটি আপনাকে সর্বদা আনন্দিত করবে।

তুলা রাশি- এই রাশির অধিবাসীরা শুক্র গ্রহ দ্বারা শাসিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির মানুষদের সাদা, গোলাপি ও হালকা নীল রঙের রুমাল ব্যবহার করা উচিত। এটি চাকরির পদোন্নতি এবং আর্থিক লাভের দিকে পরিচালিত করে।

বৃশ্চিক রাশি— এই রাশির জাতকদের অধিপতি মঙ্গল। এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির জাতকদের লাল, গোলাপি, সাদা রঙের-রুমাল ব্যবহার করা উচিত। এতে জমি ও যানবাহনে দ্রুত লাভ হবে।

ধনু রাশি— এই রাশির জাতকদের অধিপতি বৃহস্পতি। এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির মানুষদের হলুদ, লাল, গোলাপি রঙের রুমাল ব্যবহার করা উচিত। এর ফলে প্রতিটি কাজে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সাফল্য আসে।

মকর রাশি— এই রাশির জাতকদের অধিপতি শনি। এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির মানুষদের নীল, কালো, আকাশী রঙের রুমাল ব্যবহার করা উচিত। এতে জীবনে কোনো বাধা আসবে না।

কুম্ভ রাশি— এই রাশির জাতক-জাতিকাদের অধিপতি গ্রহ শনি। এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির মানুষদের কালো, নীল, সাদা রঙের রুমাল ব্যবহার করা উচিত। এর থেকে হঠাৎ শুভ ফল আসবে।

মীন রাশি— এই রাশির জাতকদের অধিপতি বৃহস্পতি গ্রহ। এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির মানুষদের হলুদ, সাদা, কমলা রঙের রুমাল ব্যবহার করা উচিত। এতে প্রতিপত্তি বাড়বে।

দাম্পত্য সম্পর্ক মধুর করার উপায়

স্বামী ও স্ত্রীকে একসাথে বলা হয় দম্পতি। এই স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে বিশ্বাস ও আস্থার ওপর। দুজনের মধ্যের সম্পর্ক কেমন হবে তা তাদের নিজেদের ওপরেই নির্ভর করে। দুজন দুজনকে সমান গুরুত্ব দিলে, বিশ্বাস করলে সম্পর্কে ছেদ পড়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা থাকে না। দুজনের এই মধুর সম্পর্ককে আমরণ টিকিয়ে রাখতে দুজনেরই কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। একজন আরেকজনের ভালো-মন্দ, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসহ সবকিছুর দেখাশোনা করতে হবে। জীবনের শুরুতেই একে অপরকে নিজের ভাবতে হবে। ইংরেজিতে যাকে বলে ক্ষ্মথথত্মত্রদ্রন ত্রখত্বতদ্রষ্ঠত্রন্ক্ষ্ম স্বামী বা স্ত্রীর একে অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। এমন যেনো না হয় আপনি আপনার সঙ্গীর কথা শোনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না আর সে বিষয়টা তাকে বোঝাচ্ছেন। সব সময়ই দুজন দুজনকে গুরুত্ব দিতে হবে।

মানুষের জীবনে কম বেশি গোপন বিষয় বা ঘটনা থাকে। সেক্ষেত্রে একজন স্বামীর উচিত হবে স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করা আর স্ত্রীরও উচিত স্বামীর গোপনীয়তা রক্ষা করা। উভয়ের গোপন যে বিষয় আছে তা যেন বাইরে না যায়, নিজেদের মধ্যেই থাকে। মানুষের জীবনে দুঃখের সময় আসে। সে সময় আপনার সঙ্গীকে মানসিকভাবে সমর্থন দিন। দুজনে আলোচনা না করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না। চেষ্টা করুন পরিবারের সবকিছু দুজন ভাগাভাগি করে করতে। এতে করে অনেক জটিল বিষয়ও সহজ হয়ে উঠবে। জীবনে চলার পথে অনেক সমস্যা আসবে এইটা স্বাভাবিক। কিন্তু যে ঝড়-ঝাপটাই আসুক না কেন দুজন মিলে তা সমাধানের চেষ্টা করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে এমন তো হয় না। গ্রহগত কারণে উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে মনের অমিল। সেইক্ষেত্রে মেনে চলতে পারেন কিছু সাধারণ উপায়, যাতে পুনরায় সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে-

১. আপনার শয়নঘরের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে আলমারি, টেবিল-চেয়ার, শো-কেস ইত্যাদি রেখে ভারী করে তুলুন।
২. ঘরের পূর্বদিকের দেওয়ালে একজোড়া কপোত-কপোতীর ছবি টাঙিয়ে দিন, একটি হর-গৌরী রুদ্রাক্ষ ধারণ করুন।
৩. বিবাহে বাধা বা দাম্পত্য শান্তির অভাব অনেক পরিবারেই দেখা যায়। এক্ষেত্রে কিছুটা সরিষার তেলে খাঁটি হলুদের গুঁড়ো ও সাদা চন্দনের এবং শুকনো নিমপাতার গুঁড়ো ভালো করে মিশিয়ে নিন। প্রতি বৃহস্পতিবার স্নানের অন্তত পনেরো/কুড়ি মিনিট আগে ভালো করে ঐ তেল গায়ে মেখে নিন। ঐ তেল মাখার সময় ক্ষ্মওঁম্ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃক্ষ্ম মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকুন। কিছু পরে স্নান করে নিন। আশাকরি সমস্যার সমাধান হবে।
৪. কখনোই আপনার শোওয়ার ঘরে চপ্পল, ঝাড়ু ইত্যাদি ঢোকাবেন না, বিশেষভাবে আপনার শোওয়ার ঘরের খাটের নীচে রাখবেন না। এতে আপনার শরীর, মন ও আর্থিক অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, দাম্পত্য সম্পর্কে ভুলবোঝাবুঝি হতে পারে।
৫. খাটে ঘুমানোর সময়ই হোক বা ফোটো তোলা, রিক্সায় চড়া হোক, স্বামীর বামদিকে যেন স্ত্রী থাকেন।
৬. স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রতি বুধবার শ্রীগণেশের পূজা ও শুক্রবার দেবী লক্ষ্মীর পুদ্ধ করলে দাম্পত্য প্রীতি বজায় থাকে।

বাস্তুর নেতিবাচক প্রভাব যথাসম্ভব কমানো

আমাদের বাড়ি-ঘর পঞ্চতত্ত্বের সংমিশ্রণে তৈরি। বাড়িতে আমরা যে যে জিনিসগুলি রাখি, তার সঠিক দিক রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গৃহ নির্মাণ ও তার সাজসজ্জায় ছোটখাটো কিছু ভুল হয়েই যায়, যার ফলে সেই বাড়িতে বাস্তুদোষ উৎপন্ন হয়। এই দোষের প্রভাবে পরিবারে নেতিবাচক শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

আমাদের বাড়ি-ঘর হল সেই আশ্রয়স্থল যেখানে আমরা বিশ্রাম নিই, এখানে মঙ্গলানুষ্ঠান হয়, পুজোপাঠ হয় ইত্যাদি। আমরা চাই আমাদের বাড়ি-ঘর ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হয়ে থাকুক। কিন্তু অনেকসময়ই তা হয়ে ওঠে না বিভিন্ন কারণে। আমরা যদি জীবন থেকে নেতিবাচক শক্তি দূর করার উপায় খুঁজি তাহলে প্রথম স্থানটি হল আমাদের বাড়ি এবং এই বাড়ির শক্তিই আমাদের জীবন ও কর্ম বা জীবনধারার উপরে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। তাই আমাদের ঘরে যে নেতিবাচক শক্তি প্রভাব ফেলেছে এবং সেই নেতিবাচক শক্তিকে কি ভাবে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

চিনতে পারব সেটাই আগে বলি। যদি আমরা দেখি যে— যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত উপার্জন হচ্ছে না এবং সাফল্য অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ছে। আয়ের বিকল্প উপায় থাকা সত্ত্বেও ঠিকমতো উপার্জন হচ্ছে না। সঠিকভারে স্থির মনে চিন্তা করতে পারেন না। সঠিক চিন্তা করলে নেতিবাচক চিন্তা চলে আসে। যথাযথ চিকিৎসা সত্ত্বেও পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয়নি উপরত্ব সঞ্চয় একরকম নষ্ট হয়েছে। আগামী দিনের পরিকল্পনাগুলিতে বাধা পড়া বা ক্রমাগত ভালো সুযোগ হারানো। একটি ছোট ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পরিবারের সদস্যের কোনও অনিয়ন্ত্রিত, অযৌক্তিক বা অপ্রত্যাশিত পদ্ধতিতে কাজ করছে। আত্মীয় বা সহকর্মীদের মধ্যে ধারাবাহিক ঝগড়া চলেছে। অস্বাভাবিক এবং অযৌক্তিক ঘটনায় হঠাৎ যুক্ত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

এগুলি নেতিবাচক শক্তির উপস্থিতি প্রমাণ করে। এইরকম অবস্থায় নির্দিষ্ট কিছু উপায় করলে এই প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়, যেমন—

১. একদামে বাজার থেকে পাঁচটি পাতিলেবু কিনে এনে টুকরো টুকরো করে কেটে নিন। এবার শনিবার সন্ধ্যাবেলায় এই লেবুর টুকরোগুলিকে আপনার বাস্তু চতুর্দিকে ছিটিয়ে দিন। এর ফলে আপনার বাস্তুর ঋণাত্মক আবহাওয়া যেমন কেটে যাবে তেমনই পারিবারিক সুখ-শান্তির বৃদ্ধি হবে।

২. আপনার বাস্তুর উত্তরদিকে পঞ্চমুখ বজরঙ্গবলীর মূর্তি বা ছবি রাখুন। প্রতিদিন দুই বেলা তাঁর ছবি বা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বজরঙ্গবলীর দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করুন, পরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্র জপ করুন। তারপরে পারিবারিক সুখ-শান্তি ও উন্নতির প্রার্থনা করুন। আপনার বাস্তু নেতিবাচক শক্তি থেকে মুক্ত থাকবে এবং আপনার পারিবারিক সুখ-শান্তি ও উন্নতি হবে।

৩. শনিবার এক লেচি কালো সুতো কিনে আনুন। এবার এই সুতোয় সরিষার তেল গোলা কিছুটা সিঁদুর মাখিয়ে নিন। এর থেকে দুটো টুকরো নিয়ে আপনার বাড়ির প্রবেশের দরজার দুদিকের হ্যান্ডেলে শক্ত করে বেঁধে দিন। আর একটি টুকরো ঝুলিয়ে বা বেঁধে দিন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে।

৪. নেতিবাচক প্রভাবের কারণে যদি আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম-যশ বৃদ্ধি, নতুন যোগাযোগে যদি বাধা আসে তবে আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম, ছবি ও লোগো বা মনোগ্রাম প্রতিষ্ঠানের বা অফিসের দক্ষিণ দেওয়ালে ও একটি হরিণের সুন্দর ছবি পূর্বদিকের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিন। আপনার প্রতিষ্ঠানের ক্যাশবাক্সে প্রতিদিন একটি টাটকা ও টকটকে লাল গোলাপফুল রাখুন এবং আপনার পছন্দসই একটি আতরের শিশি কিনে এনে তা থেকে তিলমাত্র ও যৎসামান্য পরিমাণে কানের লতিতে স্পর্শ করুন। টানা ৪১ দিন করবেন, ধীরে ধীরে উন্নতি হবে।

৫. প্রতি বৃহস্পতিবার, সকালবেলা পুজো করার বা নিত্যকর্মের সময়ে, একটি পরিষ্কার পানপাতার উপর অন্তত দুই চামচ মতো কাঁচা হলুদবাটা, এক চিমটা সিঁদুর, এক চিমটা গুঁড়ো কপূর, একটি চিমটা চন্দনের গুঁড়ো ও হাফ চামচ মতো আতপচাল রাখুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শিবপুজোর পরে এই পাতাটি দুই হাতে ধরে ও শিবলিঙ্গে ঠেকিয়ে যথা সম্ভব শিব ষড়ক্ষরী মন্ত্র জপ করুন। এবার পানপাতাটি একটি পরিষ্কার প্লেটে পুজোস্থানে রেখে চলে আসুন। সন্ধ্যাবেলায় পুজোস্থলে একটা মাটির প্রদীপে সরিষার তেলে ভরে সারারাতের জন্য জ্বালিয়ে দিন এবং তারপরে ঐ পানপাতাটির উপর পরিমাণ মতো গোলাপ জল দিয়ে গুলে নিন। এবার মিশ্রণটি আপনার বাস্তুর চতুর্দিকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিন। ক্রিয়াটি সাতটি বৃহস্পতিবার করুন। এর ফলে ধীরে ধীরে আপনার বাস্তুর নেতিমূলক প্রভাব কমে যাবে, পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, পারিবারিক সম্পর্কগুলি মধুর হবে, পারিবারিক আর্থিক উন্নতির সাথে পরিবারে খুশির আমেজ আসবে।

সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনার উপায়

আপনার ব্যবসায়ে কর্মচারী বা খরিদ্দারের সাথে, অফিসে আপনার সহকর্মীদের সাথে, পরিবারে আপনার ছেলে-মেয়ের সাথে, আপনার মা-বাবার সাথে, আপনার স্ত্রী ও আপনার শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হলে—

ক. প্রতিদিন অরুণোদয়ের সময় স্নান করে তামার পাত্রে আখের গুড়মিশ্রিত জলে সূর্যার্ঘ দিন। এরপর সূর্যপ্রণাম করে নবগ্রহ স্তোত্রম্ পাঠ করুন।

খ. প্রতি শুক্রবার ও পূর্ণিমার দিন দেবী লক্ষ্মীর পূজা করে পায়েস ভোগ দিন ও আপনি তা পরদিন গ্রহণ করুন।

গ. একটা চন্দন কাঠের তৈরী মূর্তি ঘরে নিয়ে আসুন, ঘরে চন্দনের ধূপ ব্যবহার করুন, নিজে চন্দনের সাবান ও চন্দনের আতর প্রতিদিন খুব অল্পমাত্রায় ব্যবহার করুন।

ঘ. চন্দ্র ও বুধ গ্রহের প্রতিকার নিন। ধীরে ধীরে সমস্যার সমাধান হবে।

আপনার আর্থিক উন্নতির উপায়

আপনার কি উপার্জিত অর্থ জলের মতো ব্যয় হয়ে যাচ্ছে? আয় হচ্ছে কিন্তু টাকা জলের মতো অপচয় হয়ে যাচ্ছে? কিম্বা আয়ের প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও ঠিকমত যোগাযোগ হচ্ছে না বা যোগাযোগ হয়েও শেষদিকে বাধা পড়ে যাচ্ছে? নিচের ঘরোয়া টোটকাগুলি করে দেখতে পারেন, আশাকরি আপনি সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসবেন।

১. প্রতিদিন বাড়ির সদস্যদের সকাল সকাল ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি ওঠার অভ্যাস করতে হবে এবং বাড়ির ভিতর যেমন প্রত্যেকদিন ঝাড়পোছ করছেন তেমনি আপনার বাসস্থানের সদর দরজার বাইরেও প্রতিদিন পরিচ্ছন্ন রাখাটা আবশ্যক, সুস্থ বাস্তু পরিবেশ রক্ষার জন্য এটা জরুরী।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

২. বাড়ীর ভিতরদিকের ঘরগুলির মধ্যে বিশেষ করে উত্তরদিকের ঘর ও পূর্বদিকের ঘরগুলির জানালা থাকলে দিনে অন্তত ৩-৪ ঘণ্টার জন্য খুলে রাখার চেষ্টা করবেন যাতে মুক্ত বাতাস আর উপচয় শক্তিপ্রবাহের মাত্রা যাতে ঠিক মতো ঘরে প্রবেশ করতে পারে।

৩. বাড়ির ভিতরে ও সদর দরজার বাইরেও কখনোই মাকড়সার জাল বা ঝুল জমতে দেবেন না। এতে বাস্তু দোষ সৃষ্টি হয়।

৪. বাড়ির ভিতরে কখনোই আবর্জনা জমতে দেবেন না। বিশেষ করে পুরানো জং ধরা লোহা, লোহার যন্ত্রাংশ, পুরানো খবরের কাগজ, ছেঁড়া-ফাটা জামাকাপড়, পুরানো বন্ধ হয়ে যাওয়া ইলেকট্রনিক বা ইলেকট্রিক সরঞ্জাম জমিয়ে রাখবেন না। প্রতিটি ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে রাখাটাই বাঞ্ছনীয়।

পর্বদিনে কি কি কর্তব্য

অকারণ পারিবারিক অশান্তি, একের পর এক রোগ, আর্থিক জটিলতা কিংবা সব কাজে বাধা আসে প্রায় সব সময়। অনেকে, কঠিন পরিশ্রমের পরও সফল হন না। হাজার চেষ্টা করেও দূর করতে পারেন না আর্থিক সমস্যা। এই সকল বাধা, আর্থিক জটিলতা কিংবা শারীরিক জটিলতার সম্মুখীন হন অনেকেই। এর কারণ হল বাস্তুদোষ। শাস্ত্র মতে, বাস্তুদোষ থাকলে তা সব কাজে বাধা দেয়। একাধিক অশান্তি লেগে থাকতে পারে এর কারণে। এই সকল সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে মেনে চলতে পারেন বাস্তু টোটকা।

দীপাবলী, হোলি, নববর্ষের দিন পালন করুন বিশেষ টোটকা। আজ রইল আম্রপল্লবের একটি বিশেষ টোটকার হদিশ। লক্ষ্মী-গণেশের পুজো করার আগে এই টোটকা মেনে চলুন। এতে মুহূর্তে দূর হবে সকল অশান্তি। পালন করুন এই বিশেষ টোটকা।

পয়লা বৈশাখে পুজোর আগে, দীপাবলীর আগে ও হোলিকা দহনের দিন, গঙ্গা জল দিয়ে সাতটি আমপাতা ধুয়ে ফেলুন। এবার একটি পাত্রে তেল, হলুদ এবং সিঁদুর মেশান। আমপাতাগুলোতে সেই মিশ্রণের ফোঁটা দিন। তারপর সাতটি আমপাতা একটি লাল সুতো দিয়ে বেঁধে দরজার ওপরে টাঙিয়ে ফেলতে হবে। শেষে দরজায় ধূপ দেখিয়ে নিন। আজ সারাদিন থাক। কাল এই পাতাগুলো খুলে ফেলে একটি কোণে পুঁতে দিন। সেটা বাড়ির দক্ষিণ কোণে রাখলে ভালো হবে। এই টোটকায় সকল অশান্তি দূর হবে।

পয়লা বৈশাখের দিন, দীপাবলীর আগে ও হোলিকা দহনের দিন, তামার ঘটে গোটা সুপারী, হরিতকী, পাঁচটি কড়ি, গোটা হলুদ, কিছুটা আতপ চাপ দিয়ে দিন। এই দিনে ঘটে লাল কাপড় বাঁধা ভাল। সেই ঘট বাড়িতেও রাখতে পারেন আবার দোকানেও রাখতে পারেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হাতের তালু দর্শন কেন করবেন

অনেক সংস্কৃতির মধ্যেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয়, চীনা ও মায়া সভ্যতার অধিবাসীগণ মহাকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পার্থিব ঘটনাগুলির ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য এই বিষয়ের চর্চা এবং উন্নয়ন করেছিলেন। পশ্চিমে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রায়ই একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করার জন্য এবং তার জন্মের সময় সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কগুলির অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ঐ ব্যক্তির জীবনের ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহৃত হত। জ্যোতিষশাস্ত্র অতি প্রাচীন বিজ্ঞান ও বেদ-এর ষড়ঙ্গের একটি বেদাঙ্গ। এটি বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সভ্যতার মানবগোষ্ঠীর দ্বারা চর্চিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। তাই কোন একটি বিশেষ সময়কে জ্যোতিষশাস্ত্রের সৃষ্টিকাল হিসেবে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এই জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে আরও একটি বিষয় রয়েছে, যা হল হাতের রেখা দেখে ভাগ্য নির্ণয়। হস্তবিশারদরা হাতের রেখা দেখে ভাগ্য নির্ধারণ করেন। তাঁদের মতে, ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই হাত দেখলে অনায়াসে নিজের ভাগ্য নিজেই ফেরাতে পারবেন। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে চোখ খুলেই আমরা প্রথমে কী করি। এই ক্ষেত্রে হয়তো বেশিরভাগের উত্তর হবে মোবাইল। তবে হস্তবিশারদরা বলছেন— 'চোখ খুলে প্রথমেই যদি আপনি নিজের হাতের দিকে একবার তাকান, তবে ম্যাজিকের মতো আপনি নিজের ভাগ্য বদলে ফেলতে পারবেন।' এর জন্য প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছু সময়ের জন্য নিজের দুই হাতের তালুর সামনের ও পিছনের পিঠ দেখে নিয়ে নমস্কার করুন। কারণ শাস্ত্রমতে মনে করা হয় হাতের উপরিভাগে মা লক্ষ্মী, মধ্যভাগে মা সরস্বতী ও নীচের অংশে ভগবান বিষ্ণুর স্থান। এই কারণে সকালে উঠে সবার আগে নিজের হাত দেখে তবেই দিন শুরু করার পরামর্শ দেন হস্তবিশারদরা।

একইসঙ্গে গোরুকে আপনার সাধ্যমতো খাওয়ান। হিন্দু শাস্ত্রমতে মনে করা হয় গোরু অত্যন্ত পবিত্র জীব ও এটি ভগবান শিবের বাহন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী। তাই গোরুকে খাওয়ালে সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হন এবং তাঁদের কৃপাদৃষ্টি আপনার উপর বজায় থাকবে।

কোনও শুভ কাজে বের হওয়ার আগে বড়দের প্রণাম করে তারপরেই বাড়ী থেকে বের হন। এতে আপনার রাশির বিপরীতে থাকা সমস্ত গ্রহগুলি রাশির অনুকূলে হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে শুভ ফল দেয়। বড়দের আশীর্বাদ নিয়ে তবেই কোনও কাজ শুরু করুন।

নিজের ভাগ্য ফেরাতে ময়দার লেচির মধ্যে চিনি মিশিয়ে ছোট ছোট গুলির আকারে তৈরি করে পিঁপড়ের উদ্দেশ্যে রেখে দিন। এতে সমস্ত পাপের মুক্তি হয় ও কাজের বাধা কেটে যায়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সুখ ও আর্থিক সমৃদ্ধির উপায়

জীবনে সুখী এবং ধনবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রায় সব মানুষের মধ্যেই থাকে। কারও স্বপ্ন পূর্ণ হয় তো কারও আকাঙ্ক্ষাই থেকে যায়। ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে অনেক সময় ছোটখাটো কিছু নিয়ম বা টোটকা পালনের মাধ্যমে আমরা উপকার পেয়ে থাকি। দেখে নিন এই সমস্ত টোটকাগুলি কি কি-

১. যে কোনও দরকারি কাগজপত্র গুছিয়ে আলমারির মধ্যে রাখুন। আলমারি কাঠের হতে হবে এবং ঘরের পূর্ব দিকে রাখতে হবে।
২. ঘরের দরজা বা জানালা যখন বন্ধ করা হয় বা খোলা হয়, তখন যেন খুব কর্কশ আওয়াজ না হয় সেই দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এতে মা লক্ষ্মী খুবই রুষ্ট হন। যদি এ রকম হয় তা হলে দ্রুত সারিয়ে নিন।
৩. ঘরের মধ্যে জুতো কখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে নেই। জুতো রাখার একটা নির্দিষ্ট জায়গা করতে হয়। পূর্বদিকে জুতো রাখার ব্যবস্থা করা উচিত নয়।
৪. জুতো কখনও একটার ওপর আরেকটা চাপিয়ে রাখতে নেই। এতে সংসারে অশান্তি বৃদ্ধি পায়।
৫. সকালে বিছানা ত্যাগ করার পর নিজের জামা কাপড় এবং বিছানার চাদর অবশ্যই বদলে ফেলুন।
৬. রান্নাঘরে কখনও রাতের জামা কাপড় অর্থাৎ বাসি জামা কাপড় পরে ঢুকতে নেই। এতে দেবী অন্নপূর্ণা রুষ্ট হন।
৭. সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে আগে পূজার্চনা করুন। অবশ্যই মনে রাখবেন যে পুজো করার সময় সুগন্ধী ধূপ জ্বালতে হবে কারণ এতে সংসারে অশান্তি অনেক কমে যায় এবং সারা দিনটা খুব ভাল কাটে।
৮. সন্ধ্যাবেলা অনেকেই নিজের বাড়ি অন্ধকার করে রেখে দেন। এটা করা একেবারেই উচিত নয়। শাস্ত্রমতে ঘরের ভিতর পজিটিভ শক্তি প্রভাব বিস্তার করে দিন এবং রাতের সন্ধিক্ষণে। তাই সন্ধ্যাবেলা যদি ঘর অন্ধকার করে রাখা হয়, পরিবারে নেমে আসে দুর্ভাগ্যের ছায়া।
৯. অনেকেই ওষুধ অর্ধেক খেয়ে তার পর সেই ওষুধের বাকি অংশটা ঘরের মধ্যে। জমিয়ে রাখেন। এটা করা অত্যন্ত খারাপ। ওষুধের না খাওয়া অংশ বাড়িতে রাখা বাস্তুদোষ সৃষ্টি করে এবং সংসারে অভাব নিয়ে আসে।

আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির টোটকা

আর্থিক সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য আমরা কত কী না করে থাকি! তবু টাকা সকলের কাছে সমান থাকে না। এমনও অনেক মানুষ রয়েছেন, যাঁদের কাছে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অর্থটুকুও নেই। সেইসব মানুষদের জীবনে চলার পথে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়। তাঁদের জীবন কাটে দারুণ সংগ্রামে।

জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ অবশ্যই থাকা দরকার। কিন্তু জীবনে মাঝে মাঝেই হঠাৎ করে এমন সঙ্কট এসে পড়ে, যা আমাদের আর্থিক ভাবে একেবারে ভেঙে রেখে দেয়।

আবার কখনও কখনও দেখা যায় যে, হঠাৎ করে জীবনে টাকা পয়সা নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হল। ভালই স্বচ্ছলভাবে দিন কাটছিল, কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতি প্রতিকূল হতে শুরু করার কারণ হয়ত ঠিকভাবে বুঝে ওঠা যায় না। এ রকম অবস্থায় নিজের কাছে রাখতে হবে এই জিনিস, যা টাকা পয়সা নিজের কাছে ধরে রাখা এবং টাকা পয়সা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী।

আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটাতে ও তাকে ধরে রাখতে নিজের কাছে রাখতে গেলে বামুনহাটি গাছের শিকড় খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। যে-কোনও এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা পুজো করার পর বামুনহাটি গাছের শিকড় হাতে বাঁধতে হবে। হাতে বাঁধার আগে শিকড়টিকে অবশ্যই গঙ্গাজলে ধুয়ে নিতে হবে।

ঋণ ও আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়

একদিকে ঋণের বোঝা, তার ওপর আর্থিক ক্ষতিতে প্রায়শই দেখা দেয় আর্থিক জটিলতা। একটার পর একটা সমস্যা যেন লেগেই থাকে। এই সবের সঙ্গে শারীরিক জটিলতা তো আছেই। প্রতি মাসে কোনও না কোনও শারীরিক জটিলতা লেগে আছে। এর দরুন বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হতে থাকে। এর সঙ্গে জীবনে বাধা তো আছেই। নানা কারাগ খারাপ সময় চলতে থাকে অনেকের। এর থেকে মুক্তি পেতে প্রতি সোমবার করধিগ্র টোটকা করতে পারেন। জেনে নিন কী কী।

১. সোমবার দুধ, দই, সাদা পোশাক, চিনি দান করুন। এতে পুণ্য লাভ হবে। সোমবার এই কয়টি জিনিস দান করা শুভ বলে মনে করা হয়। জীবনের সরদ বাধা কেটে যাবে এই দানে। যারা বহু প্রচেষ্টার পরেও কোনও কাজে সফল হচ্ছেন না তারাও মেনে চলতে পারেন এই টোটকা।
২. সোমবারকে শিবের বার বলা হয়। এইদিন ভগবান শিব পূজিত হন। ভগবানকে খুশি করতে ঘি দিয়ে হালুয়া বানিয়ে নিবেদন করুন। এতে শিবের আশীর্বাদ পাবেন। সঙ্গে জীবনের সকল বাধা কেটে যাবে।
৩. সোমবার ভগবান শিবের পূজা করে এক জোড়া রুপোর সর্প বা নাগ দান করুন ও ৫ জন মহিলাকে ক্ষীর খাওয়ান। এতে পুণ্য লাভ করবেন আর জীবনের সকল বাধা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কেটে যাবে। শাস্ত্র মতে, জীবনের যে কোনও বাধা কাটাতে এই টোটকা বেশ উপকারী।

৪. যারা আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছেন তারাও সোমবার একটি বিশেষ টোটকা করতে পারেন। শিবের 'রক্ষা স্তোত্রম্' পাঠ করুন প্রতি সোমবার। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেলে সব কাজে সফল হবেন। তাই এই টোটকা অবশ্যই মেনে চলুন।

৫. কোষ্ঠীতে অনেকেরই চন্দ্র দুর্বল থাকে। যাদের কোষ্ঠীতে চন্দ্র দুর্বল তারা 'চন্দ্রশেখর স্তোত্রম্' পাঠ করুন, এতে উপকার পাবেন। এই টোটকা সকল জটিলতা থেকে মুক্তি দেবে।

৬. তাছাড়াও সপ্তাহে যে-কোনও দিন আম দান করতে পারেন। আম দান করুন কারণ এটি সূর্য দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই মনে করা হয় এই ফল দান করলে সূর্যদেবের কৃপা পাওয়া সম্ভব।

ভাগ্যোন্নতিতে কি পুজো করবেন

অনেকেই রয়েছেন যাঁদের অর্থসংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন প্রায়ই হতে হয়। কিন্তু সকলেই নিরুপদ্রবে ধনপ্রাপ্তি লাভ করতে চান। তাই এর জন্য কিছু প্রতিকার করতে হবে। তবেই মা লক্ষ্মী আপনার ওপর কৃপা বর্ষণ করবেন। এখন আপনাকে সেরকমই কয়েকটি সহজ সরল উপায় জানাচ্ছি।

১. প্রতিদিন ভগবান বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পুজো করুন। শুক্রবার লক্ষ্মীকে পায়েসের ভোগ দিন এবং ৭ জন কন্যাকে সেই প্রসাদ খাওয়ান। এটা করলে ভগবানের কৃপা দৃষ্টি পড়বে এবং অর্থ সঙ্কট মিটে যাবে। শীঘ্রই আপনার ধন প্রাপ্তি ঘটতে পারে।

২. ভগবান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীর পূজা করুন। অর্থ সঙ্কট দূর করতে চাইলে এবং শীঘ্র অর্থ পেতে চাইলে আপনি নিয়মিতভাবে ভগবান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীর পুজো করুন। ধূপ-প্রদীপ জ্বালান, ফুল দিন, ভোগ নিবেদন করুন এবং হাতজোড় করে ভগবান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীকে আপনার অর্থ সঙ্কট দূর করার জন্য প্রার্থনা করুন।

৩. শুক্রবার করে মা লক্ষ্মীর পুজো খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। মা লক্ষ্মীকে লাল ফুল দিয়ে পুজো দিন। পায়েস ভোগ নিবেদন করুন এবং সেই প্রসাদ ৭ জন কন্যাকে বিতরণ করুন। এতে মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি আপনার ওপর থাকবে এবং আপনার অর্থকষ্ট দূর হবে।

৪. বৃহস্পতিবারকেই লক্ষ্মীবার হিসাবে মনে করা হয়। তাই এখন যে উপায়টির কথা বলা হবে সেটি যদি আপনি এই লক্ষ্মীবারেই ব্যবহার করতে পারেন তাহলে এই উপায়টি খুবই কার্যকর হবে। এর জন্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মা লক্ষ্মীর সামনে শুদ্ধ দেশি ঘি-এর প্রদীপ জ্বালান, প্রদীপ জ্বালানোর সময় আপনার ডান হাতে একটি লবঙ্গ ও এলাচ ধরে রাখুন। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী, বলা হয় যে, লবঙ্গ এবং এলাচের টোটকাটি খুবই প্রভাবশালী হয়ে থাকে। আর এই লবঙ্গ ও এলাচ নিয়ে 'ওঁম মহালক্ষ্মৈ নমঃ' মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করতে হবে। সেই সময়ে খেয়াল রাখবেন যাতে কোনও বাধা না পড়ে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বিনা বাধায় মন্ত্র উচ্চারণের পর হাতে রাখা লবঙ্গ ও এলাচ একটি হলুদ বস্ত্রে বেঁধে রাখুন। এরপর আপনি যেখানে টাকা রাখেন সেটা, মানিব্যাগ, লকার বা লক্ষ্মীর ভাঁড়ে সেই পুঁটুলিটি রেখে দিন।

৫. দিন-রাত পরিশ্রম করেও যদি কোনও মতেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না পেয়ে থাকেন, তাহলে একটি কলাগাছ নিয়ে তা কোনও মন্দিরের সামনের এলাকায় পুঁতে দিতে পারেন। এটি করার সময় ভগবান নারায়ণকে নিজের অর্থ সমস্যার কথা মনে মনে বলবেন, তবে অচিরে মিটতে পারে অর্থ সঙ্কট।

৬. বাংলা মাসের শেষ দিনটি সংক্রান্তি বলে। এই দিন প্রদোষকালে একজন পণ্ডিত পুরোহিতকে ডেকে লক্ষ্মী-নারায়ণের পুজো করান। পরপর কয়েক মাস করুন, চমৎকারীত্ব নিজেই উপলব্ধি করবেন।

দাম্পত্য সুখের উপায়

বিবাহিত জীবন সুখ-শান্তিতে ভরিয়ে রাখতে কে না চায়। অথচ সকলের জীবনে সুখ হয় না। আর বিবাহিত জীবনে সুখ খুঁজতে মানুষ কি না করে। সবার জন্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিয়ের পর বিবাহিত জীবনকে সুখী রাখা। কিন্তু বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই কিছু না কিছু সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে। অনেক সময় গ্রহের কারণে সমস্যা আসতে পারে। গ্রহ অনুযায়ী সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে রইল সহজ কিছু উপদেশ।

গ্রহ শান্তির উপায়—

রবি— প্রতি রবিবার সূর্যোদয়ের সময় কলাগাছে জল ঢালুন এবং জলে গুড় মিশিয়ে সূর্যার্থ প্রদান করুন।

চন্দ্র— প্রতি সোমবার শিবলিঙ্গকে দুধ এবং গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করান।

মঙ্গল— হনুমানচালিসা পাঠ করুন। সরিষার তেল গায়ে মাখুন।

বুধ— প্রথমে গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা ও পরে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তুলসিপাতা অর্পন করুন।

বৃহস্পতি— শিবলিঙ্গকে দুধ দিয়ে স্নান করিয়ে আকন্দ ফুলের মালা দিন।

শুক্র— প্রতি শুক্রবার সাদা ফুলের মালা মা মনসা ও দেবী ভুবনেশ্বরীকে দিন এবং সেই দিন টক খাবেন না।

শনি— প্রতি শনিবার আদা খাবেন খুব অল্প পরিমাণে এবং বটগাছে জল ঢালুন।

রাহু— প্রতিদিন কাক ও কুকুরকে মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ান ও মোষ বা কালো গোরুর মাথায় সর্ষের তেল দিন।

কেতু— প্রতিদিন মনসাগাছকে প্রদীপ দেখাবেন ও ভিক্ষুককে কালো কাপড় দান করুন।

প্রয়োজন মনে করলে রাশিগত টোটকা পালনের সাথে সাথে 'হর-পার্বতী কবচ' ধারণ করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সহজে যে ভাবে বুঝবেন যে দৈবী শক্তি আপনাকে সাহায্য করছে

এই পৃথিবীর সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। কিন্তু তবুও মানুষ অ-সত্য কর্ম করে কেন। কারণ তার প্রারত বা পূর্বজন্মকৃত ফলের প্রভাবে। যে হেতু মানুষ ঈশ্বরের সন্তান তাই সৎ কর্মীরা অনেকেই, কম বা বেশী, দৈবী সহায়তা পেয়ে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানবে কি ভাবে? আজ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

১. প্রথম গুণ হল সৎ চরিত্র লাভ করা— শাস্ত্র বলেছেন, যে সকল ব্যক্তি দুষ্কর্ম থেকে দূরে থাকেন, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন, অন্যের দুঃখে বিচলিত হন, নিয়মিত গুরু ও ইষ্টের সেবা করেন, নিয়মিত দান-ধ্যান করেন তবে আপনি জানবেন যে আপনি অবশ্যই 'দৈবী শক্তি'-র সাহায্য পাচ্ছেন।

২. ব্রাহ্মমুহূর্ত— ভোর তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যেই আপনি হঠাৎ জেগে যান তবে আপনি জানবেন যে দৈবী শক্তি চাইছেন যে আপনার মতো সৎ লোকের এই জগতে অনেক কাজ করার আছে। আপনার মতো সৎ আত্মাকে তাঁরা বলছেন যে-জীবনটা শুধু খাওয়া আর ঘুমিয়ে থাকার জন্য নয়। আপনাকে এই ভূ-ভারতের প্রয়োজন। পৃথিবীর মাত্র সাড়ে বারো শতাংশ মানুষের এই সময় ঘুম ভাঙে। সত্বঃ গুণযুক্ত মানুষেরাই এই সময় ঘুম থেকে জেগে ওঠেন।

৩. স্বপ্নে দেবদর্শন— প্রায় প্রতি দিনই স্বপ্নে যদি আপনার দেবদর্শন হয়, স্বপ্নে যদি আপনার মন্দির বা তীর্থ দর্শন হয়, স্বপ্নে যদি আপনি নিজেকে পূজাপাঠ করতে দেখেন, স্বপ্নে যদি আপনি আকাশে উড়তে থাকেন, স্বপ্নে যদি আপনি দেবদেবীর সাথে বাক্যলাপ করতে থাকেন তো আপনি জানবেন যে দৈবী শক্তি আপনাকে সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত।

৪. পূর্বাভাস— আপনি যদি ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন ঘটনা স্বপ্নে দেখে থাকেন বা ঐ ঘটনার কোনও আভাস আপনার জ্ঞানে আসে তবে আপনি দৈবী শক্তির খুবই প্রিয়পাত্র জানবেন।

৫. পারিবারিক প্রেম— আপনার পরিবারের প্রতিটি সদস্য, প্রতিবেশী ও আত্মীয় যদি আপনাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, আপনার নির্দেশ পালন করে এবং পক্ষান্তরে তাদের সাথে আপনারও প্রীতির সম্পর্ক হয় তো জানবেন দৈবী শক্তি আপনার অনুকূলে আছে।

৬. ভাগ্যের সাহায্যলাভ— জীবনে প্রতিটি কর্মেই যদি আপনি সহজে সফল হন এবং কিম্বা হঠাৎ কোনও আধ্যাত্মিক লাভ হয় তখন আপনি জানবেন যে দৈবী শক্তি আপনাকে সকল সময় ঘিরে রেখেছে।

৭. সুগন্ধিত পরিবেশ— প্রায় সকল সময়ই আপনার চারিদিকের বায়ুমণ্ডল যদি বিনা কারণে ফুল, চন্দন, আতর, ধুনা, গুগ্গুল, কপূর ইত্যাদির গন্ধে ভরে থাকে তো আপনি জানবেন যে দৈবী শক্তি আপনাকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করছে।

৮. কোমল বাতাস— আপনি মাটিতে বসে আছেন, পূজা করছেন, ধ্যান করছেন বা আধ্যাত্মিক চিন্তা বা কর্মে নিরত রয়েছেন এমন সময় যদি লক্ষ করেন যে আপনার দেহ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হঠাৎ হালকা হয়ে গিয়েছে এবং আপনার চারিদিকের বায়ুমণ্ডল বেশ ঠান্ডা হয়ে রয়েছে তবে বুঝবেন আপনি দৈবী শক্তির বিশেষ কৃপালাভ করতে চলেছেন।

৯. আলো বা শব্দের অনুভূতি— আপনি নিবিষ্ট মনে কাজ করছেন বা কোনও সৎ চিন্তায় নিরত, এমন সময় হঠাৎ কোনও আলোকপুঞ্জ দর্শন করলেন বা সুমধুর শব্দ আপনি শুনলেন তো জানবেন যে আপনি দৈবী শক্তির সান্নিধ্যে রয়েছেন।

১০. অলৌকিক শব্দ— যখন আপনি গভীর ঘুমে নিদ্রাচ্ছন্ন তখন যদি কোনও অলৌকিক শব্দে আপনার ঘুম ভেঙে যায় তো আপনি জানবেন যে ইষ্টদেবতার কৃপালাভ শুধু সময়ের অপেক্ষা। আমার অনুভব বলে যে এই সকল অনুভূতি শুধু তেমন মানুষদেরই হয় যারা ঈশ্বরবিশ্বাসী, আধ্যাত্মিক, সদাচারী, গুরু-ইষ্টে ভক্তিযুক্ত মানুষেরই ইষ্টকৃপা লাভ হতে পারে।

১১. প্রয়োজন মনে করলে 'ওঁম্ কবচ্' ধারণ করুন।

লবণ বা নুন-এ সমস্যার সমাধান

ঘরে বাইরে আমাদের নানা শত্রুতার মুখে পড়তে হয়। কখনও চেনা শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়, কখনও বা বন্ধুর ছদ্মবেশেই পিছন থেকে পিঠে ছুরি বসায় গুপ্ত শত্রু। জানেন কি, শুধুমাত্র একমুঠো নুনের ব্যবহারে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারেন আপনি। কেটে যেতে পারে সংসারকে অশুভ শক্তির প্রভাব। জীবনের সব বাধ্য পেরিয়ে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে পারেন আপনি। কিন্তু ঠিক কী করতে হবে? জেনে নিন টোটকার সঠিক নিয়ম।

শনিবার বা মঙ্গলবার একমুঠো নুন নিয়ে বাড়ির বাথরুম বা যে কোনও নোংরা জায়গা, যেখানে জল জমে আছে, সে রকম কোনও জায়গায় দাঁড়ান। হাতের ওই নুন নিজের মাথার ওপর পাঁচ বা সাতবার ঘুরিয়ে নিন এবং জল জমা ওই নোংরা জায়গায় নুন ফেলে দিন। কোনও বাধাই আর আপনার সাফল্যের পথ রুদ্ধ করতে পারবে না। বিশেষ এই টোটকা পরিবারের সবাই পালন করতে পারেন। পুরুষ, মহিলা, শিশু যে কেউই এই টোটকা মেনে দেখুন। ভাগ্যের চাকা ঘুরবেই। এক নজরে জেনে নিন এই টোটকার উপকারিতা—

১. জোঁকের মুখে নুনে পড়ার প্রবাদ আমরা সবাই জানি। একইভাবে নুনের এই টোটকায় মুখে নুনপড়া জোঁকের মতোই নাশ হবে শত্রুর জারিজুরি।
২. জীবনে যে সকল বাধায় আমাদের নাজেহাল হতে হয়, সে সকল বাধা খুব দ্রুত দূর হয়ে যাবে।
৩. কেটে যাবে বাস্তুদোষ।
৪. সংসারে কোনও অশুভ শক্তি প্রবেশ করতে পারবে না।
৫. প্রয়োজন মনে করলে 'ত্রিশক্তি রক্ষা কবচ' ধারণ করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সাফল্যের জন্য পান পাতায় সমাধান

প্রত্যেকটা মানুষ ছুটে চলেছে তার সাফল্যের চাবিকাঠি খুঁজতে। কেউ অর্থ রোজগারের জন্য ব্যবসা করছে আবার কেউ অর্থ উপার্জন করার জন্য নানান কঠিন কাজেও ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিন্তু তারপরেও খুলছে না ভাগ্য? কিছুতেই যাচ্ছেনা অর্থকষ্ট?

জানেন কি আপনার ঘরে যদি থাকে এক টুকরো পান পাতা, সেই পান পাতাই আপনার অর্থ কষ্ট দূর করতে পারে। পান পাতা অর্থ কষ্ট দূর করতে পারে এই কথাটা শুনে অবাক হলেও এটাই সত্যি। পান পাতা যেরকম মুখশুদ্ধির কাজ করে। সেরকমই পান পাতা সুখের চাবিকাঠিও হয়ে উঠতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্র বলছে, পানের এমন কিছু প্রতিকার আছে যা করলে পরিবারে সুখ, শান্তি ও সৌভাগ্য ফিরে আসে। শুধু তাই না জীবনের আর্থিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা দূর করতে পান ও সুপারি দারুণভাবে কাজ করে। প্রতি মঙ্গলবার বা শনিবার যদি স্নান করে মন্দিরে ভগবান বজরঙ্গবলীকে পান প্রদান করেন তাহলে ফুলে ফেঁপে উঠতে পারে আপনার সংসার। পাশাপাশি এও বিশ্বাস করা হয় যে হনুমানজিকে পান অর্পণ করলে তিনি প্রসন্ন হয়ে তাঁর ভক্তদের সমস্ত সমস্যা দূর করেন। জ্যোতিষশাস্ত্র বলছে পানপাতায় ইতিবাচক শক্তি থাকে যার ফলে নেতিবাচক শক্তিকে এর দ্বারা ধ্বংস করা যায়। এমনকি আপনি যদি আপনার ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে চান সেক্ষেত্রে শনিবার ৫টি তেঁতুল পাতা এবং ৮টি পান নিয়ে একটি সুতোয় বেঁধে দোকান বা আপনার প্রতিষ্ঠানের পূর্ব দিকে বেঁধে দিন। এরকম প্রতি ৫টি শনিবার একটানা করে যান। এরপর পুরানো পাতাগুলি নদী বা কূপের জলে নিবেদন করলে দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠবে। প্রয়োজন মনে করলে 'ভুবনেশ্বরী কবচ' ধারণ করুন।

ভাগ্য পরিবর্তনের সহজ উপায়

নিজের খারাপ ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে চায় না এমন মানুষ বোধ হয় এই পৃথিবীতে নেই। খারাপ সময় এবং ভালো সময়, এই দুটোই মানুষের জীবনে আসে। যদিও সেই খারাপ সময়টাকে পার করতে অনেকটাই সময় লাগে। আপনি কি চান আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করতে? তাহলে প্রথমে আপনাকে নিজের কর্মের ওপর মনোযোগ দিতে হবে। কারণ আজ আপনি যা করবেন তার ফল আপনাকে ভবিষ্যতে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আপনি যদি আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করতে চান তাহলে মেনে চলতে হবে বাস্তুশাস্ত্র।

মানুষের বাসস্থানের পাশের পাঁচটি ভৌতিক উপাদান— মাটি, অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ এদের সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব। ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য রইল টোটকা।

১. যদি আপনার ঘরের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে কোনও দেওয়াল থাকে তাহলে খালি রাখবেন না। খালি দেওয়াল নিঃসঙ্গতার প্রতীক। সেই দেওয়ালে একটি সাত ঘোড়ার ছবি টাঙিয়ে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দিন। এটি আপনার ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করবে।

২. আপনার বাড়ির বাথরুমের দরজা কখনওই খোলা রাখবেন না। এটি আপনার ঘরে দারিদ্র্যতাকে ডেকে আনে। তাই সবসময় বাথরুমের দরজা বন্ধ রাখুন এবং একটি টবের মধ্যে গাছ লাগিয়ে তা বাথরুমের একটি কোণে রেখে দিন। এর ফলে ঘরের নেতিবাচক শক্তি দূর হবে এবং আপনার প্রতিটি কাজে সফলতা আসবে।

৩. ধন সম্পদ বৃদ্ধি করতে চাইলে ঘরের আলমারীটি আপনার ঘরের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে রাখুন। ধন সম্পদের অধিপতি হলেন কুবের। তাকে আকর্ষণ করতে হলে এটি অবশ্যই দরকারী।

৪. এছাড়াও বাড়ীতে বসার ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি মাছের অ্যাকোরিয়াম রাখুন।

৫. যে-কোনো রবিবার কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা ও একটি লেবু একসাথে লাল সুতো দিয়ে বেঁধে বাড়ির সদর দরজায় টাঙিয়ে দিন। এর ফলে আপনার ভাগ্য ত্বরান্বিত হবে এবং সুখ-সমৃদ্ধি ফিরে আসবে।

৬. প্রতিদিন রাতে ঘুমোবার আগে একটি মাটির কলসিতে সামান্য জল দিয়ে তা ঢাকনা ছাড়াই আপনার বিছানার নিচে রাখুন এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে সবার আগে সেই কলসীর জল পাশের কোনো পুকুরে পূর্বদিকে মুখ করে ফেলে আসুন। এতে সংসারে অযথা বিবাদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৭. বাড়ীর প্রবেশপথে 'সর্ব শান্তি যন্ত্র' স্থাপনা করুন।

খারাপ সময় কাটিয়ে সৌভাগ্য বৃদ্ধির উপায়

সময় খুবই মূল্যবান, তবে সময় কখন কি করায় তা আমরা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারি না। এদিকে সঠিক সময় থাকতে কেউ আমরা তার গুরুত্বও বুঝতে পারি না। যখনই জীবনে খারাপ সময় আসে তখনই মানুষের চোখ খুলে যায়। তবে এটাও ঠিক যে ভালো সময়ের মেয়াদ খুবই কম আর অন্যদিকে খারাপ সময় যেন জীবন থেকে যেতেই চায় না।

তবে মনে রাখতে হবে যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের জীবনে খারাপ সময় আসতে পারে। আর্থিক হোক বা সাংসারিক কিংবা পারিপার্শ্বিক বিষয় নিয়ে নানাভাবে সমস্যা দেখা দিতে পারে-তবে এই পরিস্থিতিতে কোনোভাবে বিচলিত না হয়ে শান্ত থেকে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করাই হলো সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। জ্যোতিষশাস্ত্রে এমনও বলা হয়েছে, খারাপ সময় কাটিয়ে ওঠার নানান উপায় বা টোটকা রয়েছে। যদি সঠিক নিয়ম মেনে সেগুলি পালন করা যায় তাহলে তার ফল অত্যন্ত শুভ হয়।

জ্যোতিষীয় মতে, এই উপাচারটি সপ্তাহের যে-কোনো দিনই করা যেতে পারে। তবে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারে করলে বেশি সুফল পাওয়া যায়। প্রথমে সকালবেলা স্নান করে একটি বটপাতা, অশ্বত্থ পাতা ও তুলসীপাতা সংগ্রহ করে ইষ্টদেবতার চরণ ছুঁইয়ে নিজের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

টাকার জায়গায় বা ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্যাশ বাক্সে রাখতে পারেন। এই পাতাগুলো শুকিয়ে গেলে আবার নতুন পাতা সংগ্রহ করতে হবে ও শুকনো পাতাগুলি জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। এইভাবে উপাচারটি পালন করতে থাকলে অত্যন্ত শুভদায়ক ফল পাওয়া যায়। ব্যবসাক্ষেত্রে ক্যাশবাক্সে 'ধনোন্নতি যন্ত্র' স্থাপনা করে প্রতিদিন ধুপ দেখান ও চাকুরী ক্ষেত্রে 'ধনোন্নতি কবচ্' ধারণ করুন।

সুখ, শান্তি, সৌভাগ্য ও উন্নতির সহজ উপায়

আর্থিক সমস্যা, পারিবারিক অশান্তি কিংবা ব্যবসাক্ষেত্রে সমস্যা চলতেই থাকে। এই সকল সমস্যা থেকে কীভাবে মুক্তি পাবেন তা অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন না। এবার এই সকল সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে মেনে চলতে পারেন জ্যোতিষ টোটকা।

১. প্রতি মঙ্গল ও শনিবার হনুমানজির পুজো করুন আর হনুমানজিকে সিঁদুর নিবেদন করুন। সেই সিঁদুরের টিপ নিজে পরুন। এতে দুর্ভোগ তো কাটবেই সঙ্গে যে কোনও কাজে আসবে সাফল্য। ভক্তি সহকারে বিশ্বাস করে মেনে চলুন এই বিশেষ উপায়। হনুমানজির কৃপায় ঘটবে উন্নতি।

২. হলুদ কাপড়ে ছোট নারকেল বেঁধে রান্নাঘরের পূর্ব কোণে রাখুন। এতে সকলের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। অনেক সময় পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য নিয়ে জটিলতা লেগেই থাকে। এর থেকে মুক্তি পেতে মেনে চলুন এই সকল টিপস। রান্নাঘরে এই বিশেষ উপায়ে নারকেল রেখে দিন। এতে সমস্যা থেকে মিলবে মুক্তি।

৩. পিঁপড়েকে চিনি মিশিয়ে আটা খাওয়ান। এতে সৌভাগ্য লাভ করবেন। একটি পাত্রে আটার সঙ্গে গুঁড়ো চিনি মিশিয়ে নিন। তা পিঁপড়েকে খাওয়াতে পারেন। অনেক সময় দুর্ভাগ্যের কারণে নানান কাজ আটকে থাকে। সেই সকল জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে মেনে চলুন এই বিশেষ উপায়।

৪. হলুদের সঙ্গে জাফরান মিশিয়ে কপালে লাগান। প্রতি বৃহস্পতিবার এই টোটকা পালন করুন। এতে মিলবে উপকার। দুর্ভোগ তো কাটবেই সঙ্গে যে-কোনও কাজে আসবে সাফল্য। মেনে চলুন এই সকল বিশেষ উপায়। দেব-দেবীর কৃপায় ঘটবে উন্নতি।

৫. বৃহস্পতিবার একটি নারকেল নিন তা হলুদ কাপড়ে মুড়ে নিন। এবার তা বিষ্ণুমন্দিরে দিয়ে আসুন। এই টোটকা বেশ কার্যকরী। প্রতি বৃহস্পতিবার এই টোটকা পালন করুন। নারকেল বিষ্ণু মন্দিরে দান করলে ভগবান বিষ্ণু তুষ্ট হবেন। এতে সকল জটিলতা থেকে মিলবে মুক্তি। মেনে চলুন এই বিশেষ উপায়।

৬. পালন করতে পারেন তুলসী পাতার টোটকা। প্রতিদিন তুলসী পাতা নিন। তা হাতে রেখে 'ওঁম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপ করুন। ১০৮ বার জপ করুন। এবার তা হাতে রেখে চটকিয়ে গিলে খেয়ে নিন। টানা ২ মাস এই টোটকা পালন করুন। এতে মিলবে উপকার। দূর হবে খারাপ সময়।

৭. প্রয়োজন মনে হলে 'সৌভাগ্য বৃদ্ধি কবচ্' ধারণ করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তেজপাতা দিয়ে ভাগ্যের উন্নতি

রান্নাঘরে এমন কিছু জিনিস বা মশলা ব্যবহার করা হয় যা খাবারের স্বাদ বাড়ায়। আবার জ্যোতিষশাস্ত্রেও সেগুলোর গুরুত্ব রয়েছে। তেজপাতা শুধু খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, জ্যোতিষশাস্ত্রেও এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বলা হয় যে তেজপাতার দ্বারা কিছু প্রতিকার জীবনে সুখ বয়ে আনতে পারে। এটি সমস্ত সমস্যা অশান্তি দূর করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক তেজপাতার কিছু প্রতিকার সম্পর্কে, যা ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে। তেজপাতা শুধু খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, জ্যোতিষশাস্ত্রেও এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বলা হয় যে তেজপাতার কিছু প্রতিকার জীবনে সুখ বয়ে আনতে পারে। এটি সমস্ত সমস্যা অশান্তি দূর করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক তেজপাতার কিছু প্রতিকার। সম্পর্কে, যা ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে।

১. ইচ্ছা পুরণের জন্য— জ্যোতিষশাস্ত্র বলছে, যদি আপনার কোনও ইচ্ছা পূরণ না হয়, তবে একটি তেজপাতা নিন। এবার সিঁদুর দিয়ে মনের ইচ্ছাটি লিখে যে-কোনও মন্দিরে অর্পণ করুন। এতে আপনার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করবে।
২. ভয় কাটিয়ে উঠতে— অনেক সময় ভয়ে ঘুম ভেঙে যায়, বা ভয়ে সারারাত জেগেই কেটে যায়। এক্ষেত্রে আপনি যদি বালিশের নিচে তেজপাতা রেখে ঘুমান, তাহলে আর ভয় লাগবে না। এমনকী কোনও খারাপ স্বপ্নও আসবে না।
৩. অর্থ লাভের জন্য— জ্যোতিষশাস্ত্র বলছে, যদি পরিশ্রম করেও ফল না পাওয়া যায়, কিংবা টাকা সঞ্চয় না হয় শুধুই খরচ হয়। যদি আপনার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়, তাহলে একটি তেজপাতা নিয়ে তা দেবী লক্ষ্মীর চরণে নিবেদন করুন। এর মাধ্যমে অর্থ ও লাভের যোগফল তৈরি হতে শুরু করবে।
৪. বাড়ির শান্তির জন্য— আপনার বাড়ীতে যদি ঘন ঘন ঝগড়া হয়। স্বামী-স্বর মধ্যে বিভেদ থাকলে ঘরে প্রতিদিন একটি তেজপাতা পুড়িয়ে দিন। এর ফলে ঘরে ইতিবাচক শক্তি বাস করবে এবং সমৃদ্ধ আসবে।
৫. কুনজর এড়ানোর জন্য— জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, তেজপাতা অশুভ দৃষ্টিও দূর করতে ব্যবহার করা হয়। যদি বাড়ীর কারও বদ নজর থাকে, তাহলে তা থেকে মুক্তি পেতে একটি তেজপাতা ও এক চামচ লবণ মিশিয়ে সাতবার সেবন করুন। এমনটা করলে কুদৃষ্টির প্রভাব কেটে যাবে।
৭. বাড়ীর প্রবেশপথে 'সর্ব শান্তি যন্ত্র' স্থাপনা করুন।

সুখ-শান্তি ও উন্নতির উপায়

জীবনে চলার পথে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা আসে, যার ফলে আমাদের সুখ-শান্তি ও উন্নতিতে বাধা আসে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ কয়েকটি বাস্তু টোটকা রয়েছে, যা মেনে চলতে পারলে, জীবনে বহু দিক থেকে উন্নতি করা যেতে পারে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

১. বাড়ীর সদর দরজার আশপাশে বা কাছাকাছি কোনও নোংরা আবর্জনা রাখা যাবে না এবং সদর দরজার কাছে রাতে সব সময়ে বড় আলো জ্বেলে রাখতে। হবে।
২. রান্নাঘরে কখনও কীটনাশক বা বিষ জাতীয় কোনও জিনিস রাখতে নেই।
৩. শৌচালয়ের দরজা কোনও সময় খোলা রাখতে নেই।
৪. অর্থনৈতিক দিক ভাল রাখতে বাড়ীর উত্তর-পূর্বদিকে একটা কাচের শিশিতে কিছুটা নুন রেখে দিন।
৫. রান্নাঘর কিংবা শৌচাগার থেকে জল পড়া খুবই অশুভ বলে মানা হয়।
৬. নানা প্রকার সমস্যার সমাধান করতে বাড়ীর উত্তর এবং পূর্ব- দিকে তুলসী গাছ রাখুন।
৭. আলমারি বা টাকা রাখার জায়গায় কখনও নোংরা বা ঝাঁটা, জুতো রাখতে নেই।
৮. নিজের বাড়িতে কর্মের জায়গায় হোক বা অফিসের কর্মস্থল, খুব বেশি আসবাবপত্র রাখতে নেই। একটু ফাঁকা রাখতে হয়।
৯. টাকা রাখার জায়গায় অর্থাৎ, আলমারি সর্বদা সোনালি রঙের করতে হয়।
১০. বাড়িতে জলপ্রবাহ হচ্ছে, এমন ছবি বা ঝর্ণার ছবি রাখলে আর্থিক উন্নতি খুব ভাল হয়।
১১. খেয়াল রাখতে হবে, বাড়ির ছাদের ঢাল যেন দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে হয়।
১২. বাড়ীর প্রবেশপথে 'সর্ব শান্তি যন্ত্র' স্থাপনা করুন।

খ্যাতি, নাম-যশের সহজ উপায়

প্রতিটি মানুষই চায় সমাজে আলাদা পরিচয় থাকুক। সম্মান আছে, খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যও প্রতিটি মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করে। ধার্মিকতার পথ অনুসরণ করুন এবং বাস্তুতে উল্লিখিত কিছু সহজ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আপনার খ্যাতি বাড়তে পারে। চলুন জেনে নিই তাদের সম্পর্কে।

১. সকালে স্নানের জলে সামান্য করে হলুদ, মধু, চিনি, লবণ, হলুদ ফুল ও যে কোনো একটি সোনার জিনিস রেখে স্নান করুন। এতে করে সমাজে প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে।
২. সূর্যদেবকে খ্যাতি ও গৌরবের দেবতা মনে করা হয়। প্রতিদিন সকালে স্নান করার পর একটি তামার পাত্র জলে ভরে ভগবান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।
৩. 'আদিত্য হৃদয়ম্ স্তোত্রম্' পাঠ করুন।
৪. ঘরে সূর্যদেবের একটি তামার মূর্তি রাখুন।।
৫. মা দুর্গা সপ্তশতীর দ্বাদশ অধ্যায় (শাপোদ্ধার করে অর্গলা, কীলক, কবচ সমেত) নিয়মিত পাঠ করুন।
৬. প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার গুড় দান করুন।
৭. প্রতিদিন হনুমানচালিসা পাঠ করুন।
৮. নিয়মিত কপালে হলুদ-জাফরানের-রক্তচন্দনের তিলক লাগান।
৯. পাখিদের ভাত ও বাজরা খাওয়ালে খ্যাতি বাড়ে। মনে রাখতে হবে যে ঘরে লবণ/

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নুনকে সম্মান করা হয় না, সেখানে সম্মান স্থায়ী হয় না।

১০. অবিলম্বে যেখানে সেখানে থুতু ফেলার অভ্যাস ত্যাগ করুন। এতে করে সম্মানের ব্যাপক অবনতি ঘটে।

১১. প্রয়োজন মনে হলে 'সৌভাগ্য বৃদ্ধি কবচ্' ধারণ করুন।

তামার ঘটি ও চমৎকারী টোটকা

পরিশ্রম সত্ত্বেও বার বার হেরে যাচ্ছেন? সাফল্যের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও ফিরে আসতে হচ্ছে? তা হলে তামার ঘটির চমৎকার টোটকা আপনার সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে পারে। তামার ঘটির এই টোটকা করলে ভাগ্য চমকাবে আপনার। পাশাপাশি আপনাদের জীবনে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ থাকবে। এই টোটকা ঠিকঠাক করতে পারলেই সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছবেন আপনারা। আবার পরিবারে ব্যপ্ত নেতিবাচক শক্তি দূর করতে পারবেন। তামার ঘটি কোন বাস্তু উপায়ের কথা জেনে নিন এখনই।

১. আর্থিক সমস্যায় ভুগলে বা মানসিক অশান্তিতে ভুগলে বাস্তু শাস্ত্রের পরামর্শ মেনে এই উপায়টি করতে পারেন। প্রতি রাতে ঘুমানোর সময়ে মাথার পাশে তামার ঘটিতে জল ভরে রেখে দিন। এই উপায়ে মনের মধ্যে ওঠা ঝড় শান্ত হবে। আবার আর্থিক সমস্যা দূর হবে।

২. আবার রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলে বা ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে ভয় পেলে তামার ঘটিতে জল ভরে মাথার পাশে রেখে দিন। এর ফলে সমস্ত দুঃস্বপ্ন দূর হবে।

৩. প্রায় অর্থাভাবে ভুগলে বা অর্থ সঞ্চয় করতে না-পারলে ৪০ দিন পর্যন্ত সূর্যকে তামার ঘটিতে জল নিবেদন করুন। এর ফলে আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন এবং পাশাপাশি সূর্যের আশীর্বাদ লাভ সম্ভব হবে।

৪. মেষ ও বৃশ্চিক রাশির জাতকরা তামার ঘটিতে জল ভরে বট গাছে অর্পণ করলে শুভ ফলাফল পেতে পারেন।

৫. বৃষ ও তুলা রাশির জাতকরা ডুমুর গাছে তামার ঘটি দিয়ে জল অর্পণ করলে সুফল পাবেন।

৬. ধনু ও মীন রাশির জাতকরা নিজের জীবনের একাধিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে তামার ঘটিতে জল তুলে নিন। অশ্বত্থ গাছে সেই জল নিবেদন করুন। এর ফলে শুভ ফলাফল পাবেন। এই উপায় করলে সূর্য ও মঙ্গল মজবুত হবে। এর ফলে সমস্ত কাজে সাফল্য লাভ করবেন এই রাশির জাতকরা।

৭. নেতিবাচক শক্তির প্রভাবে জীবন থেকে সুখ-শান্তি দূর হয়। পারিবারিক কলহ বৃদ্ধি পায়। আপনার জীবনও নেতিবাচক শক্তির প্রভাবে সমস্যায় ঘিরে থাকলে তামার ঘটিতে জল ভরে তুলসী গাছে নিবেদন করুন। এই উপায়ে পরিবারে সুখ-শান্তি ফিরে আসবে। বিষ্ণুর আশীর্বাদে পরিবারের সদস্যদের উন্নতি হবে।

৮. প্রয়োজন মনে করলে 'সৌভাগ্য লক্ষ্মী কবচ্' ধারণ করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আর্থিক সহায়তা লাভের উপায়

কর্মে সাফল্য আর্থিক বৃদ্ধি সকলেরই কাম্য। দ্রুত উন্নতির চূড়ায় উঠতে সকলেই চান। অথচ দেখা যায় একজন ব্যক্তি অল্প পরিশ্রমেই পাচ্ছেন মোটা মাইনের চাকরি, ব্যবসার ইতিবাচক ফল, অন্যদিকে অন্য এক ব্যক্তি বেশি সংগ্রাম করার পরেও ফল লাভ হচ্ছে সামান্য। এমন হওয়ার পিছনে কারণ একটাই। আর তা হল, জন্মছকে গ্রহের দুর্বল ও অশুভ অবস্থান। কর্মের ঘরে অশুভ গ্রহ বসে থাকলে কর্ম লাভে বিলম্ব হয়। এমনকী কর্মক্ষেত্রে প্রার্থিত সম্মান লাভও সম্ভব হয় না। এমন ক্ষেত্রে তাই অশুভ গ্রহের প্রভাব মৃদু করতে ও শুভ গ্রহের প্রভাব দীপ্ত করতে প্রয়োজন জ্যোতিষ মতে কিছু সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া। তবেই মিলবে পরিশ্রমের সুফল। বেকার পাবে চাকরি, ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠবে, সংসারে ফিরবে শান্তি, মিলবে আরও ভালো প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ।

একানে দেওয়া হল জ্যোতিষ অনুমোদিত এমনই কিছু অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যবস্থার হদিশ-

১. প্রতিদিন স্নানের পর জাফরানের তিলক দিন নাভি ও কপালে। এই নিয়ম অত্যন্ত পবিত্র। এই প্রক্রিয়া মেনে চললে কর্মস্থলে ইতিবাচক শক্তি আপনার সঙ্গ দেবে। মিলবে প্রমোশন, প্রার্থিত ফলাফল।

২. অফিসে পূর্বদিকে মুখ করে বসুন ও কাজ করুন। পূর্বদিকে মুখ করে বসলে কাজের উৎপাদনশীলতা বাড়বে। কর্মেও দ্রুত উন্নতি হবে।

৩. রোজ পাখিকে শস্যদানা খাওয়ালে বিশেষত কর্মস্থলে উন্নতি লাভ হয়। এইজন্য ৭ ধরনের খাদ্যশস্য যথা-চাল, গম, জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা এবং একাধিক ডাল একসঙ্গে মিশিয়ে পাখিদের নিবেদন করুন।

৪. কর্মস্থলে ঈশ্বরের ছোট্ট মূর্তি স্থাপন করতে পারেন। কাজ শুরু করার আগে প্রার্থনা করুন ও ইতিবাচক শক্তি নিয়ে কর্ম শুরু করুন।

৫. চেষ্টা করুন কর্মস্থলে সবুজ বস্ত্র পরে যাওয়ার। কর্মে উন্নতির জন্য সবুজ রংকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। ল্যাপটপ ও কাজ সম্পর্কিত জিনিসপত্র সবুজ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে পারেন। দ্রুত ফলাফল চোখে পড়বে।

৬. জ্যোতিষ মতে কোনও ব্যক্তি কর্মস্থলে বা ব্যবসায় সমস্যার সম্মুখীন হলে অবশ্যই কাককে খাওয়ানো শুরু করুন। কর্মে উন্নতি অধরা থেকে যাওয়া বা নিশ্চিত কাজেও দেরি হলে বুঝতে হয় গ্রহরাজ শনি আপনার পরীক্ষা নিচ্ছেন। তাই প্রতিদিন শনিদেবের বাহন কাককে খাওয়ানো শুরু করুন। খুব অল্প পরিমাণে সরিষার তেল মিশিয়ে ডাল, রুটি, গুড় খেতে দিতে পারেন কাককে। গ্রহরাজ প্রসন্ন হবেন। কর্মে-ব্যবসায়ে সাফল্য আসবে।

৭. প্রতি শনিবার ভক্তিভরে অশ্বত্থগাছের পুজো করলে ব্যবসায় বিপুল সফলতা লাভ হয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীরাও প্রতিদিন অশ্বত্থ গাছের পুজো করতে পারেন এবং কর্মে উন্নতির প্রার্থনা করতে পারেন। পুজোরননিয়ম অনুসারে সর্ষের তেল

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দেওয়া একটি মাটির প্রদীপ অশ্বত্থগাছের তলায় জ্বেলে দিন। জল দিন। প্রার্থনা করুন সমস্ত দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য।

৮. আর্থিক সুস্থিতি লাভের জন্য 'ধনদা কবচ' ধারণ করতে পারেন।

দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবনের টোটকা

আমাদের জীবনটাকে আমরা নিজেরাই আরও সুন্দর করে তুলতে পারি। এর জন্য নিজের ঘরটিকে করে তুলুন দোষ মুক্ত। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় আর্থিক স্বচ্ছলতা। থাকলেও ব্যক্তির মানসিক শান্তি থাকে না। ছোটখাটো বিষয় নিয়েই সংসারে লেগে থাকে নানা সমস্যা। রাতে ঠিক করে ঘুম হয় না। শুলেই দুশ্চিন্তা আঁকড়ে ধরে। মোটের উপর মানসিক শান্তি জীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসে। এক্ষেত্রে যদি আমরা কিছু নিয়ম মেনে চলি তবে অনেকক্ষেত্রেই আমরা বাস্তুদোষ কাটিয়ে উঠতে পারবো সহজেই। তাই এই সমস্যার সমাধান সহজে করার জন্য, আপনাদের মেনে চলতে হবে কিছু সহজ কিছু নিয়ম।

১. সবার প্রথমে ঘুমানোর দিক ঠিক করা উচিত। ছাত্রজীবনে পূর্ব দিকে মাথা দিয়ে ঘুমানো আর আপনি যদি কর্মজীবনে দক্ষিণ দিকে মাথা দিয়ে শোওয়া সব থেকে ভালো হবে।

২. শোওয়ার ঘরে জন্তু-জানোয়ারের ছবি কিংবা কোনও যুদ্ধের ছবি না থাকা ঠিক। আপনি যদি কোনও ফুলের ছবি বা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেওয়ালে টাঙান তো সবথেকে ভালো হয়। তবে তারও একটা দিক আছে, দক্ষিণদিকের দেওয়ালটি হল ছবি টাঙানোর জন্য সর্বোত্তম দিক।

৩. আপনি যদি রঙিন মাছ পছন্দ করেন, সেক্ষেত্রে বেডরুমটা এড়িয়ে চলুন। বেডরুমে ড্রেসিং টেবিল না রাখাই উচিত। আর রাখলেও আয়নার কোনও অংশেই যেন খাটের দিকটা না দেখা যায়। সেক্ষেত্রে সবথেকে ভালো ঘুমানোর আগে আয়নার উপরে যদি কোনও কভার পরিয়ে দেওয়া যায়।

৪. যদি দেওয়ালে ঘড়ি টাঙান তাহলে উত্তরদিকের দেওয়াল সবথেকে ভালো, বেড়রুমের ক্ষেত্রেও সেটাই ঠিক। বেডরুম সব সময় পূর্বদিক কিংবা দক্ষিণদিকে হাওয়া প্রয়োজন। যেদিকেই আমরা মাথা রেখে ঘুমোই না কেন, খাটের সেই দিকটায় যদি পুরোটাই দেওয়াল থাকে, সব থেকে ভালো।

৫. খাটটি কাঠের তৈরি হলে ভালো। ঘুমের এক স্তরে আমাদের শরীরে কসমিক এনার্জি সঞ্চারিত হয়, তাই লোহা বা অন্য যে কোনও মেটালের তৈরি খাটে (ধাতু এনার্জির উত্তম পরিবাহক) না শুয়ে কাঠের খাটে ঘুমানো সবথেকে ভালো।

৬. এবার আসি টোটকার বিষয়ে। রাত্রিতে ঘুম না হওয়া, মানসিক চাঞ্চল্যতা, এমনি রাগ বা অযথা রাগ, যুক্তিতর্ক, অশান্তি, অসুখী বা অখুশি থাকা ইত্যাদি সমস্যার ক্ষেত্রে আপনি প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে ঐ ভোরবেলাতেই ভগবান শিবের পূজা করে যথাসম্ভব মন্ত্র জপ করুন। এই পূজার সময় লালচিনি মিশ্রিত গোরুর দুধের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অভিষেক করুন। পূজার পরে ঐ দুধের সামান্য অংশ জলে মিশিয়ে আপনার শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে ছিটিয়ে দিন-সুফল পাবেন।

৭. প্রয়োজন মনে করলে 'চন্দ্রশেখর কবচ্' ধারণ করুন।

প্রদীপ দিয়ে ভাগ্যোন্নতির উপায়

আমাদের নিত্য পুজোয় প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকি। বিশ্বাস করা হয় যে প্রদীপ না জ্বালিয়ে কোনও পুজোই শেষ হয় না। কিন্তু একথা কি জানা আছে যে বিশেষ কিছু দেব-দেবীর সামনে নিয়মিত সকাল-বিকাল প্রদীপ জ্বালালে এই জীবনে যে যে সমস্যার কথা আমরা জানি বা শুনে এসেছি, তার কোনওটাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। শুধু তাই নয়, জীবন পথে চলতে চলতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠা যে কোনও বাধা সরে যেতেও সময় লাগে না। হিন্দু শাস্ত্রের উপর লেখা একাধিক বই অনুসারে বেশ কিছু দেব-দেবী আছেন, যাঁরা প্রদীপের আলো পছন্দ করেন, তাই তো তাঁদের আরাধনা করার পর যদি প্রদীপ জ্বালানো হয়, তাহলে দারুণ সব উপকার মেলে।

১. প্রতিদিন সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালালে সূর্যদেব এতটাই প্রসন্ন হন যে ছোট-বড় কোনও রোগই ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। রবিবার হল সূর্যদেবের দিন। তাই এদিন সকাল সকাল উঠে স্নান সেরে যদি সূর্যদেবকে জল দান করে পূজা করতে পারেন, তাহলে আরও অনেক উপকার মেলে।

২. একথা তো সবাই জানেন যে প্রতি সোমবার দেবাদিদেবকে দুধ দিয়ে স্নান করালে মনের মতো জীবনসঙ্গী পাওয়া যায় তেমনি প্রতিদিন রাধা-কৃষ্ণের সামনে প্রদীপ জ্বালালে মনের মতো জীবনসঙ্গীও মেলে আর সেই সঙ্গে বৈবাহিক জীবনে কোনও সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কা হ্রাস পায়। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, তা হল রাধা-কৃষ্ণের ছবির সামনে ভুলেও সকালবেলা প্রদীপ জ্বালাবেন না যেন। এক্ষেত্রে জ্বালাতে হবে সন্ধ্যাবেলায়- এমনটা করলে তবেই কিন্তু উপকার মেলে।

৩. পঞ্চমুখী হনুমানজির ছবি বা মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বালালে খারাপ স্বপ্ন আসার আশঙ্কা হ্রাস পাবে। সেই সঙ্গে মনের লুকিয়ে থাকা ভয় দূর হবে এবং বাড়ির মধ্যে খারাপ শক্তির আগমন ঘটার সম্ভাবনাও যাবে কমে। ফলে কোনও ধরনের খারাপ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আর থাকবে না।

৪. শত চেষ্টা করেও কি টাকা জমাতে পারছেন না? এদিকে প্রতিদিন যেন খরচের মাত্রা বেড়েই চলেছে? তাহলে আপনি উত্তরদিকে ধনদেবতা কুবেরের ছবি বা মূর্তি রেখে প্রতিদিন কুবেরদেবের সামনে প্রদীপ জ্বালানো শুরু করুন। দেখবেন অর্থনৈতিক সমস্যা মিটে যাবে।

৫. অল্প সময়ে কর্মক্ষেত্রে চরম উন্নতি লাভ করতে যদি চান, তাহলে বাড়ীর ঠাকুরঘরে রাখা গণেশদেবের সামনে অফিস বেরনোর আগে প্রদীপ জ্বালানো শুরু করুন। দেখবেন মনের ইচ্ছা পূরণ হতে সময় লাগবে না। প্রসঙ্গত, গণেশদের হলেন সমৃদ্ধির দেবতা।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তাই তো প্রতিদিন গণেশের সামনে প্রদীপ জ্বালালে দেবতা বেজায় প্রসন্ন হন। ফলে পরিবারে সুখ এবং সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগতে সময় লাগে না।

৬ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং হনুমানজি একসঙ্গে রয়েছেন এমন ছবির সামনে প্রতিদিন প্রদীপ জ্বালালে বাড়ীর মধ্যে উপস্থিত খারাপ শক্তি দূরে পালায়। ফলে পরিবারের মধ্যে কোনও কলহ বা বিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কা যেমন হ্রাস পায়, তেমনি ভাইয়ে ভাইয়ে হওয়া বিবাদ বা ঝগড়া মিটে যেতেও সময় লাগে না।

৭ প্রসঙ্গত, দেব-দেবীদের সামনে প্রদীপ জ্বালানোর সময় কতকগুলি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। কারণ এই নিয়মগুলি না মানলে কিন্তু কোনও সুফলই পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে যে যে বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে, সেগুলি হল-

৯. প্রদীপ জ্বালানোর সময় কম করে দুটো এবং সর্বোচ্চ তিনটি সলতে জ্বালানো উচিত। কারণ এমনটা করলে দুর্গা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দেবীর আশীর্বাদ লাভ করা সম্ভব হয়।

১০. খেয়াল করে দেখবেন অনেকেই প্রদীপ জ্বালানোর সময় হাতে লাগা তেল হয় পরে থাকা জামায় মুছে ফেলেন, নয়তো চুলে লাগিয়ে নেন। কিন্তু এমনটা করা একেবারেই উচিত নয়। কারণ এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে দিনের পর দিন এমনটা করলে মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। তাই যদি এমন ঘটনা এড়িয়ে চলতে চান, তাহলে ঠাকুরঘরে হাত মোছার একটা পরিচ্ছন্ন কাপড় রাখতে ভুলবেন না যেন।

১১. প্রদীপ জ্বালানোর সময় হয় তিল তেল, সরষের তেল অথবা ঘি ব্যবহার করা উচিত। কারণ এমনটা করলে পরিবারে সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগে। সেই সঙ্গে বাড়ীতে সুখ-শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কাও হ্রাস পায়।

১২. প্রয়োজন মনে করলে 'ধনদা কবচ্' ধারণ করুন।

শাঁই বাবলা ও বিভিন্ন উপায়

আমার ছাদের বাগানে শমী বৃক্ষ বা শাঁই বাবলা গাছ আছে। এর বয়স হল প্রায় আঠারো বছর। শনি গ্রহের প্রতিকারে এই বৃক্ষের মূল ধারণীয়। ভগবান শিবের শমীপত্র ও শমীফুল অত্যন্ত প্রিয়।

আপনার বাস্তুতে এমনই একটি শমীগাছ রাখুন। এই গাছটি আপনার বাস্তুতে অবশ্যই ধনাত্মক শক্তি বৃদ্ধি করবে। ফলে আপনি বিভিন্ন সমস্যা থেকে, বিশেষভাবে শনি-দোষ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। এই গাছটি বাড়িতে এনে, নিজের মঙ্গল কামনা করতে করতে ঈশান কোণে, সুন্দরভাবে যত্ন করে, জৈবসার দিয়ে পুঁতে দিন। প্রতিদিন জলসেচন করুন ও যত্ন নেবেন। এর পর প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই গাছের কাছে সরিষার তেল দিয়ে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন। উপকৃত হবেন, সন্দেহ নেই। বৃহৎ আকারে গ্রহদোষের প্রতিকারের জন্য নির্দিষ্ট গ্রহের পুজো করতে হয়, সাথে সাথে সেই গ্রহের ইষ্টদেবতা, অধিদেবতা এবং প্রত্যাধিদেবতার পুজো করতে হবে। প্রত্যেক গ্রহের জন্য নির্দিষ্ট নৈবেদ্য আছে এবং যজ্ঞের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জন্য নির্দিষ্ট সমিধ আছে। শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে করতে হলে এগুলি সঠিক হওয়া উচিত। গ্রহবিষয়ক অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত জ্যোতিষ ব্যক্তির সাহায্যে এই কাজ করিয়ে নেবেন। সংক্ষিপ্তভাবে এখানে বিভিন্ন গ্রহদোষের প্রতিকারে যজ্ঞের সমিধ, নৈবেদ্য ও ভোজনদ্রব্য লিখে দিলাম।

গ্রহ	সমিধ	নৈবেদ্য	ভোজন
রবি	আকন্দ	গুড় মিশ্রিত অন্ন	ব্রাহ্মণ
চন্দ্র	পলাশ	ঘৃতযুক্ত পায়স	কাপালিক
মঙ্গল	খদির	হবিষ্যান্ন	ভিক্ষুক
বুধ	অপমার্গ	দুগ্ধান্ন	বালক
বৃহঃ	অশ্বত্থ	দধিযুক্ত অন্ন	গ্রহবিপ্র
শুক্র	যজ্ঞডুমুর	ঘৃতযুক্ত অন্ন	শৈবসাধক
শনি	শমী	তিলের পিঠে	পাগল
রাহু	দুর্ব্বা	কাঁচা ছাগ মাংস	চন্ডাল
কেতু	কুশ	পায়েস	চন্ডাল

◆ প্রয়োজন মনে করলে ‘গ্রহ কবচ্’ ধারণ করুন।

বাস্তুশাস্ত্রে কর্পূরের গুরুত্ব

পুজোর সামগ্রী হিসাবে কর্পুরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পুজোয় কর্পুর দিয়ে আরতি করা হয়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কর্পূরের সুগন্ধে দেবতা প্রসন্ন হন। তবে শুধু পুজার্চনাই নয়, বাস্তুদোষ দুর করতেও কর্পুরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী কর্পুরের বয়বহারে বাড়িতে ইতিবাচক শক্তির আগমন ঘটে এবং আর্থিক সংকট দূর হয়। বাস্তুশাস্ত্রে বর্ণিত কপূরের উপায়গুলি হল-

১. ঝগড়ার অবসান— পরিবারে ঝগড়া, বিবাদ লেগেই থাকলে বাড়ির কোণে কপূরের একটি বল রেখে দিন। এর প্রভাবে বাড়ির বাস্তুদোষ দূর হবে এবং ইতিবাচক পরিবেশ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বজায় থাকবে।

২. বিবাহে বাধা দূর করতে— বাস্তু অনুযায়ী বিবাহে বাধা এলে, তা দূর করার জন্য কপূর ব্যবহার করা যেতে পারে। এর জন্য ৬টি কর্পূরের টুকরো ও ৩৬টি লবঙ্গ নিন। এতে হলুদ ও চাল মিশিয়ে দেবী দুর্গাকে এর আহুতি দিন। মনে করা হয়, এর ফলে শীঘ্র বিবাহ সম্ভব হয়।

৩. রোগ মুক্তির জন্য— বাস্তু অনুযায়ী পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ থাকলে সন্ধেবেলা কপূর জ্বালানো উচিত। এর প্রভাবে বাড়ির নেতিবাচক শক্তি দূর হয় এবং রোগ নষ্ট হয়।

৪. গ্রহ শান্তির জন্য— বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী গ্রহ শান্তির জন্যও কপূর ব্যবহার করা যায়। সকাল ও সন্ধে ঘিয়ে ভিজানো কপূর জ্বালালে গ্রহদোষ দূর হয়।

৫. আর্থিক স্থায়িত্বের জন্য ঘরে টাকা— পয়সার স্থায়িত্ব না থাকলে বা আর্থিক লোকসান হলে সূর্যাস্তের পর কপূরের প্রদীপ জ্বালিয়ে পুরো ঘরে দেখান। এর পর লক্ষ্মীর পুজো করুন। এছাড়া ঘরের প্রতিটি কক্ষে রুপো বা পিতলের বাটিতে দুটি কপূর ও লবঙ্গ জ্বালান। এর প্রভাবে বাড়িতে উপস্থিত নেতিবাচক শক্তি দূর হবে এবং আর্থিক স্থায়িত্ব দেখা দেবে।

৬. দাম্পত্য জীবনে মনোমালিন্য দূর করতে— জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মনোমালিন্য চলতে থাকলে শয়নকক্ষে কপূর রেখে ঘুমান। এর প্রভাবে দাম্পত্য সম্পর্কে মাধুর্য আসবে।

৭. পিতৃদোষ বা কালসর্প দোষ নিবারণের জন্য— কোনও জাতকের কোষ্ঠীতে পিতৃদোষ বা কাল সর্পদোষ থাকলে প্রতিদিন রাতে ঘিয়ে কপূর ভিজিয়ে জ্বালানো উচিত। এর প্রভাবে রাহু ও কেতুর প্রভাব দূর হয় এবং এই দুই দোষ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৮. পরিশ্রম সত্ত্বেও অর্থ উপার্জন করতে না পারলে— বহু পরিশ্রম সত্ত্বেও অর্থ উপার্জন করতে না পারলে লাল গোলাপের সঙ্গে একটি কপূরের টুকরো জ্বালিয়ে দেবী দুর্গার আরতি করুন। এর প্রভাবে সাফল্য ও ধন লাভ সম্ভব হবে।

জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম্ পাঠের টোটকা

আপনি শিবভক্ত? আপনি কি রোজ ভগবান শিবের পুজো করেন ও মন্ত্র জপ করেন? তবে জেনে নিন, এই পুজোর সাথে সাথে অতি সাধারণ একটি স্তোত্র পাঠের সাহায্যে সহজেই ভোলানাথের মন জয় করা যায়। এই উপাসনাটি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন সম্ভব না হলে এর স্তোত্র দ্বারা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের পুজোর ফল এক সঙ্গে লাভ করা যায়। এই স্তুতি শিবকে অত্যন্ত প্রসন্ন করে তোলে ও পুজোর ফলাফল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। শিব অভিষেক করার সময় দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্র পাঠ করা উচিত এর ফলে মন শান্ত হয় ও ভগবান শিব প্রসন্ন হন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

স্তোত্রম্ পাঠ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গকে শৈব প্রথায় শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে। সমস্ত জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন করলে ব্যক্তির সমস্ত কষ্ট সমাপ্ত হয়ে যায়। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন করা সম্ভব না হলেও নিয়মিত পুজো করলে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের সমান ফল লাভ করা যায়। এমন একটি স্তুতি আছে, যা পাঠ করে জাতক দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের পুজো সম্পন্ন করতে পারেন।

সংক্ষিপ্ত জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্র

সৌরাষ্ট্র সোমনাথং চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোংকারং মমলেশ্বরম্।।
পরল্যা বৈজনাথং চ ডাকিয়ান্যাং ভীমশঙ্করম্।
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে।।
বারণ্যস্যাং তু বিশ্বেশং এম্বকম্ গৌতমী তটে।
হিমালয়ে তু কেদারং ঘৃষ্ণেশং চ শিবালয়ে।।
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্মরেণ বিনশ্যতি।।

সকালে স্নানের পর শুদ্ধ মনে ভগবান শিবের জলাভিষেক পুজো করে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্র পাঠ করুন। ধুতুরা, বেলপাতা, আকন্দ, শমী, ভাট ইত্যাদি অর্পণ করা উচিত। ভগবান শিবের পুজোয় ঘি-এর প্রদীপ জ্বালান।

◆ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রপাঠের শুভ ফল।

১. এই স্তোত্র ব্যক্তির মন শান্ত করে ও সমস্ত নেতিবাচক শক্তি থেকে মুক্ত করে।
২. ভগবান শিব প্রসন্ন হন ও আমাদের সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত করেন।
৩. দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়। জাতক রোগ থেকে মুক্তি পায়।
৪. ভগবান শিব মৃত্যু ও জীবনচক্রে মোক্ষপ্রদান করে থাকেন। প্রতিদিন দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্র পাঠের ফলে মোক্ষলাভ সম্ভব।
৫. যাঁরা বিভিন্ন ঋণে জর্জরিত তারা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্র পাঠ করলে সুফল পেতে পারেন।
৬. পুরানো কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রপাঠ ও মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করলে সুস্বাস্থ্যের আশীর্বাদ লাভ করা যায়।
৭. দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের স্তোত্র পাঠ শত্রুতা থেকে মুক্তি দেয়।
৮. এই স্তোত্রের মাধ্যমে ভগবতী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ ও সৌভাগ্য লাভ করা যায়।
৯. দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্র দ্বারা জীবনে ধনধান্যের সুখ ভোগ করা যায়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

১০. এই স্তোত্রপাঠ করলে মহাদেব সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ করেন।
১১. প্রয়োজন মনে করলে 'শিব কবচ্' ধারণ করুন।

আপনার ব্যবহারে গ্রহ প্রতিকারের উপায়

শুধু রত্নধারণেই গ্রহের প্রতিকার হয় না, আপনার অভ্যাস বদলান, গ্রহের প্রতিকার হবে।

১. আপনার মন্দির বা ঠাকুরঘর প্রতিদিন পরিষ্কার করুন ও রাখুন-বৃহস্পতি গ্রহের উন্নতি হবে।
২. নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন ঘুমাতে যান-চন্দ্রগ্রহের প্রতিকার হবে।
৩. খাওয়ার পরে আপনার এঁটো বাসনগুলি বাসনমাজার স্থানেই রাখুন-চন্দ্র ও শনিগ্রহের প্রতিকার হবে।
৪. বাড়িতে অতিথি এলেই তাকে একগ্লাস জলপান করতে দিন-রাহু-কেতুগ্রহের উন্নতি হবে।
৫. আপনার বাড়ির রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন-মঙ্গলগ্রহের উন্নতি হবে।
৬. বাড়ির গাছে নিয়মিত জলদান করুন-বুধ, শুক্র, চন্দ্র ও রবি গ্রহের উন্নতি হবে।
৭. আলমারিতে জামাকাপড় গুছিয়ে সযত্নে রাখুন-শনিগ্রহ শান্ত হবে।

রসুন দিয়ে আর্থিক উন্নতি

হাজার চেষ্টা করেও লেগে থাকে আর্থিক অনটন। অর্থ উপার্জনের জন্য হাজার চেষ্টা করলেও তা সব সময় সফল হয় না। অধিক পরিশ্রম সত্ত্বেও আয় হয় কম। আবার অনেকের ক্ষেত্রে আর্থিক অনটন পিছু ছাড়ে না। কারণ ছাড়া ব্যয়, আর্থিক ক্ষতি, পাওনা টাকা আদায়ে সমস্যা দেখা দিতে থাকে। এই সকল সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হাতিয়ার করুন রসুন। জ্যোতিষশাস্ত্রে রসুনের উল্লেখ আছে। রসুন দিয়ে পালন করতে পারেন একাধিক টোটকা। এই জ্যোতিষ টোটকা মেনে সকল সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এই টোটকা বেশ উপকারী। রসুন দিয়ে এই টোটকা পালন করলে সব কাজে সফল হবেন। অর্থসংকট দূর করতে মেনে চলুন রসুনের জ্যোতিষ টোটকা, জেনে নিন কী করবেন-

১. পাওনা টাকা আদায় না হলে মেনে চলতে পারেন রসুনের টোটকা। এক্ষেত্রে, একটি রসুনের কোয়া পার্সে রেখে দিন। এতে অর্থলাভ হবে। এই টোটকা মেনে চললে সহজে উপকার পাবেন। এই টোটকায় সহজে টাকা আসবে।
২. রাতে ঘুমানোর সময় বালিশের নীচে রসুনের কোয়া রাখতে পারেন। ঘুমানোর সময় রসুনের টোটকা রাখলে রাতে খারাপ স্বপ্ন আসবে না। এই জ্যোতিষ টোটকায় বেশ উপকার পাবেন। রসুনের এই টোটকা বেশ উপকারী। ঘুমে ব্যাঘাত না হলে শরীরও সুস্থ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

থাকবে।

৩. ব্যবসাক্ষেত্রে আর্থিক টানাপোড়েন লেগে থাকলে রসুনের টোটকা মেনে চলতে পারেন। একটি লাল কাপড়ের টুকরো করে কয়েকটা রসুন বেঁধে নিন। তা রেখে দিন টাকার বাক্সে। এতে আর্থিক অনটন জটিলতা থেকে মুক্তি পাবেন। মেনে চলুন এই টোটকা।

৪. বাড়ি কিংবা ব্যবসাক্ষেত্রে কারও কুনজর এড়াতে চাইলে পালন করতে পারেন জ্যোতিষ টোটকা। কারও কুনজর লেগে ব্যবসায় লোকসান হয়ে থাকে। ৫টা থেকে ৭টা রসুন এক সঙ্গে নিয়ে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিন। এবার তা বাড়ির প্রবেশদ্বারে টাঙিয়ে রেখে দিন। এতে সকল আর্থিক জটিলতা কেটে যাবে।

৫. ব্যবসায় সকল জটিলতা দূর করতে মেনে চলুন আরও এক বিশেষ টোটকা। একটি সাদা কাপড়ে রসুন বেঁধে ব্যবসার জায়গায় রেখে দিন। এতে ব্যবসায় উন্নতি হবে।

বুধবার ও সঙ্কটমোচন গণপতির পুজো

বুধবার মানেই ভগবান গণেশের দিন, এদিন গণেশজির পুজো করার জন্য উত্তম বলে মনে করা হয়। ধার্মিক বিশ্বাস অনুসারে, এইদিন গণেশজির জন্ম হয়েছিল। কথিত আছে যে মা পার্বতী যেদিন গণেশকে নিজে হাতে তৈরি করেছিলেন সেইদিনটি বুধবার ছিল। এইদিক থেকেও বুধবার গণেশজির পুজোর জন্য বিশেষ। ধার্মিক গ্রন্থে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, বুধবার কিছু বিশেষ উপায় করলে জীবনে আসা সব সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। এর সঙ্গে স্বাস্থ্যের সমস্যার সমাধান, আর্থিক উন্নতি ও সব ধরনের দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তিও পাবেন।

১. আর্থিক উন্নতির জন্য বুধবারের দিনটি কিন্তু বিশেষ। আর্থিক উন্নতি পাওয়ার জন্য বুধবার কোনও যোগ্য পুরোহিত বা অভাবী কাউকে সবুজ মুগডাল দান করুন। তবে এই দান যেন রাহুকালের সময় না করা হয়। এর পাশাপাশি সোয়া কিলো সবুজ মুগডাল ভিজিয়ে তা ফুলে উঠলে এর মধ্যে ঘি-চিনি মিশিয়ে তা সকাল বা সন্ধ্যার সময় গোরুকে খাওয়ালে আর্থিক দিকের উন্নতি হয়।

২. ভালো স্বাস্থ্য পাওয়ার জন্য বুধবার কিন্নরদের পোশাক দান করুন। দানের জন্য ব্যবহৃত কাপড়ের রং সবুজ হতে হবে। এছাড়া অঙ্কুরিত সবুজ মুগও দান করতে হবে।

৩. ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে, ৩১টি দূর্বার গাঁট তৈরি করুন এবং বুধবার গণপতিকে অর্পণ করুন। বুধবার ছাড়াও প্রতিদিন এটি করলে অচিরেই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

৪. আপনি যদি কোনও বিশেষ কাজে সাফল্য পেতে চান তবে বুধবার নিয়ম-শৃঙ্খলা ও দূর্বা সহকারে গণেশজির পুজো করুন। এছাড়াও, পুজোর সময় অথর্বশীর্ষ (গণপতি অথর্বশীর্ষ) স্তোত্র পাঠ করুন। গণপতি অথর্বশীর্ষ স্তোত্রকে অথর্ববেদের প্রধান উৎস বলে মনে করা হয়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

৫. বুধবার দিন গণেশের বিশেষ আশীর্বাদ পাওয়ার বিশেষ দিন বলা হয়। এইদিন সকালে গোরুকে সবুজ ঘাস খাওয়ান। এতে করে বুধ দোষের অশুভ প্রভাব কমে যায়। সেই সঙ্গে ব্যক্তির মেধা ঠিক থাকে।

৬. প্রসঙ্গত, কথা বলার ক্ষেত্রে সমস্যা যাঁদের রয়েছে তাঁরা বুধবার সোনার গয়না পরতে পারেন। এছাড়াও সপ্তাহের কোন্ বার সোনার গয়না পরার সঠিক দিন? এই প্রশ্ন যাঁদের মনে রয়েছে, তাঁদের পরামর্শ সহকারে জ্যোতিষবিদরা বলেছেন, বুধবারে সোনার গয়না পরার সঠিক দিন। এমন দিনে যদি সোনার কিছু হাতের কাছে নাও থাকে, তাহলে তামার কিছু পরে নিতে পারা যায়।

৭. আপনি যদি বুধবার গণেশের পুজো করছেন, তবে অবশ্যই, আপনার পুজোতে তিল দিতে হবে, কারণ বলা হয় বুধবার তিলের নাড়ু দেওয়া, তিলকূট খাওয়া এবং তিল দান করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার জীবনে যদি কোনও ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে বা জীবনের ঝামেলা আপনাকে ছাড়ার নাম নিচ্ছে না, তবে এক্ষেত্রে আপনি তিল এবং গুড়ের লাড্ডু তৈরি করুন এবং বুধবার সেই লাড্ডুকে প্রসাদ হিসাবে দিয়ে গণেশের উপাসনা করুন। পুজোর পর সেই প্রসাদ পরিবারের প্রত্যেককে প্রসাদ হিসাবে বিতরণ করুন, এতে শীঘ্রই ভগবান গণেশের কৃপাতে আপনার জীবনের ঝামেলা দূর করবে।

৮. প্রয়োজন মনে করলে 'সঙ্কটমোচন শ্রীগণেশ কবচ্' ধারণ করুন।

গণেশ চতুর্থীর দিন পালনীয় কিছু উপায়

ভগবান শ্রীগণেশের অপর নাম সিদ্ধিদাতা বা বিঘ্নহর্তা। আবার তিনি বুদ্ধির দেবতা, তাঁর পুজো করলে বুদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে সারা দেশে গণপতি উৎসব পালিত হয়। গণেশ চতুর্থীর দিন যারা নিজের বাড়িতে নিয়ম-নীতি মেনে গণেশ পুজো করেন, তাদের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়। কিছু প্রার্থনা করলে গণেশ প্রসন্ন হয়ে তা পূরণ করেন। কোনও কারণে দুশ্চিন্তিত থাকেন ও শান্তি লাভ করতে না পারেন, তাহলে ভগবান গণেশের পুজো করে 'গং গণপতয়ে নমঃ'-এই গণেশ মন্ত্র পাঠ করা উচিত। এই মন্ত্রজপ শান্তি প্রদান করে ও বাধামুক্তি ঘটায়।

গণেশ চতুর্থীর দিন গণেশ যন্ত্র স্থাপিত করলে শুভ ফল পাওয়া যায়। এই যন্ত্র বাড়িতে স্থাপন করলে ধনাত্মক শক্তির সঞ্চার হয়। কোনও অশুভ শক্তিও বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে না। গণেশ চতুর্থীর দিন হাতিকে সবুজ ঘাস খাওয়ানো উচিত। এতে ভগবান গণেশ আপনার ওপর ক্রমাগত আসতে থাকা সমস্যা দূর করেন ও সমস্ত সংকট থেকে রক্ষা করেন। মন্দিরে গিয়ে গণপতি দর্শন ও প্রার্থনা করা উচিত।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

টোটকা

১. আর্থিক সমস্যা দূর করার জন্য ভগবান গণেশকে লাড্ডু এবং শুদ্ধ ঘি ও গুড়ের ভোগ দেওয়া উচিত। ভোগের গুড় ও ঘি গোরুকে খাইয়ে দিন। এর ফলে আর্থিক সমস্যা দূর হতে শুরু করবে ও অর্থ সঞ্চয় সম্ভব হবে।

২. ব্যবসা বা চাকরিতে উন্নতির জন্য গণেশ চতুর্থীর দিনে ভগবান গণেশের হলুদ রঙের মূর্তি নিজের বাড়িতে নিয়ে আসুন। তাঁর পুজো করে গোটা হলুদ অর্পণ করুন। অর্পণ করার সময়ে ১০৮ বার 'শ্রীগজবক্ত্রম নমঃ' মন্ত্রের জপ করুন। ১০৮টি দুর্বার গাঁটে কাঁচা হলুদ বাটা ও রক্তচন্দন লাগিয়ে ভগবান গণেশকে অর্পণ করুন। এই রীতি পালন করলে ব্যবসা ও চাকরিতে উন্নতির পথ প্রশস্তহয়।

৩. বিবাহে বাধা এলে বা বিবাহের জন্য কোনও সুযোগ্য পাত্র বা পাত্রী না পেলে, ভগবান গণেশের পূজা করে ২১টি গুড়ের টুকরো ও ২১টি দূর্বা ভগবান গণেশকে অর্পণ করা উচিত। এর ফলে বিয়ের পথে আগত বাধা দূর হয় ও শীঘ্র বিয়ের যোগাযোগ সৃষ্টি হয়।

দেবী লক্ষ্মীর অনুগ্রহ পাওয়ার কর্ম

তন্ত্রমতে রবিবার, মঙ্গলবার ও প্রতি বৃহস্পতি এবং শনিবার, এই চার দিন মুসুরিডাল, পুঁইশাক, লাল শাক, পেঁয়াজ রসুন, আখের গুড়, মাছ-মাংস-ডিম, পান খাওয়া অনুচিত; সৌভাগ্যলক্ষ্মী এতে রুষ্ট হন। লক্ষ্মীকে প্রসন্ন রাখতে তন্ত্রমতে বিভিন্ন উপায়ের কথা বলা হয়েছে। দেবী লক্ষ্মীর পুজোয় যদি দেবীর পছন্দের দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তাহলে তিনি সহজেই প্রসন্ন হন-

১. নারকেল লক্ষ্মীদেবীর বিশেষ পছন্দ। পুজোয় যদি এক চোখ বিশিষ্ট নারকেল রাখা যায়, তাহলে শ্রেষ্ঠ ফল দেয়।
২. কথিত আছে, লক্ষ্মী সমুদ্ররাজের কন্যা। শঙ্খের ধ্বনি তাঁর অতি প্রিয়।
৩. কমল গাট্টার মালাও লক্ষ্মীর প্রিয় বস্তু।
৪. শ্রীযন্ত্র ছাড়া লক্ষ্মীর পুজো অসম্পূর্ণ মনে করা হয়। তাই পুজোর সময় শ্রীযন্ত্র রাখা আবশ্যক।
৫. বাড়িতে যদি লক্ষ্মী-গণেশের রুপোর মূর্তি রেখে, রোজ পুজো করা হয়, তাহলে বাড়িতে কখনও দারিদ্র্যের বাস হয় না।
৬. কড়ি সমুদ্র থেকে পাওয়া যায়, যেখানে লক্ষ্মীর জন্ম হয়েছিল। মনে করা হয়, পুজোর জায়গায় কড়ি রাখলে বাড়িতে লক্ষ্মীর আগমন হয়।
৭. মনে করা হয়, বাড়িতে ধনকুবের মূর্তি রাখলে লক্ষ্মী প্রসন্ন হন।
৮. কুবেরকে সমগ্র সংসারের ধনের রক্ষক মনে করা হয়। বাড়িতে পরিষ্কার জায়গায় তাঁর মূর্তি রাখা উচিত।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

৯. প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাড়ির মুল প্রবেশ পথ জল দিয়ে ধুয়ে দিলে বাড়িতে লক্ষ্মীর আগমন হয়।

১০. প্রয়োজন মনে করলে 'সৌভাগ্য লক্ষ্মী কবচ্' ধারণ করুন।

বিয়েতে বাস্তু দোষমুক্তির টোটকা

এক ভদ্রলোকের একমাত্র উচ্চশিক্ষিত ছেলের বিবাহে বাধা আসছে। এদিকে নদিয়ার শান্তিপুরে বাড়ির ঐ ভদ্রলোক অধুনা পুনেতে থাকেন। ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে ছেলের বিবাহ সম্পর্কে সমাধানের ব্যাপারে আমার সাথে যোগাযোগ করেন। আমি তার বাস্তু সম্পর্কে যা পরামর্শ দিয়েছিলাম তাই এখানে পোস্ট করলাম।

১. বাস্তুশাস্ত্রে বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বলা হয়, এই কোণে কোনও সমস্যা থাকলে ঐ বাড়ির ছেলে-মেয়ে উভয়েরই বিয়েতে নানা রকম বাধা আসে।
২. বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যদি কোনও জলাধার বা কুয়ো থাকে তাহলে সেই বাড়ির সন্তানদের অনেক সময় বিয়েতে বাধা আসে। বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঢালু দেওয়াল বা কার্নিশ থাকলে এই ধরনের দেওয়াল বিয়েতে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
৩. অবিবাহিত ছেলে-মেয়ে উভয়েরই শোওয়ার ঘর কখন ওই বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে হওয়া উচিত নয়। তাহলে সেই ছেলে-মেয়ে উভয়েরই বিয়েতে বাধা আসে।
৪. যথাযথ সময়ে বিয়ে হওয়ার জন্য ছেলে-মেয়ে উভয়েরই শোওয়ার ঘর, বাঞ্ছ মতে, উত্তর-পশ্চিম দিকে হওয়া উচিত। যদি সেটা একান্তই সম্ভব না হয় তাহলে পশ্চিমদিকের কোনও ঘরে ছেলে-মেয়ে উভয়েরই শোওয়া উচিত।
৫. ছেলে-মেয়ে উভয়েরই শোওয়ার ঘরের দেওয়াল বা বিছানার চাদর হালকা রঙের হওয়া উচিত, শোওয়ার ঘরে কখনও কালো কিংবা গাঢ় নীল রং ব্যবহার করা উচিত নয়।

পিতৃদোষ কি ও পিতৃদোষের সঙ্কেত ও সমাধান

বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে বলা হয় যে পিতৃপুরুষের অশুভ কর্মের জন্য যে দোয় সন্তান-সন্ততিকে ভোগ করতে হয় তাই হল পিতৃদোষ। ঠিক যেমন জিনঘটিত রোগ পিতা থেকে পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, একেই বলে পিতৃদোষ। এর প্রতিকার করার আশু দরকার। কোনও কোনও অভিজ্ঞ লোক মনে করেন যে, জাতচক্রে যদি কোনো পিতৃদোষ থাকে তার অর্থ যে জাতক বা অন্য কেউ পূর্বপুরুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন (মৃত লোকের দ্বারা)। কিন্তু আমি মনে করি এটা ঠিক নয়। আমার পরীক্ষা অনুসারে দেখেছি যে, আমার পূর্বপুরুষেরা আমার কোনো ক্ষতি করেননি।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এবার বলি পিতৃদোষের ফল কী হতে পারে। যদি কারও পিতৃদোষ থাকে (জন্মচক্রে) তাহলে তাকে তার ফল ভোগ করতে হয়। পুত্রের ব্যাপারে যদি কোনো জাতকের জন্মছকে পিতৃদোষ থাকে তাহলে তাকে পুত্র বা পুত্রশোক ভোগ করতে হয়। পিতা-মাতার ও অনেক সমস্যা হয় পুত্রের অশুভ কর্মের জন্য এমনকি জাতককে অর্থকরী সমস্যাও ভোগ করতে হয়। কঠিন পরিশ্রম সত্ত্বেও স্বল্প আয় হয় এবং সংসারেও অনেক সমস্যা আসে যে কখনও গুরুজনদের কোনো সম্মান দেয় না এবং এইসব কারণে স্ত্রীর সাথে কোনো সুসম্পর্ক থাকে না। এটা আরো প্রকট হয় যদি এর সাথে কোনো কালসর্প বা মাঙ্গলিক দোষ যুক্ত হয়। সেক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদও হতে পারে।

কী করে জানবেন যে কারও জন্মছকে পিতৃদোষ আছে? যদি কোনো জাতকের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমস্যাগুলি দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে, সেক্ষেত্রে কোনো অভিজ্ঞ জ্যোতিষীর পরামর্শ নেওয়া দরকার। প্রথমে জন্মছকে রবির শুভাশুভ দেখতে হয়। যদি এক্ষেত্রে রবি গ্রহ রাহু বা শনিদ্বারা পাপদৃষ্ট হয় তবে বুঝতে হবে পিতৃদোষ আছে। মতান্তরে শুক্রগ্রহকেও দেখতে হয়। যেহেতু রবি জন্মছকে পিতৃকারক গ্রহ এবং সেইসঙ্গে বৃহস্পতির শুভাশুভ দেখতে হবে। যেহেতু রবি পিতৃকারক ও বৃহস্পতি শিক্ষাকারক গ্রহ। যদি বৃহস্পতি গ্রহ রাহু ও শনিদ্বারা পাপদৃষ্ট বা পাপযুক্ত হয় তবে জাতক আজেবাজে চিন্তা করবে। সে গুরু বা শিক্ষককে কোনো সম্মান দেবে না। এছাড়া ছকের ১ম ভাব ও ৫ম ভাব দেখতে হবে। কারণ এই ভাব থেকেও রাহু ও শনির দোষ থাকলে পিতৃদোষ হবে।

পিতৃদোষ থেকে মুক্তির উপায় হল, প্রথমে জাতককে জীবনে ভালো কাজ করতে হবে। এইসব শুভ কাজ করলে অশুভ ফল কমে যাবে। যদি দৈনন্দিন শুভ কাজ করেন তাহলে পিতৃদোষের অশুভ ফলটা হ্রাস পাবে। এতে তাদের আত্মা শান্তি লাভ করবে এবং এর জন্য জাতকের সন্তানেরা অনুপ্রাণিত হয়ে ভালো কাজ করবে। ফলে পরজন্মে আর কোনো পিতৃদোষ থাকবে না। রবি ও বৃহস্পতি গ্রহের বলবৃদ্ধি করে শক্তিশালী করতে হবে। গুরুজনের সেবা করতে হবে এবং তাদের আশীর্বাদ নিতে হবে। এর জন্য অভিজ্ঞ জ্যোতিষীর পরামর্শ নিতে হয়। এছাড়া শাস্ত্রীয় মতে নিত্য তর্পণ, পূজা-পাঠ, পিণ্ডদান, হোমযজ্ঞ করে পিতৃদোষের খণ্ডন করতে হবে।

পিতৃদোষ আছে কী নেই তার সঙ্কেত কি বাবে পাবেন?

১. বাড়ির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে নিত্য ঝগড়াঝাটি ও অশান্তি করে।
২. যে-কোনও কাজ-কর্মে সব কিছু ঠিক হওয়া সত্যেও সঠিক ফল না পাওয়া।
৩. গৃহকর্তার পিতৃদোষ থাকলে বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এলে তারা কখনওই সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি থেকে বিদায় নেন না।
৪. সন্তান দেরীতে জন্ম নেয় ও সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকে না।
৫. বাড়িতে যে-কোনও বৃক্ষরোপণ করলে শুকিয়ে যায় ও বৃক্ষের বিকাশ ভালো হয় না।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

৬. গৃহকর্তার বা গৃহকর্ত্রীর বারংবার ও জটিল অসুস্থতা দেখা যায়।
৭. কোনো সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও পরিবারে সন্তানদের বিবাহে বাধা ও তাদের দাম্পত্য জীবন অসুখী হওয়া।
৮. পরিবার ধীরে ধীরে পৃথক হয়ে ছোট ছোট ভাগ হয়ে যাওয়া।
৯. যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি না পাওয়া ও বা চাকরিতে উন্নতি না হওয়া।
১০. বাড়িতে অসময়ে কারও মৃত্যু হওয়া বা বাড়িতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা হওয়া।

মন্ত্রের সাহায্যে আপনি নিজেই যদি পিতৃদোষ খণ্ডন করতে চান তো প্রথমেই স্বামী-স্ত্রী একসাথে গুরুদীক্ষা নিয়ে নিন। শ্রীগুরুদেবের ঘট বা ছবি স্থাপনা করে নিয়ম মেনে শ্রীগুরুর পুজো করুন। তারপর দীর্ঘ দিন হলুদের মালাতে 'ওঁম্ গ্রাং গ্রীং গ্রৌং সঃ গুরবে নমঃ' মন্ত্রটি জপ করলে পিতৃদোষ অনেকটাই নিবারিত হয়। এই পুজোর সময় তর্পণ করুন। এছাড়া প্রতি অমাবস্যায় সম্পূর্ণ ও প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত তর্পণ করুন, উপকার পাবেন। এর সাথে সাথে আপনার জীবনকে ও পরিবারকে সুখী রাখতে যোগ্যতাসম্পন্ন জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করুন।

মনস্থির রাখার টোটকা

করোনা মহামারিতে প্রচুর মানুষ কর্মহীন হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে চিন্তান্বিত। আবার অনেকে দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি বসে অফিসের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে একদিকে যেমন অফিসের কাজ তাদের সামলাতে হচ্ছে, তেমন ঘরে থাকায় তাদের উপর। একসঙ্গে ঘর ও অফিসের বাড়ির মানসিক চাপে জেরবার হচ্ছেন তারা। ফলে বাড়ছে খিটখিটে মেজাজ। এই পরিস্থিতি সামলাতে, আমি পৃথ্বীশ, কয়েকটি সহজ টোটকা বলছি, শুনুন-

১. প্রথমত, মন শান্ত করতে ও লক্ষ্য স্থির রাখতে সোনা ও রুপোর আংটি পরতে পারেন। ডান হাতের তর্জনিতে রুপোর ও সোনার আংটি পরুণ অনামিকাতে। এর ফলে মন শান্ত হবে এবং মনের উপর থেকে অযথা চাপ কমবে অনেকটাই। ফলে আপনিও কাজে ভালো করে মনোনিবেশ করতে পারবেন।
২. দ্বিতীয়ত, নিজেকে চিন্তামুক্ত রাখতে এবং মনঃসংযোগ বাড়াতে কালো সুতোয় অশ্বগন্ধা গাছের শিকড় বেঁধে সেটি গলার কণ্ঠিতে পরে থাকুন। এর ফলে মানসিক চাপ ছাড়াই আপনি শান্ত মনে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি।
৩. তৃতীয়ত, লকডাউনের কারণে ব্যাপক ধাক্কা খেয়েছে দেশের অর্থনীতি। চাকর গিয়েছে বহু মানুষের। যদি আপনার মনেও সব সময় চাকরি হারানোর ভয় বাজ করে বা কর্মহীন হয়ে পড়েন, তাহলে প্রতি রবিবার কোনও দরিদ্রকে মাটির পাত্র করে সোয়া সের গোরুর দুধ দান করুন। এর সঙ্গে প্রতি বুধবার গৃহমন্দিরে সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো করুন এবং কোনও দরিদ্রকে দই দান করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

৪. চতুর্থত, ব্যাপক মানসিক চাপ সামলাতে রোজ সকালে স্নান সেরে গৃহমন্দিরে পছন্দের দেবতার পুজো করুন। তারপর চন্দনের সঙ্গে কেশর ও হলুদ মিশিয়ে কপালে ও নাভিতে তিলক পরুন। এই তিলক আপনার মনকে শান্ত ও সংহত করবে। ফলে কাজেও অনেক বেশি মনোনিবেশ করতে পারবেন আপনি।

৫. পঞ্চমত, ভগবান শিব তুষ্ট হলে জীবনের সব সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাই প্রতি সোমবার স্নান সেরে শিবলিঙ্গকে দুধ ও গঙ্গাজল দিয়ে স্নান ক্যান। এর ফলে আপনি মহাদেব ও চন্দ্রের আশীর্বাদ পাবেন এবং মন শান্ত হবে।

৬. ষষ্ঠত, ওয়ার্ক ফ্রম হোমের চাপ সামলাতে গিয়ে আপনি কি আজকাল সা কিছুতেই রেগে যাচ্ছেন? সব সময়ই মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে? তাহলে রোজ যোগাসন ও প্রাণায়াম অভ্যাস করুন। এর সঙ্গে রোজ নিয়ম করে বালগোপালের ছবি বা মূর্তির সামনে বসে-'ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং' মন্ত্র জপ করুন। এর ফলে আপনি নিজের রাগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন।

কর্মে সফলতা কিছু উপায়

কর্মে সাফল্যের মুখ দেখতে পারছেন না। প্রচেষ্টায় কোনও খামতি নেই। অথচ বাধা পেয়ে আপনি বিমুখ হয়ে বাড়ী ফিরছেন। এমনই চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। অথচ আপনি আগামীকাল বা অন্য কোনোদিন কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাবেন-যেমন কোর্ট-কাছারি, লোনের জন্য ব্যাংকে, কোনও ব্যক্তির কাছে ধার দেওয়া টাকার তাগাদায়, পরীক্ষা দিতে কিংবা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। সেক্ষেত্রে আপনি সফল হতে চাইলে নীচের অংশটুকু, ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে মেনে চলুন। আশাকরি সফল হবেন।

মাত্র একটা লেবু আর কয়েকটি লবঙ্গ পারে আপনার প্রচেষ্টাকে সাফল্যের মুখ দেখাতে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাওয়ার সময় একটা পাতিলেবুর চারদিকে চারটি লবঙ্গ গেঁথে নিন। এবার আপনার পকেটে বা ব্যাগে নিয়ে আপনার কাজে বেরিয়ে যান। কাজ শেষ হলে নিজের মাথার চারিদিকে ঘুরিয়ে ফেলে দিন। প্রতিটি কাজেই সাফল্য পাবেন। একবার পরীক্ষা করে দেখে নিন।

জীবনে সফল হওয়ার কিছু সরল উপায়

জীবনে সফল কে না হতে চায়, তবে এই সাফল্য ধরে রাখাই সবথেকে বড় কথা। আর সেজন্য পরিশ্রমের পাশাপাশি বাস্তুশাস্ত্রবিদরা বলেন কয়েকটি টোটকা মেনে চলতে। কারণ অনেকক্ষেত্রেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করা হলেও ঠিক সময়ে সাফল্য আসে না। তাই জীবনে যদি সাফল্য পেতে চান এবং সাফল্যকে ধরে রাখতে চান তাহলে, কয়েকটি বাস্তুবিষয়ক টোটকা বলছি এই টোটকাগুলি মেনে চলুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

১. আপনার মন যদি চঞ্চল হয় বা কোনও কাজে যদি মন স্থির করতে না পারেন তাহলে ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে বসে থাকুন এবং পারলে সেখানে বসেই ধ্যান বা মনোসংযোগ করুন।

২. পড়ার টেবিলটা ঘরের পূর্বদিকে রাখুন এবং পূর্বদিকে মুখ করেই সন্তানকে পড়তে বসান, ভালো ফল পাবেন।

৩. ঘরের যে-কোনও দেওয়ালে লাল রঙের ঘোড়ার ছবি লাগান, এতে অর্থের আগমন দ্রুত হবে।

৪. অনেকেরই প্রবণতা রয়েছে বাড়িতে খাটের নীচে জিনিসপত্র বোঝাই করে রেখে দিন। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্রবিদরা বলেন, এইভাবে খাটের নীচে জিনিসপত্র বোঝাই করে রাখা উচিত নয়। বরং খাটের নীচ ফাঁকা রাখলে ভবিষ্যৎ জীবন সুখকর হবে, জীবনে আসবে সাফল্য।

৫. ঘরের উত্তর-পূর্বদিকে রাখুন অ্যাকোয়ারিয়াম। এতে জীবনের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে।

৬. বাথরুম কখনওই বাড়ির সদর দরজার দিকে তৈরি করবেন না। এতে আপনার পরিবারের ওপর বিপদের আশঙ্কা বাড়বে।

৭. সংসারে উন্নতি ঘটাতে এবং সংসারের শ্রী-বৃদ্ধি করতে রান্নাঘরে গ্যাস এবং জলের কলের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখুন।

সম্মানপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া

দিনে দিনে সামাজিক অবক্ষয়ে আমাদের মূল্যবোধের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। তাই বয়স বেড়ে গেলে অনেক সময় কিছু পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যের গুরুজনদের প্রাপ্য সম্মান দেন না বা গুরুত্ব দিয়ে তাদের পরিচর্যায় অনীহা বোধ করেন। আপনার ক্ষেত্রে এম হতে পারে বা এমন হচ্ছে মনে হলে, প্রতিদিন সকালে ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে উঠুন। প্রাতঃকৃত্য করে পরিষ্কার হয়ে স্নান করার সময়-একটি তামার ঘটিতে জল, বৃদকুন, একটি লাল ফুল ও একটু আখের গুড় দিয়ে— 'ওঁম্ মিত্রায় নমঃ' মন্ত্রে সূর্যার্ঘ দিন। আশা করি আপনার সমস্যা মিটবে।

সর্বকর্মে সিদ্ধিলাভের জন্য কি করবেন

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছি-যে-কোনও কাজে গিয়েই বাধাপ্রাপ্ত হই। সেইক্ষেত্রে আমি সর্বকাজে সিদ্ধিলাভের উপায় বলছি, জেনে নিয়ে প্রয়োগ করুন, সুফল পাবেন-এক টুকরো লাল কাপড়ের মধ্যে ৫টি লবঙ্গ, সিদ্ধি, অল্প আতপ চাল, একটা ১ টাকার কয়েন রেখে একসাথে মুড়ে পোটলা তৈরি করে সদা-সর্বদা নিজের কাছে রাখুন। মনে রাখবেন। এই পোটলাকে প্রত্যেক শনি এবং মঙ্গলবার মা কালীর পায়ে ছুঁইয়ে আনতে হবে। প্রতিদিন দেবী কালীর মূর্তি বা ছবির সামনে আসনে বসে—

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কালী ত্রিপুরা তোটলা
তিনজন তোমরা মাঈ,
আমাকে আশীর্বাদ করো
যাতে কর্ম সিদ্ধি হয়।

—এই মন্ত্রটি ১০০ বার বলুন। এই উপায় করে দেখুন, আশাকরি উপকার পাবেন।

মানসিক শান্তি পাওয়ার জন্য মন্ত্রের উপায়

আপনার পরিবারে, গৃহে, অফিসে, কারখানায় শান্তি পেতে চাইলে ও নির্বিঘ্নে সকল প্রকার কর্মসম্পন্ন করতে চাইলে একদম শেষ মুহূর্তে এসে আপনার সকল পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থা দীর্ঘদিন চললেও এবং বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করেও আপনি যখন সমস্যা থেকে বের হতে পারছেন না, তখন ঐ স্থানের বাস্তুতে হয়তো কোনও দোষ আছে। একজন বাস্তু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। সাথে সাথে নিম্নলিখিত উপায় দুটি করুন।

১. একটা ছোট সাদা ও পরিষ্কার কাপড়ের টুকরায় ২০ গ্রাম ভীমসেনী কপুর, ১০টি ছোট এলাচ, ৫টি লবঙ্গ, ৯টি কালো গোলমরিচ বেঁধে নিয়ে পোঁটলাটি মুখ্য প্রবেশ পথে টাঙিয়ে দিন। এটি প্রতি সপ্তাহে বদলাবেন।

২. প্রতিদিন সকালে নিত্যকর্মের পরে ঐ পোঁটলাটির সামনে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঁচবার পাঠ করুন।

'সদা ভবানী তারিণী আছেন
আর সম্মুখে বসে গণেশ
পঞ্চদেবতা আমায় রক্ষা করেন
সাথে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ।'

অপরাজিতার মূলের কর্ম

সমাজে সুস্থ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য অন্যতম প্রয়োজন অর্থ। অর্থ থাকলে সমাজে প্রতিপত্তি বজায় থাকে। ধনের দেবী লক্ষ্মী যাঁর ওপরে সন্তুষ্ট থাকবেন, তাঁর কপাল খুলতে খুব একটা দেরি লাগে না। পরিবারে সুখ, শান্তি বজায় রাখতে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা পাওয়া অতি জরুরি। জীবনে যদি অর্থের সুখ না থাকে, তাহলে পরিবারকে সুখী রাখতে সমস্যা হতে পারে। ছোট একটা টোটকার মাধ্যমে লক্ষ্মীদেবীকে সন্তুষ্ট করতে পারলে জীবনে সুখ শান্তি থাকবে।

এই টোটকাটি করতে লাগবে অপরাজিতা ফুলের গাছের একটি অংশ। অপরাজিতা ফুলের সঙ্গে পরিচিতি প্রায় সকলেরই আছে। অপরাজিতা গাছের নানা রকম গুণ রয়েছে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অপরাজিতা গাছের চমৎকারী গুণ আপনার অর্থ ভাগ্যকে চমকাতে সাহায্য করে। এর ফলে অর্থের অভাব মিটে যাবে খুব তাড়াতাড়ি।

কোন একটা পুষ্যা নক্ষত্রের অপরাজিতার মূল তুলে আনতে হবে। এখন প্রশ্ন, এটা যে এই নক্ষত্রের, তা জানা যাবে কীভাবে। পঞ্জিকাতে এই নক্ষত্রের কথা বলা হয়েছে। সেখানে দেখে নিতে হবে কখন পুষ্যা নক্ষত্র চলছে। সেই সময় অপরাজিতা মূল তুলে বাড়িতে নিয়ে এসে শিবের ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ধূপ-ধুনো সহকারে পুজো করতে হবে। তারপর সেই মূল রুপোর মাদুলিতে নিজে ধারণ করুন আর একটি কৌটোতে ভরে টাকা রাখার জায়গায় রেখে দিন। এর পরে জীবনে কোনও দিন অর্থের অভাব হবে না। শুধু অর্থের অভাব নয় পারিবারিক সুখ-শান্তি বজায় থাকবে এবং শান্তিতে জীবন ভরে থাকবে।

শারীরিক সুস্থতায় জপ করুন

শরীর থাকলে রোগ হবে, তবে তাই নিয়ে অযথা চিন্তা করবেন না। দীক্ষিত ব্যক্তিরা সকলেই গুরুপ্রদত্ত 'বীজমন্ত্র' জপ করুন। যারা অদীক্ষিত ব্যক্তি তারা 'জয় গুরু' শব্দটি একান্তে বসে অসংখ্যবার জপ করুন। মনে রাখবেন-আমাদের দেশ 'সাধুগুরুনিয়ন্ত্রিত'। তাঁরাই অলক্ষ্যে আপনাকে সাহায্য করবেন। তাঁরাই আমাদের দেশের ও আমাদের ভাগ্য 'কর্ম অনুযায়ী' নিয়ন্ত্রণ করেন। কর্ম আপনার এবং ভাগ্যও আপনার। সৎ কর্ম করুন, ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকুন, ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন। অহেতুক গুজব ছড়াবেন না। আপনি কি নিত্য পুজো করেন? যদি করেন তো ভগবান শিবের পুজোর পর নিম্নলিখিত মন্ত্রটি অন্তত দশবার পাঠ করুন। সম্ভব হলে অসংখ্যবার পাঠ করুন। যে-কোনও অসুস্থতা থেকে দ্রুত আরোগ্যলাভ করবেন।

মন্ত্র

'ওঁ ত্র্যম্বকম্ যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম্।
উবারুকমিব বন্ধনান মৃত্যোমুক্ষীয় মাঅমৃতাৎ।।

নমস্তে অস্তু ভগবন্ বিশ্বেশ্বরায়
মহাদেবায় ত্র্যম্বকায় ত্রিপুরান্তকায়
ত্রিকালাগ্নিকালায় কালাগ্নিরুদ্রায়
নীলকণ্ঠায় মৃত্যুঞ্জয়ায় সর্বেশ্বরায় সদাশিবায়
মাম রক্ষ রক্ষ
মম আয়ুর্দেহি বলম্ দেহি
বীর্যম্ বৃদ্ধি কুরু কুরু স্বাহা।'

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মন্ত্রটি পাঠের সময় মনে ধারণা করবেন যে-ভগবান শিব নিজ হাতে আপনার মাথায় ব্রহ্মতালুতে রোগনিবৃতকারী ঔষধি কলসিতে করে ঢেলে দিচ্ছেন। এই ঔষধি আপনার সারা শরীরের ভিতর ও বাইরে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমস্ত রোগ-জীবাণু, মল-ময়লা, ব্যথা-বেদনা সারিয়ে আপনাকে সুস্থ করে দিচ্ছেন এবং আপনি ধীরে ধীরে আপনার সুস্থতাও ফিরে পাচ্ছেন। কর্মটি শুরু করার তিনদিন পর থেকেই আপনি এই চমৎকারীত্ব লক্ষ করবেন। ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে করুন, নিশ্চয়ই আপনার এই উপলব্ধি হবে বলে, আমি মনে করি। প্রয়োজন মনে করলে 'মৃত্যুঞ্জয় কবচ্' ধারণ করুন।

ঋণে জর্জরিত হলে কী করবেন

ঋণের ভারে একবার ডুবে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন। সাধারণত ঋণ একটা দুষ্টচক্রের মতো হয়, যত আপনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন, দেখা যায় ততই আপনি ঋণের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছেন। মনে করা যাক, একজনের ঋণ পরিশোধ করার জন্য আপনি অন্য একজনের কাছ থেকে ঋণ নিলেন। এইভাবে আপনি ক্রমশ ঋণের পাকে পাকে জড়িয়ে যাবেন। ঋণ থেকে বাঁচার উপায় দেখে নিন।

১. যে-কোনো শুক্লপক্ষের প্রথম শুক্রবার একটি একাক্ষী নারকেল নিয়ে তাতে সিন্দুর দিয়ে একটি স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কন করুন। আর একটি লাল রেশমী কাপড়ে বেঁধে আপনার দেনা মুক্তির মনোস্কামনা জানিয়ে ইষ্টদেবের চরণে রেখে দিন। সমস্যার সমাধান হবে।
২. শনিবার শনিমন্দিরে লোহা দান করুন। দেনা থেকে উদ্ধার পাবেন।
৩. যে-কোনো মঙ্গলবার দক্ষিণাকালীর মন্দিরে লাল জবা, একটি বেলপাতা ও আতপচাল, রক্তচন্দন সহযোগে দান করুন। দেনা মুক্তি ঘটবে, আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হবে। নিজের মনোস্কামনা জানাতে ভুলবেন না।
৪. পরপর পাঁচটি বুধবার এক মুঠো খোসাসমেত সবুজ গোটা মুগ নিয়ে নিজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বুলিয়ে পাখিদের খাওয়ান এতে মানসিক অশান্তি দূর হবে, নতুন নতুন কাজের সুযোগ আসবে এবং অর্থ ও ব্যবসায় সুযোগ বৃদ্ধি হবে ও মানসিক শান্তি ফিরে আসবে।
৫. 'ঋণ-মুক্তি-গণেশ' কবচ ধারণ করুন।

শারীরিক দুর্বলতার জন্য গোলাপের পাঁপড়ি

অনেক সময়ই ক্লান্তি আর শারীরিক দুর্বলতাকে গুলিয়ে ফেলেন অনেকে। দীর্ঘক্ষণ কাজ করার পরে বা খুব ব্যস্ততম দিন কাটিয়ে ক্লান্তি আসে। প্রচণ্ড ঘুম পায়। অন্য কোনও কাজ করতে ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে হয়তো এতটাই ক্লান্ত লাগে যে, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েও

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সেই ক্লান্তি দূর হতে চায় না।

তবে এগুলি সবই ক্লান্তির উপসর্গ। শারীরিক দুর্বলতা কিন্তু একেবারে আলাদা জিনিস। এর সঙ্গে ক্লান্তির কোনও সম্পর্ক নেই। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে, খাওয়াদাওয়া না করলে, শরীরে কোনও প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ঘটলে বা দীর্ঘদিন ধরে কোনও অসুখে ভুগলে শারীরিক দুর্বলতা আসে। এই যেমন কোভিড থেকে সেরে ওঠার পর অতিমাত্রায় শারীরিক দুর্বলতা দেখা যাচ্ছিল রোগীদের মধ্যে।

ক্লান্তি সাময়িক একটি ব্যাপার। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিলে, খাওয়াদাওয়া করলে ধীরে ধীরে ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। অন্যদিকে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে অনেকের ক্ষেত্রে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। তখন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তাই ক্লান্তি আর শারীরিক দুর্বলতা এক করে না দেখাই ভালো। দুটির উপসর্গগত মিল থাকলেও এর পরিণতি কিন্তু সবক্ষেত্রে এক নয়। বিশেষ করে শারীরিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে তা ক্লান্তি ভেবে গুরুত্ব না দিলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। তাই এমন হলে দ্রুত ডাক্তার দেখান আর দুর্বলতা মনে হলেই নীচের টোটকাটির সাহায্য নিন।

কোনও ব্যক্তির শরীর যদি কোনও কারণ ছাড়াই দুর্বল হয়ে পড়ে তবে শনি ও মঙ্গলবার একটি মিষ্টি পানের পাতায় সাতটি গোলাপের পাপড়ি দিয়ে ভগবান হনুমানজির সামনে রাখুন। এইবার হনুমানজির পুজো করে 'হং হনুমতে নমঃ' মন্ত্র জপ করুন। পরে হনুমানচালিসা পাঠ করে হনুমানজির দ্বাদশ নাম পাঠ করতে হবে। পরম ভক্তিভরে হনুমানজিকে প্রণাম করে নিজের আরোগ্য কামনা করুন। পুজো শেষ হলে গোলাপ পাপড়িসমেত পানপাতাটি ঔষধ হিসাবে খেয়ে ফেলতে হবে। ধীরে ধীরে রোগী আরোগ্য লাভ করেন।

রাশি অনুযায়ী ঋণমুক্তির উপায়

ঋণের ভারে একবার ডুবে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন। সাধারণত ঋণ একটি দুষ্টচক্রের মতো হয়, যত আপনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন, দেখা যায় ততই আপনি ঋণের মধ্যে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছেন। মনে করা যাক, একজনের ঋণ পরিশোধ করার জন্য আপনি অন্য একজনের কাছ থেকে ঋণ নিলেন। এইভাবে আপনি ক্রমশ ঋণের পাকে জড়িয়ে যাবেন। রাশি অনুযায়ী, ঋণ থেকে বাঁচার উপায় দেখে নিন।

মেষ— মেষরাশির জাতকরা ঋণ থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত গণেশের পুজো করুন এবং রোজ সকালে গণেশমূর্তির সামনে টাটকা ফুল দিন।

বৃষ—.বৃষরাশির জাতক হলে ঋণ থেকে বাঁচতে লক্ষ্মীদেবীর পুজো করুন এবং রোজ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

লক্ষ্মীর ছবিতে লাল ফুল রাখুন।

মিথুন— আপনি যদি মিথুনরাশির জাতক হন, তাহলে ঋণের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে হনুমানের পুজো করুন এবং রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় হনুমানচালিসা পাঠ করুন।

কর্কট— কর্কটরাশির জাতকের যদি ঋণের ভারে বিপদে পড়েন তাহলে প্রতি শনিবার অবশ্যই কলাগাছকে পুজো করুন।

সিংহ— সিংহরাশির জাতক হলে ধারদেনার হাত এড়াতে পিপুল বা অশ্বথ গাছের নীচে প্রতি সন্ধ্যায় একটি করে প্রদীপ জ্বালান।

কন্যা— আর্থিক সমস্যায় ভুগছেন এবং বাজারে ধার-দেনা হয়ে থাকে। প্রতিদিন শিবলিঙ্গে জল ঢালতে ও শিবপুজো করতে ভুলবেন না।

তুলা— আপনি তুলারাশির জাতক? ক্রমশ ঋণের ভারে তলিয়ে যাচ্ছে? তাহলে প্রতি বৃহস্পতিবার বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ করুন। এইদিন হলুদ পোশাক অবশ্যই পরবেন।

বৃশ্চিক— ঋণ থেকে বাঁচতে বৃশ্চিক জাতকেরা রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় লক্ষ্মী-নারায়ণের পুজো করুন।

ধনু— ধনু রাশির জাতক হলে প্রতি মঙ্গলবার তুলসী গাছে জল ঢালুন, তাহলেই ঋণ মুক্তির উপায় মিলবে।

মকর— মকর রাশির জাতকেরা ঋণের বাঁধন থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন গণেশের পুজো করুন এবং প্রতি বুধবার গণপতিকে সবুজ এলাচদানা দিন।

কুম্ভ— কুম্ভ রাশির জাতকেরা ধার-দেনায় অস্থির হয়ে উঠলে প্রতি বার শিবলিঙ্গে অভিষেক করুন তাহলেই সমস্যা সমাধানের উপায় পাবেন।

মীন— এই রাশির জাতকেরা ঋণ থেকে বাঁচতে ব্রাহ্মমুহূর্তে সূর্যার্থ দিন, আদিত্য হৃদয়ম্ স্তোত্র পাঠ করুন।

◆ প্রয়োজন মনে করলে 'শ্রী গণেশ ঋণহরণ কবচ্' ধারণ করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ঋণমুক্তির আরও একগুচ্ছ উপায়

অর্থের লেনদেন সারা বিশ্বে ঘটে এবং অনেক সময় একজন ব্যক্তি সমস্যায় পড়ার কারণে টাকা ধার নেয়। টাকা চাওয়া বা ঋণ নেওয়া যতটা সহজ, কখনও কখনও তা পরিশোধ করা দুরূহ হয়ে ওঠে। শাস্ত্র মতে, ঋণের লেনদেন কিছু বিষয় খেয়াল রাখলে ঋণ বাড়তে পারে না। আপনিও যদি ঋণ পরিশোধ করতে সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে নীচে দেওয়া এই প্রতিকারগুলি একবার দেখে নিন। তার আগে দেখে নিই কি কি জ্যোতিষীক কারণে ঋণ হয়। সনাতন জ্যোতিষ মতে-

১. জন্মছকে ধনপতি গ্রহ যদি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ-ভাবের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত হয়।
২. কর্মভাবের অধিপতি গ্রহ নীচস্থ হয়ে বুধ, রবি ও কেতু যুক্ত হলে ঋণগ্রস্ততা হতে পারে।
৩. সপ্তম-ভাবে কেতু অবস্থান করে কোনও শুভ গ্রহ দ্বারা দৃষ্ট না হলে স্বামী বা স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে ঋণ নিতে হয়।
৪. দ্বাদশ-ভাবে রাহু ও শুক্র অবস্থান করলে ঋণ যোগ তৈরি হয়।
৫. শনি দ্বিতীয়-স্থানে অবস্থিত হলে বা শনি ওই স্থানে দৃষ্টি দিলে জাতক-জাতিকা ঋণগ্রস্ত হয় (ধনু ও মকর লগ্নের ক্ষেত্রে এই যোগ কার্যকর হয় না)।
৬. শনির সাড়ে সাতি দশায় মানুষ প্রচুর ঋণগ্রস্ত হয়।
৭. জন্মকুণ্ডলীতে কালসর্প দোষ থাকলে মানুষ ক্রমশই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। ঋণে জর্জরিত মানুষ কখনই সুখী হতে পারে না, আর সেই কারণেই অশান্তি, ঝামেলা এইসবের সম্মুখীন হতে হয় মানুষের। ঋণ একবার নেওয়া শুরু হলে, সেই ঋণ শোধ করার জন্য আরেক ঋণের আবির্ভাব, এভাবে সারাজীবন চলতেই থাকে। ব্যাংক ও বিভিন্ন সংস্থা যেন ওত পেতে বসে থাকে ঋণ দেওয়ার জন্য, আর সেখানে মানুষ গেলেই সারা জীবনের ধাক্কা। আর্থিক দুরাবস্থা ও ঋণগ্রস্ততায় আপনি যদি অসুবিধায় থাকেন তবে জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, কিছু টোটকা মেনে চললেই এই জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তবে—

১. জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, যদি বাস্তুতে কোনও সমস্যা থাকে তবে ঋণে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, বাড়ি বা অফিসের ছাদের ঢাল যদি দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বেশি হয়ে থাকে তবে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
২. আর্থিক কারণে ঋণগ্রস্ত হলে শুরুপক্ষের প্রথম শুক্রবার একটি গোটা নারকেলের ওপর সিঁদুরের তিলক এঁকে আর্থিক সমস্যার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে সেটি লাল কাপড়ে বেঁধে টাকা-পয়সা রাখার জায়গায় রেখে দিলে খুর দ্রুত আর্থিক সমস্যা দূর হয়ে যায়।
৩. গৃহ দেবতার পুজোর সময় প্রদীপে সাদা সলতের পরিবর্তে। বাড়িতে ব্যবহার করুন। এর ফলে আর্থিক সমৃদ্ধি এবং ঋণ মুক্তি হয়। বাড়ি অথবা অফিসে জলনিকাশীর ব্যবস্থা সব সময় দক্ষিণ-পশ্চিম। শুভ। এর ফলে ঋণ শোধ হবে এবং আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পাবে। দিকে করলে

৪. আটার ১০৮টি গুলি বানিয়ে ইষ্টদেবতাকে এবং আরও ১০৮টি মা লক্ষ্মীর স্মরণ করে ১০৮ দিন পুকুরে কিংবা নদীতে মাছেদের খাওয়ালে ঋণমুক্তিও। ধনপ্রাপ্তি ঘটবে।

৫. আপনার বাড়িতে যাতে কখনোই মাকড়সার জাল না থাকে। তাহলে কোনদিই। দেনা থেকে মুক্তি হতে পারবেন না। তাই বাড়িঘর পরিষ্কার রাখুন।

৬. শনিবার শনিমন্দিরে লোহা দান করুন। দেনা থেকে উদ্ধার পাবেন।

৭. পারদ শিবলিঙ্গে আতপ চাল সহযোগে বেলপাতা, রক্তচন্দন অর্পণ করুন, অবশ দেনা মুক্তি হবে।

৮. মঙ্গলবার দিন হনুমানজীর মন্দিরে বসে নিজের দেনা মুক্তির মনস্কামনা জান্যি তিনবার হনুমানচালিসা পাঠ করুন। হনুমানজীকে লাড্ডু ভোগ প্রদান করুন। তুলসী পাতা অর্পণ করুন। দেনার মুক্তি হবে।

৯. লাল কালি দিয়ে ছোট ছোট ২১টি কাগজে আপনার দেনা মুক্তির মনস্থলে লিখে তার সাথে এই মন্ত্রটি লিখবেন (মঙ্গল মমকার্য সিদ্ধি কুরু কুরু স্বাহা) এলা শনিবার দিন নদীর জলে ভাসিয়ে দেবেন এইভাবে ৭টি শনিবার করুন।

১০ যে কোন শনিবার বা মঙ্গলবার কালীমায়ের মন্দিরে একটি লাল জবা, একটা বেলপাতা ও আতপচাল, রক্তচন্দন সহযোগে অর্পণ করুন এবং দেবীর কাছে ঋণমুক্তির প্রার্থনা করুন, দেনা মুক্তি ঘটবে।

আর্থিক স্বচ্ছলতার দশটি উপায়

সাধারণ হিসাবে একজন মানুষের জীবনের কানাকড়িও দাম নেই। কিন্তু সেই মানুষ যখন ব্যক্তিস্বার্থ ক্ষুন্ন করে সবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে তখনই জীবন সার্থক হয়ে ওঠে।

এইবার আসছি নির্দিষ্ট টোটকা নিয়ে। প্রথমেই বলি আর্থিক অসুবিধার বিষয় নিয়ে। আর্থিক অসুবিধা বিভিন্ন কারণেই হয়ে থাকে, তবে মূর্তিক আমি দেখেছি, আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষা না করা গেলে কখনই আর্থিক অসুবিধার নিরসন হয় না। এছাড়াও ভুল আর্থিক পরিকল্পনা, কর্মহীনতা, নেশা করা, হঠাৎ ব্যবসায় ক্ষতি বা চাকরিতে ইস্তফা, অতিরিক্ত খরচ, ভুল আর্থিক পরিকল্পনা, দুষ্ট বাস্তু ক্রয় এমন বিভিন্ন কারণেই আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্ত প্রকারের আর্থিক কষ্টের কারণে একটি সাধারণ পদ্ধতির টোটকা গ্রহণ করতে হবে।

সাধারণ পদ্ধতিটি হল-আপনার মধ্যমা আঙুলের সমান বনচাঁড়াল ও বামুনহাটির মূল একত্রে, পৈতের সুতোয় সপ্তাহের যে-কোনও দিন, সকাল সাড়ে সাতটার ভিতর স্নান করে, গুরু জপ করে ধারণ করতে হয়। প্রতি সপ্তাহের ঐ নির্দিষ্ট দিনে মূল দুটি পাল্টিয়ে নতুন মূল ধারণ করতে হবে। এছাড়া-

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

১. পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের শিকড় পুনর্বার ডান বাহুতে ধারণ করলে অন্যের কাছে গুরুত্ব লাভ করা যায়। আর জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জাম গাছের শিকড় ডান বাহুতে ধারণ করলে সম্মান লাভ হয়।

২. প্রতি শনিবার বটগাছের সামনে দাঁড়িয়ে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দিয়ে পুজো করুন। তারপর দই ও গুড় মিশানো জল বটগাছের গোড়ায় ঢেলে দিয়ে আপনার মনোবাসনা জানান ধীরে ধীরে আর্থিক উন্নতি হবে।

৩. প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে গৃহদেবতার সামনে বসে গুরুমন্ত্র জপ করুন। গৃহদেবতাকে পায়েস বা পরমান্ন ভোগ দিন। গৃহকলহ এতে দূর হবে।

৪. তিনটি গোমতিচক্র, তিনটি কড়ি ও তিন টুকরো কাঁচা হলুদ এক টুকরো হলুদ কাপড়ে মুড়ে নিন। মোড়কটি নিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় গৃহদেবতার সামনে বসে গুরু ও ইষ্টপ্রণাম করে নিন। এইবার দেবী লক্ষ্মীর ধ্যান করে পঞ্চোপচারে পুজো করে ও প্রণাম সেরে নিয়ে 'ওঁম শ্রীম্ ওঁম্ মহালক্ষ্মৈ নমঃ' মন্ত্রটি যথা সম্ভব জপ করুন। জপ সেরে নিয়ে একটুকরো কর্পূর দিয়ে লক্ষ্মীর আরতি করুন। মনে মনে লক্ষ্মীদেবীর কাছে অর্থহীনতা নাশের জন্য প্রার্থনা করুন। অবশ্যই সুফল পাবেন।

৫. যে-কোনও রাত্রিবেলা নিজে হাতে একটা আটার রুটি তৈরি করে সরষের তেল মাখিয়ে সযত্নে রেখে দিন। সকালে ঘুম থেকে ঐ তেলমাখা রুটিটি কাক বা কালো কুকুরকে খাইয়ে দিন।

৬. একটা ঝুনো নারকেল নিন। নারকেলটি আপনার কপালের সামনে ধরুন। এবার ডান কানের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে পিছনদিক দিয়ে বাম কানের উপর দিয়ে আবার কপালের সামনে আনুন। এইভাবে আবার সাতবার করুন। এবার একবার উল্টোদিকে ঘুরিয়ে নারকেলটিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিন।

৭. আপনি বিবাহিত হলে স্ত্রী আর অবিবাহিত হলে মায়ের ডানহাতের বাজুতে শ্বেত আকন্দের মূল রবিবার দিন সাদা পৈতের সুতোয় ধারণ করান। আপনি নিজে তুলসী ও দুর্বার শিকড় ধারণ করুন।

৮. প্রতিদিন বাড়িতে বা মন্দিরে থাকা শিবলিঙ্গ ভগবান শিবের সংক্ষিপ্ত পুজো করে সাদা চন্দন মাখানো আটটি বেলপাতা 'ওঁম্ নমঃ শিবায়' মন্ত্রে দান করুন।

৯. হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী সাতমুখী রুদ্রাক্ষের মধ্যে মা লক্ষ্মীর বাস। তাই পূর্ণিমার দিন তিনটি সাতমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে আপনার খুব মঙ্গল হয়। এই সাতমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে আপনার ধন-সম্পদ, নাম যশ, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ব্যবসাত্রে অভাবনীয় উন্নতি হয়। এই রুদ্রাক্ষ ধারণের সময় নিম্নে উল্লেখিত মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করতে হবে। মন্ত্রটি হল 'এং নমঃ'। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রটি এগারো বার জপ করে নিয়ে ডান হাতের বাজুতে ধারণ করুন লক্ষ রাখবেন রুদ্রাক্ষটি যেন নিখুঁত ও উৎকৃষ্ট হয়।

১০. শুক্রবার আতর কিনে আনুন। শনিবার দিন একটুকরো লাল কাপড়ের উপর ঐ আতরের শিশিটি সামনে রেখে ২১টি এক টাকার কয়েন রাখুন। ২১টি দুর্বা-লালচন্দন মাখিয়ে 'ওঁম্ মহালক্ষ্মৈ নমঃ' এক-একটি দুর্বা আতরের শিশিটির উপর দিয়ে দিন। প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হলে আতরের শিশিটি, দুর্বা ও কয়েনগুলি কাপড়ে মুড়িয়ে ঠাকুরের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আসনে রেখে দিন। রবিবার দিন থেকে স্নান করে উঠে একটু করে আতর আপনার কানের লতির পিছনদিকে দিন, ১০৮ বার করে 'ওম্ মহালক্ষ্মৈ নমঃ' মন্ত্রটি জপ করুন, একটি কয়েন নিয়ে কাপড়ের পুঁটুলিতে রাখুন, সময় করে কোনো ভিক্ষুককে ঐ কয়েনগুলি দান করুন। ২১ দিন প্রক্রিয়াটি করে লাল কাপড়টি দুর্বাসমেত আগেই নতুন করে আতর কিনে আবার ঐ শিশিতে ঢেলে নিন ও পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করুন।

◆ প্রয়োজন মনে করলে 'কুলগ কবচ' ধারণ করুন।

শত্রুনাশের অত্যন্ত ফলদায়ী তিলক

কারণে হোক বা অকারণে, জীবনে চলার পথে নিজের অজান্তেই কেউ কেউ আমাদের শত্রু হয়ে ওঠে। হয়তো অনেক সময় আমরা বুঝতেও পারি না যে, কেন এই মানুষটা। হঠাৎ করে আমাদের শত্রু হয়ে উঠল। এমনও দেখা যায় যে, অতি প্রিয় বন্ধু কোনও কারণে হঠাৎ শত্রুতা করতে শুরু করল। আবার কখনও প্রতিবেশী শত্রু হয়ে উঠল। ব্যবসার ক্ষেত্রে বা চাকরির ক্ষেত্রেও নানা সম্পর্কের মানুষেরা হঠাৎ করেই আমাদের শত্রু হয়ে উঠতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই শত্রুরা আমাদের বিভিন্নভাবে ক্ষতি করতে পারে। যা হয়তো আমাদের জীবনকে বিপন্ন পর্যন্ত করে তুলতে পারে। তাই সময় থাকতে সহজ একটি উপায়ের মাধ্যমে শত্রুনাশ করুন-

কিছুটা কর্পূর ও কয়েকটা লবঙ্গ সংগ্রহ করুন। তারপর কোনও এক মঙ্গলবারে কর্পূরটা একটি নতুন কেনা মাটির পাত্রে জ্বালাতে হবে এবং সেই আগুনে লবঙ্গগুলি একটি একটি করে পোড়াতে হবে। পোড়ানোর পর যে ছাই সৃষ্টি হবে, সেই ছাই প্রতিদিন সকালে তিলক হিসাবে কপালে লাগালে শত্রুনাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শুভ ফল পাওয়া যায়।

◆ প্রয়োজন মনে করলে 'ত্রিশক্তি রক্ষা কবচ' ধারণ করুন।

ঋণ মুক্তির কয়েকটি টোটকা

জীবনে সুখ-শান্তি পাওয়া সকলেরই কাম্য। কিন্তু এটা সকলকেই বুঝতে হবে যে, সুখ-শান্তি নিজে থেকে আসে না। সকাল থেকে সারাদিন কিছু নিয়ম পালনের মাধ্যমে সংসারে সুখ আসে। যদি সংসারে আর্থিক সমস্যা থাকে বা ঋণের বোঝা অতিরিক্ত হয়, তাহলে এই সকল বাস্তু নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে। এর থেকেই হবে ঋণমুক্তি। অতিরিক্ত ঋণ মানুষের জীবনে অভিশাপের মতো।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ঋণমুক্তির সহজ কিছু পদ্ধতি হল—

১. প্রথমেই মনে রাখতে হবে, যদি রাশিচক্রে ঋণযোগ বা দারিদ্র্যযোগ থাকে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি প্রতিকারের বিশেষ প্রয়োজন।
২. বাড়ি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে। শাস্ত্র অনুযায়ী মনে করা হয়, যিনি নিজেকে ও ঘরবাড়ি নিয়মিত পরিষ্কার করেন সৌভাগ্য সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকে।
৩. সূর্যাস্ত হওয়ার পর ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা উচিত নয়। এতে আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ হয় ও নেগেটিভ এনার্জি বা নেতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি পায়।
৪. অনেক মহিলাই সব কাজকর্ম করবার পর স্নান করেন। এই নিয়ম একেবারে বাস্তু বিরুদ্ধ। মহিলাদের সকালবেলায় একবারে স্নান সেরে নেওয়া উচিত, এতে সংসারে শীঘ্র উন্নতি হয়।
৫. সারা বছর অন্তত যে-কোনও একটি পূর্ণিমায় ও প্রতিটি সংক্রান্তির দিনে লক্ষ্মী-নারায়ণ পুজো করা আবশ্যক।
৬. বাড়ির পূর্বদিকে সুগন্ধী ফুলগাছ লাগাতে হবে।
৭. দারিদ্র্যনাশক 'ধনলক্ষ্মী কবচ' ধারণ করুন।

বুঝে খরচ করার সাথে সাথে এই নিয়মগুলো মেনে চললে সংসার হবে মঙ্গলময় এবং সংসারে আর্থিক উন্নতি ও ঋণমুক্তি ঘটবে খুব তাড়াতাড়ি।

'মুচির নজর জুতোর দিকে
চাতক আকাশপানে চায়,
নিম্নগামী যার মনের গতি
কুকর্মে সে গতি পায়।'

তাই সবসময় মনকে উচ্চধারায় রাখুন।

স্মৃতিশক্তি ও শ্রীসরস্বতী মন্ত্র

(কামরূপ-কামাখ্যায় একজন বৃদ্ধ সাধু মানুষের কাছ থেকে শোনা) আজ আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব, গত কয়েকদিন আগে এক দম্পতি তাঁর দুই ছেলের পড়াশুনা নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কাছে ছেলে দুইজনকে নিয়ে আসেন। আমি তাদের যথাসাধ্য মূল্যবান পরামর্শ দিই। তারপরই একদিন পূর্বনির্ধারিত কথামতো তাঁদের বাড়ি যাই। ভদ্রলোকের বড়ো ছেলের পড়ার ঘরে বসে তার সাথে গল্প করতে করতে তাকে পড়াশুনা ভালোভাবে করবার পরামর্শ দিয়ে চলে এলাম। 'ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র মতে' ছাত্রদের বিভিন্ন শিক্ষাসংক্রান্ত যে পরামর্শ দিয়েছিলাম, মূল্যবান সেই তথ্যগুলো এখানে লিপিবদ্ধ করে দিলাম।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

১. প্রাথমিক শিক্ষামূলক (উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত) পড়াশুনার ক্ষেত্রে পড়াশুনার ঘরের মধ্যে সর্বদা উত্তরদিক কিংবা উত্তর-পূর্ব কোণের (ঈশান কোণের দিকে মুখ করে বসা উচিত, তবে উত্তর-পূর্ব কোণটা গুরুত্বপূর্ণ।)
২. পড়াশুনার ঘর সর্বদা হালকা সবুজ রঙ করা প্রয়োজন কারণ সবুজ রঙ বুধ গ্রহের রঙ আর এই রঙ থেকে আমাদের সবচেয়ে বেশি মনঃসংযোগ বাড়ে।
৩. পড়াশুনা করতে হলে সবসময় চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করে তাতে বসে পড়াশুনা করা উচিত এবং তার সাথে যদি পাশে সাদা রঙের একটা টেবিল ল্যাম্প থাকে তাহলে সেটা শুভফলদায়ক।
৪. উচ্চতর শিক্ষামূলক পড়াশুনা (উচ্চ মাধ্যমিকের পরবর্তী শিক্ষা কিংবা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কিংবা কোনো টেকনোলজি কিংবা গবেষণাসংক্রান্ত শিক্ষা) উচ্চতর শিক্ষামূলক পড়াশুনার ক্ষেত্রে সর্বদা দক্ষিণ-পূর্ব কোণ (অগ্নিকোণ বরাবর মুখ করে প্রতিদিন পড়াশুনা করতে হবে।
৫. উচ্চতর বিদ্যার ক্ষেত্রে আপনার জন্মকুণ্ডলী অনুযায়ী যেদিক শুভ, বাড়ির সেইদিকের ঘরে পড়াশুনা করা উচিত। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও পড়াশুনার ঘরের রঙ সবুজ করতে হবে।
৬. গবেষণামূলক কিংবা টেকনোলজি শিক্ষার ক্ষেত্রে নীল, গোলাপি ইত্যাদি রঙও করা যেতে পারে।
৭. পড়াশুনার ঘরে প্রতিদিন সকাল-সন্ধে একটি করে চন্দনের ধূপ জ্বালানো উচিত, কারণ একমাত্র চন্দনের ধূপের মধ্যে মনঃসংযোগ করার অধিক ক্ষমতা আছে।
৮. আপনার বাড়ির মধ্যে যদি একটা গ্লোব রাখতে পারেন তাহলে এটা সেই বাড়ির শিক্ষার্থীদের উপর শুভ প্রভাব ফেলতে বাধ্য।
৯. আপনাদের শোবার ঘরে যেদিকে আপনি মাথা রেখে ঘুমান সেইদিকে আমাদের দেশের একটা বড়ো আকৃতির কাগজের ম্যাপ বা মানচিত্র দেওয়ালে পেরেক দিয়ে কিংবা আঠা লাগিয়ে টাকিয়ে রাখবেন, এতে আশাকরি আপনাদের মনঃসংযোগ অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।
১০. যেসব ছাত্ররা উচ্চতর শিক্ষামূলক পড়াশুনা করছেন তারা তাদের পড়ার টেবিলে একটি পরিষ্কার কাচের গ্লাসে চারটি সবুজ রঙের (মাথা ছোলা) পেনসিল নিয়ে সেগুলিকে একটি সবুজ সুতো দিয়ে এক প্যাঁচে বেঁধে পেনসিলগুলোর ছোলাদিকটা উপরের দিকে করে কাচের গ্লাসে রেখে সেই পেনসিলসমেত গ্লাসটি পড়ার টেবিলে রেখে দিন। এতে আশাকরি আপনাদের পড়াশুনার প্রতি মনঃসংযোগ বৃদ্ধি পাবে..... আর এই কাজটি করতে হবে শুক্লপক্ষের মধ্যে শুক্রবার দিনে।
১১. আপনাদের বাচ্চার পড়ার বইগুলোর মধ্যে শুক্লপক্ষের শনিবার একটি করে লবঙ্গ প্রতিটি বইয়ের মধ্যে রেখে দিন এতে বাচ্চার পড়ায় মনঃসংযোগ বাড়বে।
১২. পরীক্ষার সময় যদি আপনারা আপনাদের বাচ্চার হাতের অনামিকা আঙুল দিয়ে টক দইয়ের ফোঁটা কিংবা হনুমানজীর মন্দির থেকে নেওয়া মেটে সিঁদুর তার কপালে এবং গলায় তিলক দিয়ে তারপর পরীক্ষা দিতে পাঠান তাহলে পরীক্ষাকেন্দ্রে আপনার বাচ্চা মনঃসংযোগ সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

১৩. আপনার বাড়ির শৌচালয় ঘরের পাশে অথবা শৌচালয় ঘরের দেওয়ালের সাথে সংযুক্ত কোনো ঘরে পড়াশুনা করা উচিত নয়।

১৪. আপনাদের বাড়ির শোওয়ার বিছানার উপর বসে পড়াশুনা করা কখনোও উচিত নয়, এটা ভারতীয় বাস্তুমতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, তবে এই বাস্তুদোষের জন্য হয়তো প্রথম প্রথম আপনারা আপনাদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে বাস্তুর কুপ্রভাব বুঝতে নাও পারেন কিন্তু পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার সময় ৯৯ শতাংশ নিশ্চিতভাবে অবশ্যই আপনার কুপ্রভাব আপনাদের বাচ্চার পড়াশুনার ক্ষেত্রে পাবেন।

অবশ্য করে মনে রাখবেন-পড়াশুনা করার প্রতি মনঃসংযোগ বাড়ানোর উপায় নিয়ে এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, এই পড়াশুনা কে কতটা ভালোবেসে করবে সেটা পুরোটাই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, একজন ছাত্র সে নিজে থেকে কতটা পড়াশুনাকে ভালোবাসবে সেটা ব্যক্তিগত জন্মকুণ্ডলী দেখে বিচার করতে হয়। কোনো ছাত্র যদি নিজে বা পরিবার থেকে তার মধ্যে পড়াশুনার প্রতি ভালোবাসা না থাকে তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার এই তথ্য কিংবা আমি তার কাছে দায়ী থাকব না।

এবার পড়াশুনায় খুব ভালো ফল করবার জন্য শ্রীসরস্বতী মন্ত্র নিয়ে বলছি। দীপাবলির আগের দিন, দীপাবলির দিন, দীপাবলির পরের দিন-এই তিনদিন (অথবা যে-কোনও পূর্ণিমার দিন, তার আগের দিন ও তার পরের দিন) উত্তরদিকে মুখ করে সাদা বস্ত্র পরে, সাদা আসনে, সাদা ফুলের মালা পরে, স্ফটিকমালায় প্রতিদিন ৪,০০০ করে মোট ১২, ০০০ বার নীচে লেখা সরস্বতী মন্ত্র জপ করতে হবে। সামনে শ্রীসরস্বতী দেবীর মূর্তি বা ছবি (সরস্বতী ধারণ যন্ত্র) রাখতে হবে। এর ফলে স্মৃতি বৃদ্ধি হয়ে পড়াশুনা মনে থাকবে। এর সাথে সাথে একটি চারমুখী রুদ্রাক্ষ, একটি পান্না ও সরস্বতী কবচ ধারণেও পড়াশুনায় আরও ভালো ফল পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে-পাথর, কবচ, শিকড় ইত্যাদি সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করে মাত্র, পড়াশুনায় আরও ভালো ফল করায় মাত্র, পাশ করায় না।

মন্ত্র-ওঁম্ শ্রীং হ্রীং... বাগ্বাদিনী ভগবতী অর্হনমুখনিবাসিনী সরস্বতী মামাংসে প্রকাশং কুরু কুরু স্বাহা।

প্রয়োজন মনে করলে 'শ্রী সরস্বতী কবচ্' ধারণ করুন।

ভগবতী কালীর কৃপা পেতে গেলে

অমাবস্যায় কালীপুজোর দিনের সাধারণ কিছু 'কর্ম' বা টোটকা করুন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এই তিনটি কাল নিয়ে মহাকাল। আর মহাকালের শক্তি কালী। দশমহাবিদ্যার ইনি প্রথমা মহাবিদ্যা। অনন্তকালের সৃষ্টি রুপিণী পরমা প্রকৃতির রূপ এই মহাকালী।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এবার মহাকালীর আবির্ভাবের কাহিনী শুনুন-সৃষ্টির আদিতে যে সময় বিষ্ণু যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, বিষ্ণুর নাভিকমলে ব্রহ্মা বিরাজিত, সেই সময় বিষ্ণুর কর্ণফুল থেকে মধু ও কৈটভ, দুই দৈত্যর সৃষ্টি হয়। কোনও কারণে তারা ব্রহ্মাকে আক্রমণ করতে গেলে, ব্রহ্মা তখন মহাকালীর স্তব করেন। ভক্তের ডাকে মায়ের কালীরূপে আবির্ভাব। মা কালী হলেন মা করুণাময়ী, তাঁর কাছে কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। যিনি আকুল হয়ে ডাকবেন, তাকে রক্ষা করতে মা বার বার আবির্ভূতা হবেন। তিনি দেবতা, রাক্ষস, দৈত্য বা মানুষ যিনিই হন। মা কালীকে অনেকেই অনেক কারণে ডেকে থাকেন, আর মা তার ভক্তদের দশ হাতে রক্ষা করেন। মাকে কেউ ডাকে আর্থিক উন্নতির জন্য, আবার কেউ ডাকেন সন্তানের জন্য, রোগ, শত্রু ও এই রকম নানা কারণে ভক্তরা মাকে ডেকে থাকেন। অমাবস্যায় কালীপুজোর দিনে ফল পেতে ইহজাগতিক সুখের জন্য কিছু সাধারণ কিছু 'কর্ম' করুন-

১. কালীপুজোর দিন সকাল থেকে সারা রাত একটা সরিষার তেলের প্রদীপ ঘরের ঠাকুরের আসনে জ্বালিয়ে রাখুন, খেয়াল রাখতে হবে সেটা যেন নিভে না যায়।
২. কালীঠাকুরের মন্দিরে কিছুটা আতপ চাল, একটি গোটা নারকেল, ১০৮টি জবাফুলের মালা এবং কিছুটা ঘি দান করুন।
৩. কালীপুজোর দিন রাতে বাড়ির ছাদে সরিষার তেল দিয়ে একটি কালো পঞ্চমুখী প্রদীপ জ্বালুন।
৪. কালীপুজোর দিন সন্ধ্যার পর সংকল্প করে বটগাছের গোড়ায় তিন মুঠো কালো তিল রাখুন। মনের আশা পূর্ণ হবে।
৫. কালীপুজোর উপবাস যারা করেন, তারা পুজোর পরের দিন ব্রাহ্মণ ভোজন করালে, তাতে ফল খুব ভালো পাবেন।
৬. কালীপুজোর দিন যদি শনিবার হয় তো, ঐ নির্দিষ্ট দিনে কোনও মন্দিরে একটি লোহার খাঁড়া দান করুন। এতে আপনার ও পরিবারের মঙ্গল হবে।
৭. প্রয়োজন মনে করলে 'শ্রী কালী কবচ' ধারণ করুন।

শত্রুতা প্রতিরোধে মন্ত্র ও উপায়

শত্রুর ভয় নেই, সে রকম মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। আমরা সবাই শত্রুদের খুব ভয় করে চলি, কারণ কখন কোন মুহূর্তে যে সে আমাদের ক্ষতি করে দেবে তার কোনও ঠিক নেই। শত্রুর দ্বারা ক্ষতি হওয়ার প্রবণতা জন্মছক দেখে বোঝা যায়। শত্রু যে সব সময় বাইরের কেউ হবে সেটা নিশ্চিতভাবে বলা খুব কঠিন। অনেক সময় দেখা যায় ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে শত্রু। অর্থাৎ, নিজেদের মানুষরাই যে কখন শত্রু হয়ে উঠবেন তা বুঝে ওঠা যায় না।

বাইরের শত্রুদের হাত থেকে কিছুটা হলেও ছাড় পাওয়া যায়। কিন্তু শত্রু যখন ঘরে থাকে তখন তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া খুব মুশকিল। সেক্ষেত্রে এমন কয়েকটি টোটকা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

রয়েছে যা সঠিক নিয়মে করতে পারলে শত্রুদের হাত থেকে অতি সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে।

১. কাঁচা হলুদ ও ধুতুরার রস দিয়ে কালি তৈরি করে, লোহার পেরেক দিয়ে, সাদা কাগজে শত্রুর নাম লিখে, এক হাত গর্ত করে পুঁতে দিলে শত্রুনাশ হবে।

২. শনিবার বা মঙ্গলবার একমুঠো নুন নিয়ে বাড়ির বাথরুম বা যে কোনও নোংরা জায়গা, যেখানে জল জমে আছে, সে রকম কোনও জায়গায় দাঁড়ান। হাতের ওই নুন নিজের মাথার ওপর পাঁচ বা সাতবার ঘুরিয়ে নিন এবং জল জমা ওই নোংরা জায়গায় নুন ফেলে দিন। কোনও বাধাই আর আপনার সাফল্যের পথ রুদ্ধ করতে পারবে না। বিশেষ এই টোটকা পরিবারের সবাই পালন করতে পারেন। পুরুষ, মহিলা, শিশু যে কেউই এই টোটকা মেনে দেখুন, ভাগ্যের চাকা ঘুরবেই।

৩. শত্রুতা কী করে নাশ করা যায়, এটা একটা বহু আলোচিত বিষয়। একটি অপ্রচলিত ও দুর্লভ মন্ত্র বলছি, মন্ত্রটি প্রতিদিন নিয়ম করে জপ করলে, শত্রুতা সৃষ্টি হয় না বা কেউ শত্রুতা করার চেষ্টা করলেও জপকারীর সাথে এঁটে উঠতে পারে না। যদি কেউ প্রচুর শত্রুর খপ্পরে পড়ে বড্ড বিপদে কালাতিপাত করছেন, এমন হয়, তাহলে, কি এই মন্ত্র সঠিকভাবে সেই কঠিন অবস্থা থেকে সুষ্ঠুভাবে উদ্ধার করতে পারবে। মন্ত্রটিতে মূলত তিনজন অবতারের নাম একইসঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। এই তিনজন হলেন— শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীপরশুরাম ও শ্রীনৃসিংহদেব। মন্ত্রটি প্রতিদিন কমপক্ষে, ১০৮ বার করে জপ করে যেতে হবে। এখন আমি মন্ত্রটির জপ করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব, মন্ত্রটি প্রতিদিন সকালে নিত্যকর্ম করে, শুদ্ধবস্ত্রে, শুদ্ধাসনে, উত্তরমুখে বসে, তিলতেলের প্রদীপ জ্বেলে জপ করতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিদিন একই আসনে বসে, এক সময়ে, একই সংখ্যায় জপ করা উচিত। এই মন্ত্রটি যে ভক্তি ও আস্থা নিয়ে পাঠ করলে আপনারা উপকার পাবেনই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মন্ত্র-

ওঁম্ রাম-পরশুরাম-নৃসিংহদেব
আমার সাথে আছেন
কে করে ফরেব।
শত্রু কে কে আছিস আমার
সামনে আয়
মুহূর্তে ধ্বংস হবি
গুরু গোরখনাথের দোহাই।

প্রয়োজন মনে করলে 'ত্রিশক্তি রক্ষা কবচ' ধারণ করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ঘোড়ার নালের অন্ততঃ ছয়টি উপকারিতা

গৃহস্থ পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে প্রাচীনকাল থেকেই ঘোড়ার নালের ব্যবহার প্রচলিত। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, ঘোড়ার নাল ব্যবহার করে বহু ব্যক্তির ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। বাড়িতে নাল রাখলে ঘর ধন-ধান্যে ভরে থাকে। যে বাড়িতে ঘোড়ার নাল থাকে সেখানে কখনও অন্নাভাব হয় না। ঘোড়ার নাল লাগালে কী কী লাভ হতে পারে এবং কীভাবে শনির দোষ থেকে মুক্তি পেতে পারেন তা জেনে নিন। এই সমস্ত উপায় করলে শনির কৃপার পাশাপাশি লক্ষ্মীদেবীও প্রসন্ন হন।

ঘোড়ার নাল এত চমৎকারী কেন? ঘোড়ার নাল লোহার তৈরি, আবার লোহা শনির ধাতু এবং কালো রং শনির প্রিয়। পরিশ্রমী প্রাণীদের প্রতিনিধিত্ব করেন শনি। ঘোড়া পরিশ্রমী এবং শক্তিশালী। কালো ঘোড়াকে শনির সঙ্গ সম্পর্কযুক্ত প্রাণী বলে মনে করা হয়। তাই কালো ঘোড়ার নাল শনির দোষ দূর করে।

দরজায় কীভাবে নাল লাগাবেন? ঘোড়ার নালকে উল্টো করে অর্থাৎ এমনভাবে দরজায় লাগাতে হবে, যাতে এটি ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের মতো দেখতে হয়। দরজায় ঘোড়ার নাল লাগালে কোনও ধরনের নেগেটিভ এনার্জি বাড়িতে প্রবেশ করে না। কারও কু-দৃষ্টিও বাড়িতে পড়ে না। শনিবার রাত্রিতে এই জিনিসটিকে সদর দরজার উপরে লাগাবেন। এছাড়া আরও বিভিন্ন প্রয়োজনে সমাজে ঘোড়ার নালের ব্যবহার হয়। যেমন-

১. অন্নাভাব থেকে বাঁচার জন্য কালো ঘোড়ার নালকে কালো কাপড়ে জড়িয়ে শস্যভাণ্ডার বা এমন জায়গায় রাখুন, যেখানে শস্য থাকে।
২. দেব-দেবীর কৃপার জন্য ঘোড়ার নালকে সোজা করে দরজায় লাগালে, বাড়িতে দেব-দেবীর আশীর্বাদ থাকে। ও পরিবেশ পবিত্র থাকে।
৩. ব্যবসায় লাভের জন্য ব্যবসার স্থানে ঘোড়ার নাল রাখলে ধন বৃদ্ধি হয়। ব্যবসায়ে লাভ বাড়ে।
৪. লক্ষ্মীর প্রসন্নতার জন্য যেখানে টাকা-পয়সা রাখা থাকে, সেখানে কালো ঘোড়ার নালকে কালো কাপড়ে জড়িয়ে রাখুন। এর ফলে ধনবৃদ্ধি হয়।
৫. কোষ্ঠীতে শনি অশুভ হলে ছোট ছোট কাজেও বাধা আসে। সেই সমস্ত কাজে সাফল্য অর্জনের জন্যও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। একটি ঘোড়ার নাল সাথে রাখুন।
৬. শনির দোষ দূর করার জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে বেশ কয়েকটি উপায়ের কথা বলা রয়েছে। কালো ঘোড়ার নালের আংটি মধ্যমায় পরলে, শনির অশুভ প্রভাব অনেকটা কম হয়। যে-কোনও শনিবারই এই আংটি পরতে পারেন। আংটি পরার একদিন আগে, শুক্রবার রাতে তা দুধে ভিজিয়ে রাখুন। শনিবার সেই আংটিকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিন। তারপর আংটির পুজো করে শনিমন্ত্র জপ করুন। পুজো শেষ হওয়ার পর মধ্যমায় সেই আংটি ধারণ করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কালো জাদু থেকে বাঁচার উপায়

অনেকেই এমন বিশ্বাস করেন যে, তাদের বাড়িতে, অফিসে কিংবা দোকানে শত্রুদ্বারা তুকতাক, কালাযাদু, নজরলাগা ইত্যাদি জাতীয় যে কোনও রকমের ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালাযাদুর অশুভ প্রভাব আছে। আপনার সেই রকম কিছু আছে মনে হলে ও সেই কুপ্রভাব থেকে নিজেদের বাড়ির বাস্তুকে সুরক্ষিত করবার উপায় হিসেবে অতীব সহজে এবং খুব সহজ ঘরোয়া পদ্ধতিতে খুবই শক্তিশালী ও কার্যকরী কিছু কাজ আপনি নিজেই করে নিতে পারেন।

আমার ব্যক্তিগত জ্যোতিষ ও তন্ত্রের কর্মজীবনে অনেক মানুষের বাস্তু বিচার করতে গিয়ে এমন কিছু উপসর্গ বা বাস্তু পরিবেশ দেখে লক্ষ করেছি যে, তাঁদের বাড়ির বাস্তুতে শত্রুদ্বারা কোনো ব্ল্যাক ম্যাজিক বা তুকতাক করার জন্য তাঁদের জীবনে প্রতিটি কাজে তাঁদের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এছাড়াও বাস্তুর বিভিন্ন দোষে পারিবারিক সংগঠন নষ্ট হয়ে যায়। হয় তো এমন পরিস্থিতির শিকার আপনিও, আর তেমন যদি হয়ে থাকেন তো, এইসব নজরলাগা, যাদুটোনা, ব্ল্যাক ম্যাজিকের অশুভ প্রভাব থেকে নিজের বাস্তুকে সুরক্ষিত করতে একদম সস্তা ও খুবই শক্তিশালী কার্যকরী টোটকা আপনারা অনুসরণ করে দেখতে পারেন, আমি নিশ্চিত যে, আপনারা অবশ্যই সুফল পাবেন।

এই টোটকা করার শুভ দিন-শুক্লপক্ষের যে-কোনও শনিবার দিন থেকে এটা শুরু করতে হবে। তারপর প্রতি সপ্তাহ অন্তর পরপর আটটা শনিবার করে যেতে হবে। নতুন করে টোটকা করে পুরোনোটা আপনাদের বাড়ির বাস্তু থেকে দূরে বাইরে অন্য কোথাও ফেলে দিয়ে আসতে হবে। পুনশ্চ-টোটকা করার শুরুটা হবে শুক্লপক্ষের শনিবার, তারপরের সপ্তাহ থেকে পক্ষটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তখন শনিবার দিনটা গুরুত্বপূর্ণ।

টোটকা করার শুভ সময়-শনিবার সূর্যোদয়ের পর থেকে সকাল ৯টার মধ্যে এই টোটকা করলে কার্যকরী হবে। আর অতি অবশ্যই টোটকা করার আগে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নেবেন।

উপকরণ- ১টা পাতিলেবু (অন্য কোনও লেবু নয়, একমাত্র পাতিলেবু নিতে হবে), ৮টা একটু লম্বা আকারের বোঁটাসমেত কাঁচা লঙ্কা (বেশি ঝাল হলে আরোও ভালো), আর একটা সাদা রঙের সুতো আর সুচ দরকার।

টোটকা করার প্রণালী— শনিবার দিন সকালবেলা স্নানের পর একটা পাতিলেবু এবং ৮টি কাঁচালঙ্কাকে সুচ দিয়ে সাদা সুতোতে গাঁথতে হবে। লেবু মাঝে থাকবে আর তার উপরে ও নীচে ৪টি করে লঙ্কা গাঁথতে হবে। এবার এটাকে আপনাদের বাড়ি, দোকান, অফিসের (যেখানে ব্ল্যাক ম্যাজিকের কু-প্রভাব থাকবে) প্রধান সদর দরজার উপরে মাঝখান বরাবর

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বাড়ির বাইরের দিকে মাটি থেকে মোটামুটি ৬ ফুট উঁচুতে ঝুলিয়ে দিন। যদি কখনোও সদর বা প্রধান দরজার উপরে বাইরের দিকে ঝোলালে কারোর দ্বারা সেটা ছিঁড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো, তখন সেইক্ষেত্রে সদর দরজার ভিতর দিকে ঝুলিয়ে রাখতেও পারেন, তবে বাইরের দিকে ঝোলানোটাই বেশি কার্যকরী হবে। এইবার এভাবে প্রতি শনিবার করে একটানা আট সপ্তাহ ধরে টোটকা করতে হবে।

ফলাফল— এইভাবে সময় মতো মনে করে প্রতি সপ্তাহে টোটকা-টা একটানা করা যায় তো, তাহলে আট সপ্তাহ পর নিশ্চিন্তভাবে আপনাদের বাড়ির বাস্তু থেকে আপনাদের শত্রু দ্বারা যে-কোনও ব্ল্যাক ম্যাজিক, কালাযাদু, নজর লাগার কুপ্রভাব দূরীকরণ করতে পারবেন।

আপনার রাশি ও আপনার সৌভাগ্য বৃদ্ধি

স্বপ্ন পূরণের ইচ্ছা সকলের মনেই রয়েছে। তবে সেই স্বপ্ন পূরণ কতটা সম্ভব, তা নিয়ে অনেকের মনে সংশয় থাকতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে মুশকিল আসান হতে পারে জ্যোতিষশাস্ত্র। জ্যোতিষের প্রতিকার বিষয়ে এমন চমৎকার কিছু উপায় রয়েছে, যা করলে জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। কোন রাশির জাতকরা কোন উপায়ে নিজের ভাগ্যেন্নতি ঘটাবেন জেনে নিন। জ্যোতিষশাস্ত্রে এমন কিছু উপায়ের উল্লেখ রয়েছে, যা পালন করল সুখ, সৌভাগ্য লাভ সম্ভব। সমস্ত রাশির জাতকরা নিজের রাশি অনুযায়ী এই উপায়গুলি করে দেখতে পারেন। এর ফলে সুখ-সৌভাগ্যে জীবন ভরে যাবে। কী কী উপায় করবেন জেনে নেওয়া যাক।

মেষ রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-

১. প্রতি মঙ্গলবার হনুমানচালিসা ও বজরঙবাণ পাঠ করুন।
২. বুধবার সন্ধ্যা কোনও ধর্মীয় স্থানে কালো তিল দান করুন।
৩. নিজের ঘরে মহামৃত্যুঞ্জয় যন্ত্র স্থাপন করুন এবং প্রতিদিন এই যন্ত্রের ধ্যান পুজো ও জপ করুন।
৪. হলুদ চাল দিয়ে বৃহস্পতি ও সরস্বতীর পুজো করুন এবং তাঁর কাছে নিজের মনোকামনা ব্যক্ত করুন।
৫. সম্ভব হলে বৃহস্পতিবার উপবাস করুন। প্রতিদিন স্নান করার পর কপালে হলুদ ও জাফরানের তিলক লাগান।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বৃষ রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-

১. প্রতি শুক্রবার লক্ষ্মীর শ্রীসুক্ত পাঠ করুন।
২. গোলাপী, আকাশী ও উজ্জ্বল সাদা রংটি বেশি করে ব্যবহার করবেন। এর পাশাপাশি মহালক্ষ্মীর যে কোনও মন্ত্র জপ করুন।
৩. বাড়িতে অলৌকিক শ্রীযন্ত্র স্থাপন করে প্রতিদিন তার পুজো করুন।
৪. শনিবার পিঁপড়েকে আটা ও মাছকে খাবার খাওয়ান।
৫. স্ফটিকের মালা ধারণ করুন, এর ফলে উন্নতি সম্ভব।
৬. ওপাল রত্ন ধারণ করলে সুফল পেতে পারেন।
৭. সম্ভব হলে শুক্রবার উপবাস করুন।

মিথুন রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-

১. বাড়িতে তৈরি প্রথম রুটি গোরুকে খাওয়ান।
২. প্রতি বুধবার গোরুকে সবুজ শাক, সবুজ ঘাস ও সবজি খাওয়ান। গোটা মুগও খাওয়াতে পারেন।
৩. শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্র পাঠ করুন। এই স্তোত্র পাঠে লাভ হবে।
৪. বুধবারে উপবাস রাখা শুরু করুন। এর ফলে রোগমুক্ত থাকবেন। পাশাপাশি ব্যবসায় উন্নতি হবে।
৫. পান্না ধারণ করা শুভ। শুক্লপক্ষে বুধবার কনিষ্ঠা আঙুলে এই রত্ন ধারণ করুন।
৬. কঠিন স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য গজেন্দ্র মোক্ষ স্তোত্র পাঠ করুন। শ্রীরাম স্তোত্র পাঠ করাও লাভজনক হবে।

কর্কট রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-

১. পূর্ণিমায় উপবাস পালন করুন।
৩. নিজের ঘরে মহামৃত্যুঞ্জয় যন্ত্র স্থাপন করুন এবং প্রতিদিন এই যন্ত্রের ধ্যান পুজো ও জপ করুন।
৪. হলুদ চাল দিয়ে বৃহস্পতি ও সরস্বতীর পুজো করুন এবং তাঁর কাছে নিজের মনোকামনা ব্যক্ত করুন।
৫. সম্ভব হলে বৃহস্পতিবার উপবাস করুন। প্রতিদিন স্নান করার পর কপালে হলুদ ও জাফরানের তিলক লাগান।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বৃষ রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-

১. প্রতি শুক্রবার লক্ষ্মীর শ্রীসুক্ত পাঠ করুন।

২. গোলাপী, আকাশী ও উজ্জ্বল সাদা রংটি বেশি করে ব্যবহার করবেন। এর পাশাপাশি মহালক্ষ্মীর যে কোনও মন্ত্র জপ করুন।

৩. বাড়িতে অলৌকিক শ্রীযন্ত্র স্থাপন করে প্রতিদিন তার পুজো করুন।

৪. শনিবার পিঁপড়েকে আটা ও মাছকে খাবার খাওয়ান।

৫. স্ফটিকের মালা ধারণ করুন, এর ফলে উন্নতি সম্ভব।

৬. ওপাল রত্ন ধারণ করলে সুফল পেতে পারেন।

৭. সম্ভব হলে শুক্রবার উপবাস করুন।

মিথুন রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-

১. বাড়িতে তৈরি প্রথম রুটি গোরুকে খাওয়ান।

২. প্রতি বুধবার গোরুকে সবুজ শাক, সবুজ ঘাস ও সবজি খাওয়ান। গোটা মুগও খাওয়াতে পারেন।

৩. শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্র পাঠ করুন। এই স্তোত্র পাঠে লাভ হবে।

৪. বুধবারে উপবাস রাখা শুরু করুন। এর ফলে রোগমুক্ত থাকবেন। পাশাপাশি ব্যবসায় উন্নতি হবে।

৫. পান্না ধারণ করা শুভ। শুক্লপক্ষে বুধবার কনিষ্ঠা আঙুলে এই রত্ন ধারণ করুন।

৬. কঠিন স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য গজেন্দ্র মোক্ষ স্তোত্রম্ পাঠ করুন। শ্রীরাম স্তোত্র পাঠ করাও লাভজনক হবে।

কর্কট রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-

১. পূর্ণিমায় উপবাস পালন করুন।

২. সোমবার শিবের চন্দ্রশেখর স্বরূপের পুজো করা উচিত।

৩. শিব সহস্রনাম স্তোত্র বা শিবাষ্টক পাঠ করলে লাভ অর্জন করতে পারেন।

৪. সোমবারে উপবাস করলে রোগমুক্ত হবেন ও ব্যবসায় উন্নতি সম্ভব।

৫. উত্তম গুণমানের মুক্তো ধারণ করুন। শুক্লপক্ষের সোমবার কনিষ্ঠা আঙুলে এই রত্ন ধারণ করুন।

৬. কঠিন সমস্যা ও অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে সারা বছর শ্রীশিব তাণ্ডব স্তোত্র পাঠ করতে ভুলবেন না।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সিংহ রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-
১. সিংহ জাতকদের রবিবারে উপবাস করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২. যে-কোনও রবিবার থেকে শুরু করে প্রতিদিন সূর্যকে অর্ঘ্য দিন।
৩. প্রতিদিন সূর্যষ্টিক পাঠ করা আপনার জন্য লাভজনক।
৪. বুধবার সন্ধ্যাবেলা কোনও মন্দিরে কালো তিল দান করলে লাভ হতে পারে।
৫. শুক্লপক্ষের রবিবার সকালে অনামিকা আঙুলে মাণিক্য ধারণ করুন।
৬. কঠিন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করা লাভজনক।

কন্যা রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-
১. বুধবার কন্যা রাশির জাতকদের উপবাস করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২. বুধবার থেকে শুরু করে প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্র পাঠ করুন।
৩. প্রতিদিন বুধদেবের বীজমন্ত্র জপ করুন।
৪. বুধবার সন্ধ্যাবেলা কোনো মন্দিরে কালো তিল দান করলে লাভ হতে পারে।
৫. কনিষ্ঠা আঙুলে শুক্লপক্ষের বুধবার পান্না ধারণ করুন।
৬. রাম রক্ষা স্তোত্র পাঠ করলে কঠিন সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।
৭. শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্রপাঠ করুন। এই স্তোত্রপাঠে লাভ হবে।

তুলা রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-
১. শুক্রবারের উপবাসের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২. শুক্রবার থেকে শ্রীসুক্ত পাঠ করা শুরু করুন। তারপর প্রতিদিন এটি পাঠ করবেন।
৩. প্রতিদিন শুক্রের বীজমন্ত্র জপ করলে লাভ হবে।
৪. শুক্রবার মন্দিরের মহিলা পুরোহিতকে শৃঙ্গারের সামগ্রী উপহার দিন।
৫. হীরা বা ওপাল রত্ন ধারণ করতে পারেন।
৬. শ্রীগজেন্দ্র মোক্ষ স্তোত্রম্ পাঠ করলে সুফল পাবেন।
৭. মহালক্ষ্মীর যে-কোনও মন্ত্র জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-
১. প্রতি মঙ্গলবার হনুমানচালিসা জপ করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

২. লাল ও মেরুন রঙ ব্যবহার করবেন ও এর পাশাপাশি মঙ্গলের মন্ত্র জপ করুন।
৩. শনিবার পিঁপড়েকে আটা খাওয়ান।
৪. মুক্তো ধারণ করলে সুফল পাবেন।
৫. রোগ থেকে মুক্ত থাকতে সংকটমোচন স্তোত্র পাঠ করুন।
৬. প্রতিদিন কপালে ও নাভিতে চন্দনের তিলক দিন ও চন্দনের আতর ব্যবহার করুন।
৭. প্রতি সোমবার ও পূর্ণিমায় ভগবতী লক্ষ্মীকে পায়স ভোগ দিয়ে নিজে প্রসাদ গ্রহণ করুন।

ধনু রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-
১. আপনারা প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীরামচালিসা জপ করুন।
২. হলুদ, কমলা বা লাল রঙের ব্যবহার বেশি করবেন।
৩. প্রতিদিন গ্রহগুরু বৃহস্পতির মন্ত্র জপ করবেন।
৪. গোরুকে সবুজ ঘাস ও গুড় খাওয়ান।
৫. পোখরাজ ধারণ করলে লাভ হবে।
৬. শ্রীরাম রক্ষা স্তোত্র পাঠ করতে ভুলবেন না।
৭. বৃহস্পতিবার উপবাস করতে পারেন।

মকর রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-
১. প্রতি শনিবার শ্রীশনিচালিসা পাঠ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২. দশরথকৃত শনিস্তোত্র পাঠ করুন।
৩. শনিবার উপবাস করতে পারেন।
৪. আপনার রাশির অধিপতি শনি তাই নিরন্তর শনিমন্ত্র জপ করে যান।
৫. গোরুকে সবুজ ঘাস ও গুড় খাওয়ান। পিঁপড়েকে আটা খাওয়াতে ভুলবেন না।
৬. নীলা ধারণ করলে সুফল পাবেন।
৭. সরষের তেলে বিউলি ডালের বড়া ভেজে দরিদ্রদ্যদের খাওয়ান।

কুম্ভ রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-
১. শনির বীজমন্ত্র জপ করুন।
২. শনিবার কালো ছোলার প্রসাদ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করুন।
৩. শনিবার হনুমানচালিসা পাঠ করুন।
৪. শমীগাছের তলায় শনিবার সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালানো শুভ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

৫. আর্থিক উন্নতির জন্য শুক্রবার শ্রীসুক্ত পাঠ করা উচিত।
৬. গরিব ও কুষ্ঠরোগীদের ওষুধ বিতরণ করুন।
৭. সমস্যা মুক্তির জন্য বজরঙবাণ পাঠ করুন। সুন্দরকাণ্ড পাঠ করতে পারেন।

মীন রাশি

এই রাশির জাতকরা জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার জন্য-

১. মীন রাশির জাতকরা জীবনে উন্নতির জন্য বৃহস্পতির বীজ মন্ত্র জপ করবেন।
২. হলুদ রঙের মিষ্টিভাত তৈরি করে দেবতাদের ভোগ নিবেদন করুন ও প্রসাদ গ্রহণ করবেন।
৩. বৃহস্পতিবারে ভগবান শ্রীরামের স্তুতি করুন। এর ফলে লাভ হবে।
৪. প্রতি বৃহস্পতিবার অশ্বত্থ গাছ স্পর্শ না করে জল নিবেদন করুন। এর পাশাপাশি কলাগাছে জল নিবেদন করে যান।
৫. আর্থিক চাপ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণ ও পড়ুয়াদের ভোজন করান, দান-দক্ষিণা দিন।
৬. বৃহস্পতিবার ১১ বার শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্র পাঠ করুন।
৭. বৃহস্পতিবারে ভিজে ছোলার ডাল ও ছোলার ডালের খিচুড়ি খান।

কালো জাদু থেকে বাঁচার আরও কিছু উপায়

আমরা যত আধুনিক হচ্ছি ততই সমাজে বিভেদের সৃষ্টি হচ্ছে। ভাইয়ে ভাইয়ে, বোনে-ভাইয়ে বিরোধ। প্রতিবেশীর সাথে বিরোধ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। একে অপরের প্রতি সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে প্রায় সকলের মনেই। আজকের দিনে খুব সহজভাবে সম্পর্কগুলি গড়ে উঠছে না। আমরা যদি কোনও মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে জিজ্ঞাসা করি তো তিনি বলবেন-এটা হল ভোগবাদী জীবনের প্রতিফলন। সকলেই নিজের কেরিয়ার নিয়ে, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। অন্যের কথা ভাবার সময় কোথায়?

এই জীবনসংগ্রামে যে পিছিয়ে পড়ছে, সে মনোকষ্টে ও শেষে হতাশায় ভুগছে। কিছু সময়, মানুষের মনে একটা ধারণা জন্মায়, এই জীবনসংগ্রামে পিছিয়ে পড়ার কারণ হয়তো হচ্ছে নিম্নবর্গের তান্ত্রিক কর্মের জন্য বা সোজা কথায় ব্ল্যাক ম্যাজিকের কারণে।

যদি মনে করেন যে— আপনার বিরুদ্ধে কেউ কোনও ক্ষতিকারক কাজ করেছে বা করেই চলেছে, যার ফলে আপনার সহজে হওয়া কাজ হচ্ছে না, কোনও কারণ নেই অথচ আর্থিক দুরাবস্থার কারণে ধীরে ধীরে দেনায় ডুবে যাচ্ছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অকারণে মনোমালিন্য হচ্ছে, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সন্তান পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ছে-তবে খুব সহজ উপায়ে, একদম কম খরচে এবং নিজে-নিজেই করতে পারবেন এমন একটা কর্মের

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বিষয়ে আলোচনা করব। মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

যে কোনও শনিবার দিন এই কাজটা আপনাকে করতে হবে। আপনাকে এরজন্য তিনটি জিনিস লাগবে-এক হাত বাই এক হাত কালো কাপড়ের একটা টুকরো, এক কেজি আড়াইশ গ্রাম কাঠকয়লা আর এককেজি আড়াইশ গ্রাম কালো কলাইডাল। এই কাঠকয়লা আর কলাইডাল কালো কাপড়ে বেঁধে নিন। তারপর, যার উপর ক্রিয়া করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, তার মাথার উপরে, ঘড়ির কাঁটার ঘোরার (ডানদিকে) দিকে, সাতবার ও বিপরীতমুখে একবার ঘুরিয়ে নিন। এইবার ঐ পোঁটলাটি নিয়ে চলে যান কোনও নদীর তীরে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিন নদীর জলে অথবা কোনও অশ্বথ গাছের কাছে। নদীর জলে ফেললে জলদেবতার কাছে আর অশ্বথ গাছের কাছে রাখলে বৃক্ষ দেবতার কাছে আপনার বা ঐ ব্যক্তির সমৃদ্ধির প্রার্থনা করুন। ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে ক্রিয়াটি করবেন, অবশ্যই সুফল মিলবে।

◆ প্রয়োজন মনে করলে 'ত্রিশক্তি রক্ষা কবচ' ধারণ করুন।

স্বামী-স্ত্রীর সুমধুর সম্পর্কের উপায়

বিবাহিত জীবন যেহেতু আদতে দুজন মানব-মানবীর সম্পর্ক। বিশ্বাস, আস্থা, পারস্পরিক সম্মানের সম্পর্ক এটি আর তাই এ বিষয়টি কখনোই ভুললে চলবে না। উভয়ে উভয়কে। আকর্ষণ করাটা খুবই জরুরি। আর এ বিষয়টি যদি গুরুত্ব হারায় তাহলে বিবাহিত সম্পর্কের বাঁধনও ফিকে হয়ে যায়। আপনি সঙ্গী হিসেবে যাকে বেছে নেবেন তার অন্য সব বিষয়ের তুলনায় আপনার সঙ্গে মিল কতখানি রয়েছে তাই দেখুন আগে। এই ক্ষেত্রে আপনার মূল্যবোধ, জীবনযাপন, সামাজিক অবস্থান, সামাজিকতা ইত্যাদি বিষয় যদি তার সঙ্গে মিলে যায় তাহলে বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। সামাজিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ি কিংবা নিজের বাড়ি উভয় আত্মীয়স্বজনেরই সহায়তা ও মিলেমিশে থাকার একান্ত প্রয়োজন এবং এই ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে চলতে হয় সকলকেই। বহু মানুষই অভিযোগ করেন, তাঁর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় তাঁর বিবাহিত জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর এই ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ অবশ্যই জরুরি। এত কিছুর পরেও যদি আপনাদের সম্পর্কে শিথিলতা আসে তবে-

১. প্রতিদিন কেশর, অ-ভঙ্গুর আতপ চাল, বেলপাতা ও দুধ দিয়ে ভগবান শিবের অভিষেক করুন।
২. প্রাতঃরাশ, দুপুরে ও রাত্রিতে খাওয়াদাওয়ার পরে মুখশুদ্ধি হিসাবে মৌরি ও একটু লালচিনি মুখে দিয়ে চিবানো অভ্যাস করুন।
৩. সপ্তাহের এক শুক্রবার থেকে সাতদিন অর্থাৎ পরের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সাতটি বাচ্চা মেয়েকে টক জাতীয় খাবার উপহার দিন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

৪. প্রতিদিন স্নানের পরে চন্দনের আতর ব্যবহার করুন ও নাভিতে চন্দনের গুঁড়ো দিন।
৫. আপনার বাড়িতে ঠাকুরের আসনে একটি ছোট্ট লোহার ত্রিশূল রাখুন ও সেটি হাতে নিয়ে প্রতিদিন দশবার - 'ওঁম্ নমঃ শিবায়' মন্ত্র জপ করুন।
৬. প্রতি পূর্ণিমাতে আতপ চাল ও বিউলির ডালের খিচুড়ি সাধ্যমতো কোনও মন্দিরে গিয়ে দরিদ্র ব্যক্তিদের খাওয়ান।
৭. একটি লাল রঙের ছোট বালব দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ২৪ ঘণ্টা জ্বালিয়ে রাখুন।
৮. রবিবার গমের আটা, আখের গুড়, তামার বাসনপত্র কোনও মন্দিরে দান করুন। আশাকরি সমস্যা মুক্তি ঘটবে।

◆ প্রয়োজন মনে করলে রাশিগত টোটকা পালনের সাথে সাথে 'হর-পার্বতী কবচ্' ধারণ করুন।

আপনার বাস্তুর বিভিন্ন গাছ

'ছোট হোক তবু ভাই
নিজের ঐ বাসা
নিজে হাতে গড়া মোর
কাঁচা ঘর খাসা'

তাই জেনে রাখতে হবে যে আমাদের খাসা বাসগৃহে কোনও গাছ কীভাবে আমাদের উপকার করে। মানুষের সাংসারিক জীবনের শান্তি বা অশান্তি কিংবা সুখ-দুঃখের সঙ্গে গাছপালা যে কত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, তা আমাদের অনেকেরই ধারণাতীত। এমন বেশ কিছু গাছ আছে, যেগুলো বাড়িতে থাকলে মানুষের অজ্ঞাতেই কোনও না কোনওভাবে শান্তি বা অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে। এখন দেখে নেওয়া যাক কোন্ গাছ বাড়িতে থাকলে আমাদের জীবনে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করে—

১. বেল বা নারকেল গাছ শিবের প্রতিরূপ। এই গাছ বাড়িতে থাকলে অন্যান্য কোনও অশান্তি থাকলেও অর্থ, অন্ন ও বস্ত্রের কষ্ট জীবনে থাকে না। কিন্তু কেটে ফেললে হয় সংসার ভাঙবে, না হলে দারিদ্র্যতা আসবে কিংবা পরিবারে কারও মৃত্যু শোকাহত করবে।
২. সুমিষ্ট ফলের গাছ, যেমন-আম, কালোজাম, জামরুল, পেয়ারা, নারকেল, আঁশফল প্রভৃতি গাছ সুখ ও সমৃদ্ধির কারণ।
৩. লতানো গাছের মধ্যে লাউ, কুমড়োও সুখ ও সমৃদ্ধির কারণ।
৪. বাড়িতে আম, কাঁঠাল, লেবু, বেল, কুলগাছ সীমানার ডানদিকে থাকলে বন্ধু, পুত্র-পৌত্রাদি বৃদ্ধি করে এবং তার সঙ্গে দৈনন্দিন সুখ ও সৌভাগ্য লাভ হয়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

৫. কালোজাম ও আনারস গাছ বাড়ির পূর্ব অথবা দক্ষিণ সীমানায় থাকলে আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়।
৬. বাড়ির পূর্বদিকে চাঁপাফুলের গাছ থাকলে আজীবন লক্ষ্মী বাঁধা থাকে, গৃহীর সৌভাগ্য ও মানসিক আনন্দ বৃদ্ধি করে।
৭. উত্তর-পূর্ব দিকে করবী ফুলের গাছ থাকলে স্বয়ং নারায়ণের বসতি হয় বাড়িতে।
৮. বাড়ির আশেপাশে তেঁতুল, বট, শিমুল ও বাঁশগাছ গৃহস্থের উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটায়।
৯. সব সময় রোগভোগ ও অশান্তি লেগেই থাকে যদি বাড়িতে খেজুর, পলাশ, ডুমুর, কাঞ্চন, মনসা, সপ্তপর্ণী, বয়রা, হরীতকী, ধুতুরা এবং যে-কোনও ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ থাকে।
১০. যে-কোনও শুকনো গাছ অর্থনাশক ও বিঘ্নকারক। অগ্নিকাণ্ডের ভয় কারকও।
১১. বাড়ির পূর্বদিকে অশ্বত্থ গাছ এবং পশ্চিমদিকে বটগাছ দীর্ঘস্থায়ী আইন সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার কারক।

বসতবাড়িতে বড় গাছ না লাগিয়ে ছোটগাছ বা পাতাবাহারি গাছ লাগানো ভালো। কারণ তা ক্ষতিকর চৌম্বকীয় তরঙ্গ মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদি শোষণ করতে পারে। মানিপ্ল্যান্ট, মনেস্ট্রা, ফার্ন, ডিফেনবেচিয়া, ছোট পাম, ক্রোটন, ড্রেসেনা, ছোট বাঁশ ইত্যাদি গাছ ঘরের শোভা বর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরের টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটার, এয়ারকন্ডিশনার, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওভেন ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত ক্ষতিকর রশ্মি থেকে মানুষকে অনেকাংশে রক্ষা করে।

আপনার বাস্তুর যে বিষয়গুলি লক্ষ্য করবেন

আমাদের জানা দশে দিক-এর উর্ধ্ব আর অধঃ বাদ দিলে মোট আটটি দিকের প্রতিটি কোণ থেকে আমরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারি। যেমন-

উত্তর-পূর্ব বা ঈশান কোণ থেকে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাই। নর্থ বা উত্তরদিক থেকে আমরা শিক্ষা ও ব্যবসায়িক উন্নতি সংক্রান্ত শুভ ফল পাই। সাউথ-ইস্ট বা দক্ষিণ-পূর্ব বা অগ্নি কোণ থেকে আমরা যে কোনও বিষয়ে প্রাচুর্য সংক্রান্ত শুভ ফল পাই। সাউথ বা দক্ষিণদিক থেকে আমরা আমাদের নাম ও যশ বিষয়ে শুভ ফল আশা করতে পারি। সাউথ-ওয়েস্ট বা দক্ষিণ-পশ্চিম বা নৈঋত কোণ থেকে আমাদের যে-কোনও শুভ ফলের স্থায়িত্ববিষয়ক শুভ ফল আশা করতে পারি। ইস্ট বা পূর্বদিক থেকে আমরা আমাদের কর্মের অগ্রগতি, নিপুণতা ও সরকারি অনুগ্রহ পেতে পারি। নর্থ ওয়েস্ট বা উত্তর-পশ্চিম বা বায়ু কোণ থেকে আমরা আমাদের যে-কোনও কর্ম কত দ্রুত করব বা সমস্যা কত দ্রুত সমাধান করতে পারব তা বুঝাবে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বাস্তুর পশ্চিমদিক থেকে আমরা আমাদের কর্মচারী বা সাহায্যকারী মানুষদের থেকে কতটা সাহায্য পাব তা বুঝায়।

আপনার বাড়ির সিঁড়ি সকল সময়ই দক্ষিণ, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হওয়া ভালো এবং প্রতি থাকে বিজোড় সংখ্যায় সিঁড়ি যেন থাকে লক্ষ রাখবেন। এতে সংসারে শান্তি ও আর্থিক উন্নতি বজায় থাকবে। দক্ষিণমুখী হয়ে রান্নাকরা ও খেতে বসা উচিত নয়। এর ফলে ঐ ব্যক্তি অযথা তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। এছাড়া তিনি বদহজম, অনিদ্রা, দুর্বলতায় ভুগবেন।

আপনার গৃহমন্দিরে প্রদীপ কখনই সূর্যমুখী বা বাদাম তেল দিয়ে জ্বালাবেন না। এমন করলে ঐ বাস্তুর অধিবাসীরা ধারদেনায় জড়িয়ে পড়েন ও অর্থের অভাব চিরকাল থাকে।

আপনার গৃহমন্দির লক্ষ্মীর আবাস করতে চাইলে খুব সহজ একটি পদ্ধতি হল-যে-কোনও সোমবার পনেরোটি তুলসীপাতা একটা কাচের বাটিতে গঙ্গাজলে ভিজিয়ে রাখুন। বাটিটি ঢাকা দেবেন না। এইভাবে পরপর তিনদিন-সোম, মঙ্গল ও বুধবারের পরে বৃহস্পতিবার এই পুণ্যজল একটি কাচের বোতলে ভরে রাখুন। আপনার গৃহমন্দির, ব্যবসাস্থানে ছিটিয়ে দেবেন দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবেন। আপনার ঘরের, অফিসের বা দোকানের উত্তর দেওয়ালে বয়ে যাওয়া জলের ছবি, ছোট্ট ফোয়ারা ইত্যাদি রাখলে তা ধনাত্মক শক্তিকে বয়ে আনে।

আপনার বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব বা অগ্নি কোণে আয়না রাখবেন না। এমনটা হলে আপনার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কলহ লেগে থাকবে, আগুন লেগে যেতে পারে বা শর্টসার্কিট হতে পারে, চুরি হতে পারে বা বারবার রান্নার সময়, খাবার পুড়ে যেতে পারে। তাই বড় আয়না রাখলে পূর্ব, উত্তর বা উত্তর-পূর্বদিকে রাখুন। আর দক্ষিণ-পূর্ব বা অগ্নি কোণে মাটির ফুলদানিতে কমলা বা লাল রঙের ফুল রাখবেন বাড়িতে শান্তি বজায় থাকবে।

আপনার বাস্তুর দোষ প্রশমনের উপায়

পূর্বপরিকল্পনা ও বাস্তুবিদের পরামর্শ ছাড়াই যদি আপনি বাড়ি তৈরি করেন তবে আপনার শুভ জন্মকোষ্ঠী থাকলেও বাড়িতে বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা ও গৃহ অশান্তি থাকতে পারে যা পরিবারের সুস্থিতি নষ্ট করে। এইজন্য উপযুক্ত বাস্তুশাস্ত্রবিদের পরামর্শ নিন। তবে সামান্য কিছু পরিবর্তন চাইলে নিচের লেখাটি পড়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন।

এক শুক্রবারে একটি ছোট তামার ঘটের মধ্যে একটুখানি আতপ চাল, একটু ধান, ৫টি সুপারি, ৫টি হরীতকী, ৭টি লক্ষ্মীকড়ি, এক টুকরো লোহা, এক টুকরো রূপা ও একটুখানি সোনার টুকরো রেখে ঘটটি জলপূর্ণ করবেন এবং ঘটের উপরে একটা সরায় একমুঠো আতপ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

চাল দিয়ে তার উপরে একটি পাকা কাঁঠালি কলা রাখবেন। ঘটের গায়ে সিন্দুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কন করবেন। এবার ঘটটি বাড়ির ঠাকুরের ঘরের ঈশান কোণে অষ্টদল পদ্মের উপর রাখতে হবে। প্রত্যেক সপ্তাহে শুক্রবার ঘটের জল পরিবর্তন করবেন। এর ফলে বাড়ির বাস্তুদোষ আশু প্রশমিত হবে। পরবর্তী সুবিধাজনক সময়ে বাস্তুবিদের পরামর্শ নিতে পারেন।

আপনার জন্মকোষ্ঠীর শুভতা থাকলেও বাড়িতে বাস্তু দোষ নিবারণ অবশ্যই কর্তব্য। ফলে আয়বৃদ্ধি হবে, দাম্পত্য শান্তি থাকবে, সন্তানের পড়াশুনা সঠিক হবে, বাড়িতে শান্তি ফিরে আসবে, পরিবারের সকলের মঙ্গল হবে।

পাখি এবং নাম ও যশের টোটকা

জীবন থাকলে সমস্যা থাকবেই আর সমস্যা থাকলে তার যুৎসই সমাধানও আছে। গর্ভাবস্থা থেকে জন্মগ্রহণের সময় থেকেই সমস্যার সৃষ্টি হয় আর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত এই সমস্যা আমাদের পিছু ছাড়ে না। আমরা বিভিন্ন উপায়ে সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেষ্টা করি। এইক্ষেত্রে 'খাঁচাবশী পাখি' আমাদের সাহায্য করতে পারে।

কোনও ব্যক্তি যদি বারবার আইনগত সমস্যায় ভুগে থাকেন তবে মঙ্গলবার, যদি ব্যবসায় মন্দায় ভোগেন তো বুধবার, আর যদি মানসিক অবসাদ বা একাকীত্বে ভুগে থাকেন তো বৃহস্পতিবার খাঁচাশুদ্ধ একটা পাখি কিনে নিয়ে বাড়িতে আসুন। একান্তে ঐ পাখিটিকে আপনার নিজের সমস্যার কথা বলুন। তারপর পাখিটিকে মুক্ত করে খাঁচাটিকে বাম হাতে ধরে বাড়ির বাইরে ফেলে দিন। সোজা বাড়ি ফিরে আসুন। ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে কোনও শিবমন্দিরে রেখে ভগবান শিবকে প্রণাম করে বাড়ি চলে আসুন। আপনার সমস্যা দূর হবে-বারবার বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষিত।

নাম, যশ ও ঘি

আপনি যথেষ্ট ভালো মানুষ। সকল সময় সকলের ভালো চিন্তা করেন। আপনি ঈশ্বরানুরাগী। ধর্মকর্মেও মতি আছে। সামান্য জীবনধারা। কর্মক্ষেত্রে নিখুঁত কাজ করেন অথচ উন্নতি নেই। সুখী সংসার অথচ, আপনার যথেষ্ট সুনাম নেই এবং কাজের প্রশংসাও নেই। এই ক্ষেত্রে যদি আপনি সুনাম ও খ্যাতি পেতে চান তো কোনও প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে প্রতিদিন, আপনার সামর্থ্য ও ইচ্ছামত কিছুটা গব্য (গোরুর দুধের) ঘি নিজের হাতে দান করুন। পুরোহিতকে বলুন, ঐ ঘি যেন আরতির কাজে প্রদীপ জ্বালাতে তিনি খরচ করেন। সম্ভব হলে আরতির সময় উপস্থিত থাকুন। এই টোটকাটা বহু পরীক্ষিত, কিছুদিনের মধ্যেই আপনার নাম-যশ হবে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভাগ্যোন্নতি এবং বাস্তুদোষে নবগ্রহ ধুনো

- আপনার পরিবারের সদস্যেরা কি মাঝেমাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন?
- যে-কোনো কাজে একের পর এক বাধা আসছে?
- কারণ ছাড়াই অর্থের অপচয় হচ্ছে?
- রোজ পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্য চলছে?
- বাড়িতে কি কীটপতঙ্গের উৎপাত বেড়ে গিয়েছে?

সময়ে অসময়ে দুর্গন্ধের ঘ্রাণ পাচ্ছেন?

- সন্ধ্যার পর থেকে বাড়ির আশেপাশে শাঁখ বাজানোর মতো করে কুকুর ডাকছে?

যদি উপরে লেখা সাতটি বিবরণের অন্তত চারটি বিবরণের সাথে আপনার পারিবারিক সমস্যার মিল থাকে তবে মনে করবেন কোনও কুদৃষ্টি আপনার পরিবারের উপর পড়েছে। সেই ক্ষেত্রে অন্তত সপ্তাহে দুটি দিন। সন্ধ্যাবেলায় নবগ্রহ ধুনো ব্যবহার করুন। দুই-এক সপ্তাহেই এর প্রভাব কেটে যাবে। একটুকরো নারকেলের ছোবড়া জ্বালিয়ে তার উপর ঐ নবগ্রহ ধুনো, হাফ-চামচ মতো দিয়ে সুগন্ধী ধোঁয়া বের হলে সারা বাড়িতে ঘুরিয়ে নিন। সপ্তাহে দুইদিন করে কিছুদিন দিলেই সমস্যা কেটে যাবে।

মঙ্গলদোষের টোটকা

জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল শক্তি, সাহস, ভূমি, ভাইয়ের কারক হিসাবে ভূমিপুত্র বলা হয়। এটি মেষ এবং বৃশ্চিক রাশির অধিপতি। মঙ্গল মকর রাশিতে উচ্চ এবং কর্কট রাশিতে দুর্বল। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, যে ব্যক্তির রাশিচক্রে মঙ্গল শক্তিশালী এবং শুভ ফল দেয়, সেই ব্যক্তি সাহসী, নির্ভীক এবং সর্বক্ষেত্রে সফল এবং বিজয়ী হন। বিপরীতে, মঙ্গল দুর্বল হলে ব্যক্তিকে জমি-জমাসংক্রান্ত বিরোধ, শত্রুদের কাছ থেকে পরাজয়, ঋণের মতো সব ধরনের সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়।

লগ্ন স্থানে মঙ্গল থাকলে জাতক কুব্জ দেহবিশিষ্ট হতে পারেন। অর্থ থাকবে। লোকমুখে নিন্দা বা কুৎসা রটবে। মঙ্গল লগ্নে থাকলে জাতক কৃষ্ণবর্ণ, খল, পাপী, অসুখী হতে পারেন। খুব শৌখিন হন না, বরং ছেঁড়া জামাকাপড় পরতে বেশি পছন্দ করেন।

মঙ্গল ধনস্থানে থাকলে জাতক কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, বক্তা বা প্রবাসী হতে পারেন। বিপরীতে হলে জাতকের সহ্য শক্তি খুব বেশি হবে। একটু লোভী প্রকৃতির হলেও অল্পে খুশি থাকবেন।

মঙ্গল তৃতীয় স্থানে থাকলে সহোদরের বিনাশ হতে পারে। মঙ্গল তুঙ্গে অবস্থান করলে জাতক দীর্ঘ আয়ুযুক্ত হন। সুখী ও বিলাসী হন এঁরা। বিপরীত হলে গরিব হবেন। অনেকক্ষেত্রেই

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সুখ থাকে না। বন্ধুস্থানে মঙ্গল থাকলে জাতক বন্ধুহীন হন।

মঙ্গল সন্তানস্থানে থাকলে জাতক সাধারণত পুত্রহীন, সুখহীন ও অর্থহীন হন। মঙ্গল যদি নীচস্থ হয়, তাহলে প্রচুর শত্রু থাকে।

মঙ্গল রিপুস্থানে থাকলে জাতক রাজসম্মান পান। দেখতে একটু অসুন্দর হতে পারেন। এই জাতকের অনেক পুত্র থাকতে পারে।

মঙ্গল সপ্তমে অবস্থান করলে এবং নীচস্থ হলে জাতকের স্ত্রী বিনাশ হতে পারে। স্ত্রীকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখতে ভাল হয় না। মঙ্গল তুঙ্গে থাকলে জাতক সুন্দর হন।

মঙ্গল অষ্টম বা নিধনস্থানে থাকলে জাতক একাধিক রোগে ভুগতে পারেন। মঙ্গল দুর্বল হলে জাতকের দুর্ঘটনা ও রক্তক্ষরণ যোগ বেশি থাকবে।

মঙ্গল ধর্মস্থানে থাকলে জাতক সৌভাগ্যহীন হন। তবে সাধারণত এঁদের শরীরে রোগ থাকে না।

মঙ্গল কর্মস্থানে থাকলে জাতক সাহসী ও স্ত্রী অনুরাগী হন। প্রচণ্ড রাগী ও ধার্মিক হন এঁরা।

মঙ্গল আয়স্থানে থাকলে জাতক পণ্ডিত, পরোপকারী ও সহনশীল হন। এঁরা একটু লোভী প্রকৃতির হয়ে থাকেন।

মঙ্গল দ্বাদশে অবস্থান করলে জাতক পরের অর্থে দৃষ্টি দিয়ে থাকেন।

আসলে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মঙ্গলকে নিষ্ঠুর, ক্ষতিকর গ্রহ এবং এটি আগ্রাসন, সাহস, শক্তি এবং আবেগ এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে আত্মবিশ্বাসের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। মঙ্গলকে পৃথিবীর পুত্র এবং যুদ্ধের দেবতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

যাঁদের কুণ্ডলীতে মঙ্গল শক্তিশালী থাকে তাঁরা যে-কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত খুব সহজে নিয়ে নেয়। তারা কখনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভয় পায় না এবং শক্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু কোনও ব্যক্তির যদি কুণ্ডলীতে মঙ্গল দুর্বল বা অশুভ থাকে সেই ব্যক্তিকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে মঙ্গলের সংযোগ এবং প্রভাব-যখন দুটি গ্রহ একই রাশিতে অবস্থান

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

করে, তখন এই সংযোগকে বলা হয় যুতি। এই অবস্থায় মঙ্গল গ্রহ যখন বৃহস্পতি, চন্দ্র, শুক্র ও বুধের সঙ্গে যে-কোনও একটি রাশিতে মিলিত হয়, তখন তার ফল খুবই শুভ হয়। কিন্তু মঙ্গল যখন শনি, রাহু, কেতুর মতো গ্রহের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তা ভাল ফল দেয় না। জেনে নেওয়া যাক মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে বাকি ৮টি গ্রহের সম্পর্ক কেমন।

মঙ্গল-সূর্য-সংযোগ— মঙ্গল এবং সূর্য উভয়কেই শক্তির গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই দুটি গ্রহের সংমিশ্রণে গ্রহণ যোগ গঠিত হয়। এই জোটের কারণে পিতা-পুত্রের মধ্যে মতভেদ বাড়ে। ব্যক্তি খুব উচ্চকাঙ্ক্ষী এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

মঙ্গল-চন্দ্র-সংযোগ— যে-কোনও রাশিতে মঙ্গল ও চন্দ্রের মিলন থাকলে তা জ্যোতিষশাস্ত্রে খুবই শুভ বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই জোটকে লক্ষ্মী যোগ বলা হয়। এই সংমিশ্রণে, একজন ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং মন শক্তিশালী হয়। স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বৃদ্ধি পায়।

মঙ্গল-বুধের সংযোগ— মঙ্গল এবং বুধের মধ্যে বন্ধুত্বের অনুভূতি রয়েছে। এই সংমিশ্রণে, একজন ব্যক্তির কথা বলার ক্ষমতা ভাল হয়। এই জোটকে শুভ বলে মনে করা হয়। এই সংমিশ্রণে, একজন ব্যক্তির লেখার ক্ষমতা উন্নত হয়।

মঙ্গল এবং বৃহস্পতির সংমিশ্রণ— যখনই কোনও রাশিতে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির সংমিশ্রণ হয়, এটি শুভ ফল দেয়। এতে ব্যক্তির শক্তি বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিটি সৎ এবং কাজের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হয়।

মঙ্গল-শুক্র সংযোগ— মঙ্গল এবং শুক্রের একে অপরের সঙ্গে শত্রুতা রয়েছে। এই দুটি একে অপরের বিপরীত। মঙ্গল শক্তি এবং উৎসাহের কারণ, শুক্র সৌন্দর্য এবং রোমান্টিক। এ জোটের কারণে মানুষের মনে নানা উত্থান-পতন হতে পারে। যার কারণে তিনি কাজ ভালভাবে করতে পারেন না। এই সমন্বয়ের কারণে-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

মঙ্গল-শনি সংযোগ— কোনও রাশিতে মঙ্গল ও শনির মিলন হলে মিশ্রফল দেখা যায়। যদি তাঁর রাশিতে পরিস্থিতি শুভ হয় তবে ব্যক্তিটির প্রশার খুব ভাল হয়। কিন্তু এটি অশুভ হলে ঘৃণা এবং শত্রু বৃদ্ধি পায়।

মঙ্গল-রাহু সংযোগ— মঙ্গল রাহু মিলিত হলে অঙ্গারক যোগ গঠিত হয়। মঙ্গল শক্তি ও ক্রোধের কারক, রাহু হল প্রতারণার কারক। এই সংমিশ্রণে, ব্যক্তি আরও মিথ্যা বলে এবং প্রতারণাতে পারদর্শী। অঙ্গারক যোগ গঠনের সঙ্গে, একজন ব্যক্তি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের শিকার হন, যার কারণে তিনি সম্পদ এবং সম্পদ এবং সম্পত্তি ধ্বংস করেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মঙ্গল-কেতু সংযোগ— এই জোটে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি ব্যক্তির ঝোঁক বাড়ে। এই যোগ ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং রূপান্তরের নতুন পথ অন্বেষণ করার জন্য একটি আদর্শ সময় গড়ে তোলে। যদিও, যখন একটি প্রতিকূল সংমিশ্রণ ঘটে, তখন ব্যক্তি আহত হয় এবং এক বা একাধিক রোগে ভোগেন।

আসুন, এবার জেনে নিই মঙ্গলদোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছু চমৎকার টোটকার প্রতিকার-

১. মঙ্গলদোষের কারণে যদি আপনি বৈবাহিক সমস্যা, দাম্পত্য অশান্তি, বিবাহে যোগাযোগ হয়েও ভেঙে যাওয়ার মতো সমস্যা হলে সাতটি লাল-কালো কুঁচফল সংগ্রহ করে নিন। এবার একটি তামার মাদুলিতে এগুলি ভরে নিয়ে মাটি ও মোম দিয়ে মাদুলিটির মুখ বন্ধ করুন। মঙ্গলবার দিন সকালবেলা, শুদ্ধ দেহ ও মনে, ভক্তিযুক্ত চিত্তে, সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে এটি লাল সুতোয় বেঁধে গলায় ধারণ করুন-বিপদমুক্ত হবেন।
২. মঙ্গলদোষকে প্রতিহত করতে নিমগাছের ব্যবহার আপনি খুব সহজেই করতে পারেন। একটি নিমের চারা বাড়ির দক্ষিণদিকে রোপণ করতে পারেন। সকালে স্নান করে প্রতিদিন মঙ্গলদোষের মুক্তি কামনা করে গাছটির গোড়ায় জল ঢালুন। এরপর গাছটির গোড়ায় একটিপ মেটে সিঁদুর দিন। এর ফলে আপনি ও আপনার পরিবার সমস্ত ঋণাত্মক শক্তি থেকে মুক্ত থাকবেন।
৩. হলুদের ব্যবহারেও আপনি মঙ্গল দোষকে প্রতিহত করতে পারেন। সপ্তাহের দুইদিন কয়েকটি নিমপাতা, কিছুটা কাঁচা হলুদ বেঁটে নিয়ে, দুই চামচ মতো আখের গুড়ের সাথে জলে গুলে সরবৎ করে খান।
৪. মঙ্গলদোষকে প্রতিহত করতে সরষের তেলেরও চমকপ্রদ ব্যবহার আছে। প্রতিদিন না হলে শনি ও মঙ্গলবার খাঁটি সরষের তেল সারা দেহে মাখুন, তারপর স্নান করে নিন।

◆ প্রয়োজন মনে করলে 'পীতাম্বরী বগলা কবচ্' ধারণ করতে পারেন।

কালো সুতো/ধাগা নিয়ে টোটকা

ঈশপের গল্পে আছে-এক দেশে এক ব্যক্তির একটি বিরাট চেহারার ঘোড়া ছিল। ঐ ব্যক্তি বিভিন্নজনের কাছে ঘোড়াটি ভাড়া দিয়ে সংসার চালাত। ঘোড়াটির খুব কষ্ট হলেও সে একটুও বিশ্রাম পেত না। ঘোড়াটি সবসময় পালানোর সুযোগ খুঁজত, কিন্তু তেমন সুযোগও সে কখনও পায়নি। গ্রীষ্মকালের এক দুপুরে একদিন একটি লোক হেঁটে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল। কিন্তু পথ চলতে চলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে তার সামনে পড়ল সেই বিরাট চেহারার ভাড়ার ঘোড়াটি। ঘোড়াটি ভাড়া নিয়ে সে আবার পথ চলতে শুরু করল। চলতে চলতে প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ সহ্য করতে না পেরে ঘোড়াটিকে থামিয়ে ঘোড়ার ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। এসব দেখে ঘোড়ার মালিক তাকে বলল-তোমাকে তো ঘোড়া ভাড়া

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দিয়েছি, ছায়া নয়, তুমি ছায়া থেকে সরে যাও, ওখানে আমি বসব। লোকটি বলল-আমি ঘোড়া ভাড়া করেছি তাই ছায়াও আমার। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে মারামারি শুরু হয়ে গেল। ঘোড়াটির প্রতি দুইজনের কারওই কোনো দৃষ্টি রইলো না। ঘোড়াটি এমনই একটি সুযোগ খুঁজছিলো, মালিকের অসতর্কতার সুযোগে, ঝগড়ার ফাঁকে ঘোড়াটি চোখের নিমেষে পালিয়ে গেল। অনেক খোঁজ করেও ঘোড়াটিকে আর পাওয়া গেল না।

এই গল্পটিতে শিক্ষণীয় হল— সামান্য ও তুচ্ছ একটি বিষয় হলেও, সব বিষয়কেই গুরুত্ব দিতে হয়। আসুন, ঠিক এমনই এক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ টোটকার বিষয় জেনে নিই।

একটুকরো কালো সুতো, তুচ্ছ মনে হলেও, আমাদের অনেক উপকারে আসতে পারে। আমরা সাধারণত এমন তুচ্ছ বিষয়ে মনোযাগ দিই না বা দিলেও অবহেলা করি। কিন্তু আপনি যদি বিশ্বাসী মানুষ হন তো ভক্তিসহকারে নিয়মমতো কালো সুতো ধারণ করুন ও শুভফল পান।

বাম পায়ে নয়টি গিট দেওয়া কালো সুতো বৃহস্পতিবার ধারণ করুন, এর ফলে ঋণাত্মক শক্তি থেকে যেমন বাঁচবেন তেমনই অহেতুক বাজে খরচ কম হবে।

বাম পায়ে নয়টি গিট দেওয়া কালো সুতো মঙ্গলবার ধারণ করুন, এর ফলে ঋণাত্মক শক্তি থেকে যেমন বাঁচবেন তেমনই আর্থিক অবস্থায় নিশ্চয়ই ঘুরে দাঁড়াবেন।

কোমরে নয়টি গিট দেওয়া কালো সুতো শনিবারে ধারণ করুন, এর ফলে ঋণাত্মক শক্তি থেকে যেমন বাঁচবেন তেমনই শনি ও রাহুর কোপ এবং যে কোনোপ্রকার টোনা-টোটকা, ব্ল্যাক ম্যাজিক থেকে তখুনি মুক্তি পাবেন। কালো সুতোর এই গিট দেওয়া কাজগুলি 'নবার্ণ মন্ত্রে সিদ্ধ' কোনও ব্যক্তিকে দিয়ে করিয়ে নেবেন।

শিশুদের নজরদোষ থেকে মুক্ত করতে, এক লিটার আড়াইশো মিলিলিটার গোরুর দুধ একটি পাত্রে নিয়ে পাত্রটিকে শিশুটির মাথার চারিদিক দিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘোরা মতো সাতবার ঘুরিয়ে নিন। এরপর কালো সুতোয় নয়টি গিঁট দিয়ে তাতে একটি হলুদ কড়ি ফুটো করে ঝুলিয়ে দিন। এটি কোনও শিশুর গলায় বা কোমরে ঝুলিয়ে দিলে সে নজরদোষ থেকে মুক্ত হবে।

হতাশায় দই

আপানার বাস্তুতে কোনও দোষ আছে বলে মনে হচ্ছে? কোনও অজানা শত্রু আপনার ক্ষতি করছে বলে ভাবছেন? কোনও সম্পর্ক তর্কাতর্কির কারণে শেষ হয়ে গিয়েছে? মধুর সম্পর্কে শীতলতা বা ভুল বুঝাবুঝি আজ চরমে উঠেছে? স্বাস্থ্য দীর্ঘদিন ধরে খারাপ? কর্মস্থলে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অহেতুক অশান্তিতে ভুগছেন? ব্যবসা গতানুগতিকভাবে চলছে-কোনও উন্নতি নেই? ছেলেমেয়ে অবাধ্য হয়ে উঠছে? প্রতিবেশীদের সাথে মনোমালিন্য হয়ে যাচ্ছে-এমন সকল কারণে আপনার মন দিন দিন হতাশায় ভরে যাচ্ছে? আপনি কোনভাবেই শান্তি পাচ্ছেন না? আপনার হতাশাজনিত সমস্যাটি এর মতন হলে টক দইয়ের বিভিন্ন প্রকার ও প্রতিদিনের ব্যবহারে আপনি এই রকম হতাশা বা ডিপ্রেশন থেকে বের হয়ে আসবেন। মনে করে আপনার প্রয়োজনমতো টক দই আপনার দুপুরে খাদ্যতালিকায় রাখুন। সকালেই স্নান করে নিন। স্নানের আগে দুই-তিন চামচ টক দই হাতের তালুতে ভালো করে ফেটিয়ে মুখে মাখুন। অন্তত দশ মিনিট এই প্রলেপটি মুখে মাখুন। তারপরে স্নান করুন। স্নানের পর ভগবান শিবের পুজো করে লঘু মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করুন। সকল সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসবেন।

লবণ বা নুন ও আপনি

ঋণাত্মক অনুভূতি, চিন্তা, বাক্য ও ব্যবহার থেকে আমরা সকলেই দূরে থাকতে চাই। কিন্তু অনেক সময় এমন সব ঋণাত্মক চিন্তা ও কর্মের মানুষেরা আমাদের কাছে এসে পড়েন বা আমরা এদের সংস্পর্শে এসে পড়ি, যার ফলে আমাদের বিভিন্ন কাজকর্মে বাধা পড়ে, নিন্দিত হই, অপযশ হয় ইত্যাদি। আপনি এমন সমস্যায় অসুবিধা বোধ করলে স্বচ্ছন্দে লবণ বা নুনের সাহায্যে এই ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন।

১. প্রথমত, আপনার বাড়িতে ঘর মোছার জলে, বৃহস্পতিবার বাদে প্রতিদিন, লবণ বা নুন মিশিয়ে দিন, আপনার স্নানের জলে (প্রতি বালতিতে এক চামচ হিসাবে) লবণ মিশিয়ে নিন। দ্বিতীয়ত, কিছুটা লবণ একটা পুঁটুলিতে বেঁধে মূল দরজার উপর ঝুলিয়ে দিন। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতিতে একটি সুন্দর ও স্বচ্ছ কাচের বাটিতে দুইশত পঁচিশ গ্রাম সৈন্ধব লবণ আপনার ঘরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে সাবধানে রেখে দিন। প্রতি সপ্তাহে লবণটা পাল্টাবেন। এতে আপনার দাম্পত্য শান্তি বজায় থাকবে ও ধীরে ধীরে উন্নতি হবে।
২. দীর্ঘ অসুস্থতা, রোগভোগ, দুর্বলতা, বয়স্কতাজনিত সমস্যা বা অসুবিধায় একটা মুখখোলা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার কাচের বোতলে লবণ ভরে ঐ ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রেখে দিন।

৩. বিংশোত্তরী রাহুর দশায়, পরিবারে শুধু কলহ হতে থাকলে একটি সুন্দর ও স্বচ্ছ কাচের বাটিতে দুইশত পঁচিশ গ্রাম সৈন্ধব লবণ আপনার বাথরুমে সাবধানে রেখে দিন। প্রতি সপ্তাহে লবণটা পাল্টাবেন এবং বাথরুমের মেঝে, দেওয়াল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন পারিবারিক শান্তি বজায় থাকার সহায়ক হবে ও ধীরে ধীরে উন্নতি হবে।
৪. আপনার কুণ্ডলীতে রবির বলাবল কম থাকলে রবিবার একবেলা উপবাস করুন ও নুন বা লবণবিহীন খাবার খান। যে-কোনো নতুন বছরের শুরুতে লবণ কেনাকে সম্পদ ও সমৃদ্ধির জন্য উপযোগী সময় ও ক্রেতা ব্যক্তিকে ভাগ্যবান বলে মনে করা হয়। তাই নতুন বছর শুরুর দিনই নুন বা লবণ কিনে আনুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

৫. বাস্তুর কারণেও অনেক সময়ই গৃহকলহ হয়ে থাকে তাই বাস্তুবিশারদকে দিয়ে বাস্তু পরীক্ষা করান।

বিয়ের বাধা ও রাশি

কখনও মনের মতো পাত্র পাওয়া যায় না, আবার কখনও অন্য কোনও কারণ বিয়ের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। আমরা জানি, মেয়ের বিয়েতে দেরি মা-বাবার চিন্তার অন্যতম কারণ। ছেলে পছন্দ না-হওয়া, কোষ্ঠী না-মেলা, এমন অনেক কারণই বিয়ে স্থির হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জ্যোতিষশাস্ত্রে কোনও বিয়ে ঠিক না-হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণের উল্লেখ আছে, যার মধ্যে অন্যতম হল কোষ্ঠীতে দুর্বল বৃহস্পতির উপস্থিতি। সেক্ষেত্রে বৃহস্পতিকে শক্তিশালী করার বেশ কিছু উপায়ও বলা রয়েছে শাস্ত্রে।

তাই বিয়েতে বাধা এলে কী করবেন?

১. কোনও মেয়ের বিয়েতে বার বার বাধা এলে শিবলিঙ্গে কাঁচা দুধ দিয়ে অভিষেক করলে (শুধু কাঁচা দুধ ঢালতে হবে, এই কাঁচা দুধে জল মেশানো যাবে না), ১০৮টি বেলপাতা এবং যে কোনও সাদা রঙের ফুল দিয়ে মহাদেবের পুজো করুন। পর পর সাতটি সোমবার এই নিয়ম করতে পারলে বিয়ের বাধা দূর হবে।
২. বৃহস্পতিবার গোরুকে সবুজ ঘাস খাওয়ালে কোষ্ঠীতে বৃহস্পতি সংক্রান্ত দোষের প্রভাব কম হয়।
৩. বৃহস্পতিবার উপবাস করুন এবং কলাগাছের পুজো ও প্রদক্ষিণ করুন।
৪. শিব-পার্বতীর পুজো করলে বিয়ের অনুষ্ঠান তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়।
৫. বৃহস্পতিবার হলুদ বস্ত্র পরিধান করা উচিত এবং দরিদ্রকে হলুদ অন্ন-শস্য দান করা উচিত।
৬. বিয়ের জন্য বৃহস্পতিকে প্রবল হতে হয়। জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতির দৃষ্টি পড়লে বিয়ের প্রবল যোগ তৈরি হয়। এক বছরের জন্য কোনও জাতকের কোষ্ঠীতে বৃহস্পতি পঞ্চমের পাশাপাশি একাদশ স্থানে অবস্থান করলে, এক বছরের ভিতর বিয়ের সম্ভাবনা প্রবল থাকে। এছাড়াও বিয়ের সহায়ক বৃহস্পতির পাশাপাশি শুক্র, চন্দ্র এবং বুধের যোগও প্রভাবশালী।
৭. কোনও জাতকের কোষ্ঠীতে বৃহস্পতি পঞ্চম স্থানে থাকা সত্ত্বেও যদি একাদশ স্থানে রাহু এসে বসে, তাহলে সেই যোগ বিয়ের জন্য অশুভ। আবার বৃহস্পতির পঞ্চম স্থানে কোনও অশুভ গ্রহ এসে পড়লে, সেক্ষেত্রেও বিয়েতে বাধা উৎপন্ন হতে পারে। এই অশুভ গ্রহ হল শনি, রাহু ও কেতু।
৮. প্রতি বৃহস্পতিবার গণেশের সামনে কাঁচা হলুদ অর্পণ করুন।
৯. যাঁর বিয়েতে বার বার বাধা আসছে, সেই ব্যক্তি মা লক্ষ্মী ও শ্রীবিষ্ণুর একত্রে ছবি রয়েছে এমন ছবির পিছনে একটা কাঁচা হলুদের টুকরো কাগজে মুড়িয়ে লুকিয়ে রাখুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

১০. প্রয়োজন মনে করলে 'প্রজাপতি কবচ্' ধারণ করুন।

ছেলের বিয়েতে সমস্যার সমাধান

৩৩ বছর পূর্ণ হল সুপুরুষ ছেলের। বেসরকারি অফিসে সে উচ্চপদে মোটা টাকার চাকরি করে। মায়ের দুশ্চিন্তা প্রতিদিন একটু একটু বাড়ছে। গত কয়েক বছরে কম করে ১২-১৪ জন মেয়ে দেখে এসেছে। চার জনের সঙ্গে বিয়ের কথা অনেক দূর এগিয়েছিল কিন্তু, শেষে আর হল না। সব ঠিক থাকা সত্ত্বেও বার বার কেন বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে তা কেউ বুঝছেন না। এদিকে তার বয়সী সকলেরই বিয়ে মোটামুটি হয়ে গিয়েছে। ফলে মা-বাবার দুশ্চিন্তা রোজই বাড়ছে। জ্যোতিষ মতে, গ্রহের ফেরে অনেকেরই বিয়েতে বাধা আসে। ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে এমন হয়। মনের মতো পাত্র বা পাত্রী পাওয়া আর সঠিক সময় বিয়ে হওয়া বেশ সমস্যার। বিয়েতে বার বার বাধা এলে জ্যোতিষ টোটকা মেনে চলতে পারেন।

সামনেই বিয়ের মরশুম, আর বিয়ের মরশুম মানেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া। তবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করার পাশাপাশি আপনি যদি বিয়েরযোগ্য ছেলের মা হন তাহলে একটা চিন্তা নিশ্চয় আপনাকে তাড়া করে বেড়ায়, তা হল কবে আপনি নিজের ঘরে

ছেলের বউ নিয়ে আসবেন। কারণ প্রত্যেক বাবা-মা-ই চান যে তাঁদের সন্তান সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করুক। তবে ওই যে একটা কথা আছে-'জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, এ তিন বিধাতা নিয়ে।' তাই বলা হয় যে বিয়ের মতো পবিত্র বন্ধন কার সঙ্গে কে বাঁধা পড়বে তা ঈশ্বর আগে থেকে ঠিক করে রাখেন। কিন্তু অনেক সময়ে এমন হয় যে, অনেক চেষ্টা করেও ছেলের বিয়ে দিতে পারছেন না। মানে সব কথা এগিয়েও শেষ মুহূর্তে এসে বিয়ে ভেঙে যায় বা অনেক সময়ে এমনও হয় যে ছেলের বিয়ে অকারণেই কালবিলম্ব হচ্ছে। তবে এর জন্য মন খারাপ করে বসে না থেকে মেনে চলুন জ্যোতিষশাস্ত্রের এই কয়েকটি অমূল্য টোটকা।

বিয়েরযোগ্য ছেলের বিয়ে দিতে সোমবারে এই দানের নীতিটা খুবই কার্যকর। প্রত্যেক সোমবার আপনার ছেলেকে দিয়ে ২০০ গ্রাম মুসুর ডাল দান করুন। সেইসঙ্গে এক থেকে দেড় লিটার দুধ দান করুন কোনও গরিব-দুঃখীকে। এই নিয়মটা মেনে চলুন যতদিন না আপনার ছেলের বিয়ে পাকা করে ফেলছেন।

প্রতিদিন সূর্য প্রণাম করা সুস্বাস্থ্য এবং সংসারে সুখ-সমৃদ্ধি করার জন্য খুবই উপকারী। তবে সূর্যদেব শুধু এই ধরিত্রীকে আলো দান করেন না, সেইসঙ্গে বিয়েরযোগ্য ছেলের বিয়ের খবরও পাকা করেন। এর জন্য সকালে সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্যদেবকে জল দান করুন। আর সেই সঙ্গে 'ওঁ সূর্যায় নমঃ'-এই মন্ত্র উচ্চারণ করুন। আপনার ছেলের বিয়ের কথা কাকতালীয়ভাবেই পাকা হয়ে যেতে পারে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জ্যোতিষশাস্ত্র বলে, কিছু কিছু জাতকের রাশিফলে মঙ্গলের বিশেষভাবে উপস্থিতির কারণে দাম্পত্য জীবনে বিলম্ব ঘটতে পারে। যদি আপনার ছেলের সঙ্গেও এই একই জিনিস হয়ে থাকে, তাহলে আপনার ছেলেকে একটি রুপোর পাত সঙ্গে রাখতে বলুন। এইভাবে যতদিন না বিয়ে হয়, অর্থাৎ বিয়ের আগে পর্যন্ত এই রুপোর পাতটি আপনার সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে বলুন। এতে করে মঙ্গল তার ওপর সদয় হবে। আশাকরি এই টোটকাতে আপনি পুত্রসন্তানের বিয়ের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারবেন।

শ্রাপিত দোষের প্রতিকার

রাশিচক্রে কোনও রাশির ঘরে শনি এবং রাহু গ্রহের একত্র উপস্থিতি থাকলে শ্রাপিত দোষ গঠিত হয়। যে ব্যক্তির রাশিচক্রে এই দোষ রয়েছে তার প্রচুর পরিমাণে সমস্যা দেখা যায়। বিলাসিতা ও আনন্দ জীবনের সাথে জড়িত থাকতে পারে না, কাজ আটকে যায়, সকল লোকের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়, দাম্পত্য শান্তির হানি হয়, অর্থ নিয়ে সমস্যা, সম্মান হানি, রাজশাস্তি, মানসিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতি ইত্যাদির সম্মুখীন হয়।

এই দোষের নেতিবাচক প্রভাবগুলি আরও বেশি প্রকট হয় যদি শনি রাহু সংযোগটি রাশির ১ম, ৪র্থ, ৭ম, ৮ম বা ১২তম ঘরে থাকে। শনি রাহু সংযোগ যদি ৩য়, ৬য়, বা ১১তম ঘরে হয় তবে এর নেতিবাচক প্রভাবগুলি কম অনুভূত হয়। শ্রাপিত দোষ এর কিছু প্রতিকার—

১. যে ব্যক্তির রাশিতে দোষ রয়েছে তাকে প্রতি সোমবার শিবলিঙ্গে জল এবং কালো মুসুরের সাথে দুধ দেওয়া উচিত।
২. যে ব্যক্তির রাশিতে এই দোষ রয়েছে তাকে অবশ্যই শনি ও রাহু গ্রহগুলির বীজ মন্ত্রগুলি সকালে স্নানের পরে প্রতিদিন ১০৮ বার পাঠ করা উচিত।
৩. শনি এবং রাহু গ্রহগুলির জন্য বীজ মন্ত্রগুলি হল— ওঁম্ প্রাং প্রিং প্রৌং সঃ শনৈশ্চরায় নমঃ। গ্রহ রাহুর জন্য বীজ মন্ত্র— ওঁম্ ভাং ভীং সঃ রাহবে নমঃ।
৪. শনিবার, ভাত রান্না করুন এবং ঘি দিয়ে একটি চালের বল তৈরি করুন। এটি কাক এবং মাছ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে।
৫. বয়স্ক পিতা-মাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ, অভাবী ব্যক্তি, শ্রমিক এবং দরিদ্র লোকদের দান, দোষের মন্দ প্রভাবগুলি এড়াতে সাহায্য করতে পারে আপনার এই পরিষেবা।
৬. রাগ না করার চেষ্টা করুন এবং ঝগড়া এড়ানোর চেষ্টা করুন।
৭. হনুমানচালিসা পাঠ প্রতিদিন, পাশাপাশি শনিবারে হনুমানজীকে তেল, সিঁদুর, মালা, নারকেলসহ পুজো করুন।
৮. রাহু ও শনি গ্রহের দান দিন, হোম ও পুজোপাঠ করুন।
৯. প্রয়োজন মনে করলে 'মৃত্যুঞ্জয় কবচ্' ধারণ করতে পারেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভোগ্যবস্তু দান ও নবগ্রহ শান্তি

বৈদিক সনাতন পদ্ধতিতে সামান্য খরচে আপনি নিজের অশুভ গ্রহের প্রতিকার করতে পারেন। আমরা মানুষেরা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। ভগবান আমাদের রচনা করেছেন। আমরা সবাই চাই লেখাপড়া শিখে অর্থ উপার্জন করব, বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি হবে। জীবনে কোনো সমস্যাই থাকবে না। সর্বদা সুখ, শান্তি আনন্দে ভরে উঠবে আমাদের জীবন। কিন্তু এই আশা-আকাঙ্ক্ষা কি সর্বদা পূর্ণ হয়? অনেকের তো হয় আবার অনেকেরই হয় না। তখন আমরা বলি আমাদের ভাগ্যটাই খারাপ।

আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি তখন আমাদের গত জন্মের পাপ-পুণ্য ইত্যাদি নিয়ে আসি সাথে করে এবং জন্মগ্রহণ করার পর ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সাথে সাথে কখনো পাপ বা কখনো পুণ্য অর্জন করি। সবই কর্মফল। ভালো কর্মের জন্য কেউ ভালো ফল পাই আবার খারাপ বা পাপ কর্মের জন্য অশুভ ফল পাই যা আমাদের জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল।

মানবজীবনে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, হাসি, কান্না, কষ্ট, দুর্ভাগ্য, বাধা, বিঘ্ন ইত্যাদির সব কর্মের ফল জ্যোতিষশাস্ত্র মতে নবগ্রহের দ্বারা পরিচালিত। যাকে আমরা বলি ভাগ্যদোষ। নবগ্রহকে শান্ত করার জন্য শাস্ত্রমতে গ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন উপায় উল্লেখ আছে। যা সামান্য কম খরচে সঠিক প্রয়োগের ফলে নবগ্রহের অশুভ প্রভাব প্রশমিত করা যেতে পারে। তবে সবার আগে দেখতে হবে আপনার জন্মছক বিচার করে, যে কোন গ্রহ অশুভ ও কোন গ্রহ শুভ এবং বর্তমানে যে গ্রহের দশা বা অন্তর দশা চলছে তা কি শুভ না কি অশুভ। প্রধানত আমরা শুভ গ্রহের প্রভাবে শুভ ফল এবং অশুভ গ্রহের প্রভাবে অশুভ ফললাভ করি।

এই আলোচনায় ৯টি গ্রহের অশুভ প্রভাব প্রশমিত করার জন্য বিশেষ কিছু শাস্ত্রসম্মত উপকারী উপায় উল্লেখ করা হল যা 'গ্রহের দান' নামে পরিচিত। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন্ কোন্ গ্রহের কী কী উপায় আছে।

রবিগ্রহ— জন্মছকে এই গ্রহ অশুভ হলে বা এই অশুভ গ্রহের দশা কালে আপনি গুড়, স্বর্ণ, রক্তচন্দন, রক্ত পদ্ম, আতপ চাল দান করতে পারেন।

চন্দ্রগ্রহ— জন্মছকে এই গ্রহ অশুভ হলে বা এই অশুভ গ্রহের দশা কালে আপনি রজত পাত্রে চাল, কর্পূর, শুভবস্ত্র, রৌপ্যনির্মিত কোনো বস্তু, ঘি পূর্ণ কোনো পাত্র দান করতে পারেন।

মঙ্গলগ্রহ— জন্মছকে এই গ্রহ অশুভ হলে বা এই অশুভ গ্রহের দশা কালে আপনি মুসুর কলাই, গুড়, স্বর্ণ বস্ত্র, করবী পুষ্প ও তামার পাত্র দান করতে পারেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বুধগ্রহ— জন্মছকে এই গ্রহ অশুভ হলে বা এই অশুভ গ্রহের দশা কালে আপনি নীলবস্ত্র, স্বর্ণ, কাঁসার বাসন, মুগ কলাই, পীতবর্ণ পুষ্প, দ্রাক্ষা দান করতে পারেন।

বৃহস্পতিগ্রহ— জন্মছকে এই গ্রহ অশুভ হলে বা এই অশুভ গ্রহের দশাকালে আপনি চিনি, দারু হরিদ্রা, পীতধান্য, পীতবস্ত্র ও লবণ দান করতে পারেন।

শুক্রগ্রহ— জন্মছকে এই গ্রস্থ অশুভ হলে বা এই অশুভ গ্রহের দশা- কালে আপনি রৌপ্যনির্মিত কোনো বস্তু, স্বর্ণ, সুগন্ধি দ্রব্য, ঘি, আতপ চাল দান করতে পারে।

শনিগ্রহ— জন্মছকে এই গ্রহ অশুভ হলে বা এই অশুভ গ্রহের দশা- কালে আপনি মাষকলাই, কালো তিল, সরষে, সম্বল তেল, লৌহ দান করতে পারেন।

রাহুগ্রহ— জন্মছকে এই গ্রহ অশুভ হলে বা এই অশুভ গ্রহের দশা- কালে আপনি কালো তিল, সম্বল তেল, লোহার পাত্র দান করতে পারেন।

কেতুগ্রহ— জন্মছকে এই গ্রহ অশুভ হলে বা এই অশুভ গ্রহের দশাকালে আপনি তিলের তেল, সম্বল তেল, কালো তিল দান করতে পারেন।

মনে রাখবেন কেবলমাত্র অশুভ গ্রহের প্রভাব প্রশমিত করার জন্য দান করা উচিত। এইবার বলি গ্রহশান্তির উপায়।

রবিগ্রহের শান্তির উপায়— প্রতিদিন সকালে স্নান করে তামার ঘটিতে জল নিয়ে সূর্যদেবকে ও আদিত্যায় নমঃ-এই মন্ত্রে ১১ বার পাঠ করে জল অর্পণ করুন।

চন্দ্রগ্রহের শান্তির উপায়— বিধবা আশ্রমে ভক্তি মনে বিধবা মহিলাদের সযত্নে আতপ চাল, চিনি, সাদা বস্তু, নিজের সাধ্যমতো দান করুন।

মঙ্গলগ্রহের শান্তির উপায়— প্রতি মঙ্গলবার হনুমানজীর পুজো করুন। মঙ্গলবার নিরামিষ আহার করুন। হনুমানজীর মন্দিরে বসে হনুমানচালিসা পাঠ করে তুলসীর মালা ও লাড্ডু ভোগ নিবেদন করুন।

বুধগ্রহের শান্তির উপায়— প্রত্যহ স্নানের পর বুধ গ্রহের নামে কলাগাছে জল অর্পণ করুন। নবগ্রহ মন্দিরে সবুজ কলাই ও সবুজ ফল দান করুন। ছোটো বাচ্চাদের সবুজ রঙের গোটা ফল দান করুন।

বৃহস্পতিগ্রহের শান্তির উপায়— ছোলার ডাল, পাকা কলা, হলুদ কোনো বস্ত্র এবং সৎ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ব্রাহ্মণকে দান করুন। তারামায়ের মন্দিরে একটি জবাফুল, লাল চন্দন ও বেলপাতা সহযোগে অর্পণ করুন (তারামায়ের চরণে)।

শুক্রগ্রহের শান্তির উপায়— তৃষ্ণার্ত মানুষদের জন্য জলদান করুন।

শনিগ্রহের শান্তির উপায়— প্রতি শনিবার নিরামিষ ভোজন করুন। সকালে বা সন্ধ্যায় শনিদেবের মন্দিরে সরষের তেল, কালো তিল ও ছোটো লোহার ত্রিশূল কালো কাপড়ে মুড়ে দান করুন। অশ্বত্থগাছের মূলে চিনি ও গুড়মিশ্রিত জল শনিদেবের নাম অথবা মন্ত্রপাঠ দান করুন।

রাহুগ্রহের শান্তির উপায়— শনিবার আখের গুড় দান করুন। তবে ঐদিন নিজে গুড় খাবেন না। শনিবার মদ্যপান করবেন না। হনুমানজীর মন্দিরে বসে তিনবার হনুমানচালিসা ও বজরঙ্গ বাণী পাঠ করুন। শনিবার প্রবাহজলে বা নদীতে মদ দান করুন।

কেতুগ্রহের শান্তির উপায়— দরিদ্র মানুষকে কম্বল, ধূসর বর্ণের বস্ত্র দান করুন। বিঃ দ্রঃ যেদিন যে দ্রব্য দান করবেন সেই দ্রব্য ব্যবহার করবেন না।

বশীকরণের বিভিন্ন উপায়

বর্তমান সমাজে মানুষ যত আধুনিক হচ্ছে ততই মানুষের জীবনে নেমে আসছে ভয়ঙ্কর এক-একটি সমস্যা। আর্থিক, মানসিক ও শারীরিক সমস্যা আজকাল মানুষকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে। যার থেকে বেরোনোর পথ না পেয়ে মানুষ আজ দিশাহারা। দিশেহারা না হয়ে জীবনে সংগ্রাম করুন। চাওয়া-পাওয়ার হিসাব না করে নিজে বাঁচুন সাথে সাথে অন্যকে সাহায্য করুন। জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছু টোটকা আপনারা প্রয়োগ করে দেখুন, দেখবেন জীবনে একের পর এক সমস্যা অচিরেই দূর হয়ে যাবে।

বশীকরণ প্রক্রিয়া হল এমন কিছু বস্তু, মন্ত্র, ক্রিয়া ও প্রয়োগের পদ্ধতি যা সঠিক প্রয়োগে ইচ্ছা অনুযায়ী দেব-দেবী, যক্ষ, রাক্ষস, অপদেব-দেবী, ভূত-প্রেত-পিশাচ, মানুষ, পশু-পাখীদের নিজের বশে রাখা যায়। এখন প্রশ্ন হল বশীকরণ এই বিদ্যাটি কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় বা এর প্রয়োজনই বা কী?

আমার প্রশ্ন হল বর্তমানে যে সকল ছদ্মবেশী তান্ত্রিকরা নিজেদের বিজ্ঞাপনে বশীকরণ করার দাবি রাখে বা যারা ৫ মিনিটে বা ১ ঘণ্টায় বশীকরণ করার বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। তারা কি আদৌ বশীকরণ ক্রিয়াটি জানেন? আমার অভিজ্ঞতা বলে-হয় না। এর কারণ হল 'অসৎ বশীকরণ' করা। শাস্ত্র বলছেন-আগে নিজের মনকে বশীভূত করো, তারপর অন্যকে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বশীভূত করবে।

তন্ত্রশাস্ত্রে বশীকরণ একটি কর্ম। তবে বশীকরণ করা তখনই সম্ভব যদি সঠিক নিয়ম মেনে সাধনা করে করা যায়। অন্য কেউ আপনাকে বশীকরণ করিয়ে দিতে পারবে না। আপনাকে নিয়ম জেনে পদ্ধতি অনুসরণ করে বশীকরণ ক্রিয়ার সাধনা করতে হবে। আপনাকে প্রাণায়াম, শ্বাসবিজ্ঞান ও ত্রাটকবিদ্যা অবশ্যই অধিগত করতে হবে। যদি সৎকর্মের জন্য বশীকরণের প্রয়োগ করেন তাহলে অবশ্যই বশীকরণ সম্ভব আর অসৎ উদ্দেশ্যে করলে আপনার ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

প্রচুর মানুষ আছেন যারা সৎ বা অসৎ কাজের জন্য বশীকরণ করাতে বিজ্ঞাপনখ্যাত ছদ্মবেশী তান্ত্রিকদের পাল্লায় পড়ে অর্থ অপচয় করেছেন। এর কারণ তারা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বশীকরণ করাতে যান।

আর আপনার অসৎ উদ্দেশ্য হলেই ছদ্মবেশী তান্ত্রিকের ফাঁদে পড়ে অর্থ অপচয় অবধারিত। আমি মাত্র কয়েকটি বশীকরণের টোটকা নিয়ে আজ আলোচনা করছি, কুকাজের জন্য এর ব্যবহার করবেন ক্ষতি হবে আপনারই। তাই অসৎ উদ্দেশ্যে বশীকরণ ক্রিয়া করে নিজের নিশ্চিত বিপদ ডেকে আনবেন না। আর এইসব করতে গিয়ে যদি সমস্যা উৎপন্ন হয় তাহলে সেই দায়ভার কেবলমাত্র আপনারই হবে। শাস্ত্রে বলা আছে শুধু নৈতিক কারণে বা সৎ উদ্দেশ্যে নিয়ে এই টোটকাগুলি প্রয়োগ করুন সম্পূর্ণ গোপনভাবে, ফল পাবেন।

১. সাদা সর্ষে পেষণ করে রক্তচন্দনের সঙ্গে মিশিয়ে কপালে ফোঁটা দিলে রূপহীন মানুষও সুন্দর/সুন্দরীদের বশ করতে পারে।
২. বটমূল /শ্বেত অপরাজিতার মূল ঘষে কপালে লাগালে পুরুষ/স্ত্রী বশ হয়।
৩. বেলপাতা পেষণ করে কুমকুমের সঙ্গে মিশিয়ে কপালে লাগালে স্ত্রী বশ হয়।
৪. পুষ্যা নক্ষত্রে পূর্নবার শিকড় ডান বাহুতে ধারণ করলে অপরকে বশীকরণ করা যায়।
৫. ভরণী নক্ষত্রে চাঁপার কলি হাতে বাঁধলে স্ত্রী/পুরুষ বশ হয়।
৬. অনুরাধা নক্ষত্রে রক্তকরবী ডান বাহুতে ধারণ করলে শত্রু শান্ত হবে।
৭. পুষ্যা নক্ষত্রে চামেলী গাছের শিকড় তাবিজে ভরে ধারণ করলে শত্রুনাশ হয়।
৮. জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জামগাছে শিকড় ধারণে সম্মান লাভ হয়।
৯. তুলসী গাছের শিকড় লাল সুতো দিয়ে বেঁধে কারও নাম করে, সে 'আমার বশ হোক'-এ কথা মনে মনে বললে কাজ হবে।
১০. পুষ্যা নক্ষত্রে সুদর্শন গাছের শিকড় ধারণে শত্রু বশীভূত হয়।
১১. শ্বেত গুঞ্জার মূল ধারণে শত্রু বশীভূত হয়।
১২. আমলকী বৃক্ষের মূল জলের সঙ্গে ঘষে কপালে তিলক কাটলে শত্রু বশীভূত হয়।
১৩. সন্ধ্যায় বাড়ির মূল দরজায় কাঁচামাটির প্রদীপ জ্বালালে শত্রু বশীভূত হয়।
১৪. গোরোচনা ও সহদেবী একসাথে পিষে তিলক কপালে ধারণ করলে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মোহিত হয়।

১৫. যাকে বশীকরণ করবেন তার নাম পদ্মপাতায় গোরোচনা দিয়ে লিখে বিশেষ মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করে মধুর মধ্যে রাখলে বশীভূত হবে। এই ক্রিয়াটি শনিবার করতে হয়।

এই প্রয়োগগুলি করতে গেলে যে সকল বস্তুর উল্লেখ আছে সেইগুলি অবশ্যই সঠিক মানের হতে হবে। আর সাথে প্রয়োজন গোপন বশীকরণ মন্ত্র ও প্রাণায়াম, শ্বাসবিদ্যা ও ত্রাটকবিদ্যায় সিদ্ধি— যা এইভাবে উল্লেখ করা যায় না।

বশীকরণে মোহিনী গণেশ

মোহিনী গণেশ মন্ত্র কীভাবে নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করবেন জেনে নিন। গণেশ মন্ত্র দ্বারা নিজের কার্যসিদ্ধি করুন। ইচ্ছাপূরণ করুন।

মোহিনী গণেশ মন্ত্রে কার্যসিদ্ধি এটি একটি তান্ত্রিক প্রয়োগ বা তন্ত্র বিদ্যায় প্রয়োগ বলা যেতে পারে। তন্ত্রসাধনা কেবলমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্যই হওয়া উচিত। শাস্ত্র অনুসারে গণেশজীকে সিদ্ধিদাতা বলা হয়ে থাকে। সকল শুভ কাজের শুরুতে গণেশজীর আরাধনা করা হয়। তিনি আমাদের সিদ্ধিদাতা।

তন্ত্র প্রয়োগ বা তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রেও গণেশজীর বিশেষ ভূমিকা আছে। তার বিশেষ মন্ত্র ইত্যাদির নিয়ম রীতি মেনে সাধনায় কার্যসিদ্ধি ঘটে থাকে। আসুন জেনে নিন মোহিনী গণেশ মন্ত্রে কার্যসিদ্ধি প্রয়োগ।

মন্ত্র সাধনার নিয়ম-কোনো একটি নির্দিষ্ট দিন থেকে এই মন্ত্রটি সাধনা করে নিজের কার্যসিদ্ধি করা হয়। যে-কোনো শুক্লপক্ষের বুধবার সকাল বেলা থেকে এই মন্ত্রের সাধনা করতে হয়।

মন্ত্রটি সিদ্ধিপ্রাপ্ত করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ: মন্ত্রটি সিদ্ধিপ্রাপ্ত করতে হলে প্রয়োজন সঠিক মানসিকতা, একটি গণেশজীর মূর্তি বা চিত্র, সবুজ কাপড়ের আসন, সবুজ বস্ত্র, সবুজ হকীক পাথরের মালা বা মন্ত্র সিদ্ধ রুদ্রাক্ষের মালা, ১১টি করে ২১টি দূর্বার আঁটি, ঘিয়ের প্রদীপ, হরীতকী, ধূপ, গণেশজীর প্রসাদ লাড্ডু, আতপ চাল, ফুল, বেলপাতা, একটি তামার পাত্র। মনে রাখবেন, গণেশজীর পুজোয় তুলসী পাতা ব্যবহার করা হয় না, শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ।

মন্ত্রের প্রয়োগ বিধি-শুক্লপক্ষের বুধবার শুদ্ধচিত্তে পরিষ্কার কাপড় পরে (সবুজ কাপড় পরিধান করতে পারলে অতি উত্তম) গণেশজীর মূর্তির সামনে সবুজ আসনে উত্তরমুখ করে বসে বিধিমতো নৈবেদ্য লাড্ডু ভোগ সাজিয়ে ঘিয়ের প্রদীপ, ধূপ জ্বালিয়ে নিজের যে উদ্দেশ্যে ঐ মন্ত্রটিকে শুদ্ধ করে প্রয়োগ করবেন। (সৎ উদ্দেশ্যেই এর প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়) সেই

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

উদ্দেশ্য শাস্ত্রমতে সংকল্প করে ২১টি দুর্বা গণেশজীকে অর্পণ করে বিধিমতো পঞ্চোপচারে তার পূজা অর্চনা করে মন্ত্রটি তার সামনে বসে কমপক্ষে ১০৮ বার করে ২১ বার জপ করতে হবে।

তারপর প্রতিদিন নিজের সময় মতো (সকাল বা রাত্রি) মন্ত্রটি ১০৮ বার করে মোট ২১ বার জপ করতে হবে। এইভাবে মোট ১০০০০ বার সঠিকভাবে জপ করলে মন্ত্রটি সিদ্ধ হয়। তারপর, কোনো সঠিক উদ্দেশ্যে এর প্রয়োগ করা উচিত। তন্ত্রশাস্ত্রকে অপব্যবহার না করে মানবজীবনের কল্যাণের কাজে ব্যবহার করাই উচিত। নাহলে নিজের ক্ষতি অবধারিত।

আপনারা ভাবছেন মন্ত্রটি তো এখানে দেওয়া নেই। ঠিকই ধরেছেন, আজ মানুষ লোভে প্রলোভনে নিজের কার্যসিদ্ধি করার জন্য ভালো-মন্দের বিভেদ ভুলে যাচ্ছে। তাই এইরূপ কথা চিন্তা করে এবং যাতে এই মন্ত্রটির কোনো অপব্যবহার না হয় সেই কথা মাথায় রেখে এই লেখায় মন্ত্রটি উল্লেখ করলাম না।

ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ

অনেকের মনে একটি প্রশ্ন থাকে তাঁর বাড়িতে কোনো খারাপ কিছু প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা? বা বাড়ির বাস্তু শুভ-শক্তির বাস না অশুভ শক্তির বাস...। এর জন্য তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিভিন্নজনের কাছে প্রতারিত হন আর বদনাম হয় তন্ত্রের। আজ যে পদ্ধতিটা বলবো এতে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন আপনার বাড়িতে কোনো সমস্যা আছে কি না।

শনিবার রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর একটি বাটিতে ১ পোয়া গোরুর খাঁটি দুধ নেবেন। তার মধ্যে ২ চিমটি গুঁড়ো হলুদ দেবেন আর ১টি তুলসী পাতা। তারপর বাটিটাকে বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুল (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ) ওই বাটিটার মধ্যে চুবিয়ে ৩ বার আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে 'দর্শয় দর্শয় হুম্'-এই মন্ত্রটি বলতে হবে।

এরপর সেটি পুরো বাড়িতে না হয়, বাড়ির ছাদের চারিদিকে ছিটিয়ে দেন। পরের দিন কী রং হয়েছে দেখুন।

যে রংগুলো বেশি দেখা যায় সেগুলো বলছি। বিভিন্ন রকম করে ১৫টা রং হয়। তবে বেশির ভাগ নীচে উল্লেখিত এই রংগুলোই হয়।

- কালো-ক্রিয়া করা হয়েছে।
- লাল-পিতৃদোষ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

❒ হলুদ-কোনো সমস্যা নেই।

❒ চিটচিটে দাগ-কুলদেব/দেবী রুষ্ট হয়েছেন।

❒ মাকড়সার জালের মতো হলে বুঝতে হবে যে, গৃহে মা লক্ষ্মীকে বন্ধন করা হয়েছে। এইবার সমস্যা অনুযায়ী প্রতিকার করুন। ভাগ্যে নয়, কর্মে বিশ্বাসী হন।

চাকরির ক্ষেত্র ও সমস্যার সমাধান

সরকারি চাকরিজীবী হোক বা বেসরকারি, কেউ নিজের কাজের জন্য চিন্তিত, আবার কারও জীবনে সমস্যার কারণ হল, শত চেষ্টা সত্ত্বেও বসকে খুশি করতে না পারা। এক্ষেত্রে এই ভাবনাতেই দিন কাটে যে, কীভাবে নিজের ঊর্ধ্বতনকে খুশি করা যায়। যদিও পরিশ্রম ও সততার জোরেই তা সম্ভব, তাও জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই সমস্যা সমাধানের উপায় বলা আছে, যা আপনার কাজে লাগতে পারে।

❒ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গুরু সমান। তাই বৃহস্পতিকে প্রসন্ন করা দরকার। এক্ষেত্রে জাফরানের তিলক লাগালে ও কলা খেলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

❒ যদি আপনার বস প্রায়ই আপনাকে সমস্যায় ফেলেন, তাহলে ১১টি মঙ্গলবার, নিয়মিত বজরঙবলীকে ১১টি গোলাপ ফুল অর্পণ করুন।

❒ কোষ্ঠীতে চাকরিক্ষেত্রে কোনও দোষ থাকলে, নিজের বসকে সবুজ রঙের বস্ত্র উপহার দিলে সুফল পেতে পারেন।

❒ মহিলা বস হলে, শুক্র ও চন্দ্র গ্রহের প্রতিকার করা উচিত। কারণ এই দুই গ্রহই স্ত্রী-কারক। এক্ষেত্রে রুপোর গ্লাসে জলপান করুন। বসের নাম নিয়ে ঘরে সামান্য কপূর জ্বালান।

❒ বয়স্ক বসকে খুশি করার জন্য শনির উপাসনা করলে সুফল মিলতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি মদ্যপান করবেন না। দরিদ্রদের দান করা উচিত। শনি যন্ত্র শুদ্ধ করে ধারণ করলে লাভ হতে পারে।

সন্তানের লেখাপড়ায় মনোযোগের উপায়

প্রত্যেক মা-বাবাই চান, তাঁদের সন্তান যাতে পড়াশোনায় ভালো হয়। কিন্তু বাস্তবে বহু ক্ষেত্রে তার উল্টো হতে দেখা গিয়েছে। পড়াশোনায় মন না বসার ফলে বা অন্য কোনও কারণে, সন্তানের ভবিষ্যৎ, চিন্তা বাড়িয়েছে অভিভাবকদের। জ্যোতিষ শাস্ত্রে এমন কিছু উপায় বলা হয়েছে, যা পালন করলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। এর ফলে সন্তানেরা লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে পারে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

১. সন্তান যদি পড়াশোনায় অমনযোগী হয়, তাহলে তাঁদের দিয়ে নিয়মিত হনুমানচালিসা পাঠ করালে শুভ ফল পাওয়া যায়।
২. আবার সন্তানের স্মরণশক্তি কম হলে, তাঁকে দুধের সঙ্গে শঙ্খপুষ্পী মিশিয়ে পান করতে দিন।
৩. ওঁম্ তত্ত্ব নিরঞ্জনায় তারকরায়মায় নমঃ-এই মন্ত্রের এক মালা প্রতিদিন জপ করলে ফল পাওয়া যাবে।
৪. যে বাচ্চারা পড়াশোনা থেকে দূরে পালায়, তাদের দুধে মিছরি মিশিয়ে পান করানো উচিত। আবার বইতে ১১টি সরস্বতী মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত তেঁতুলপাতা রাখা উচিত।
৫. আবার তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও যদি পড়াশোনায় আলস্য দেখা দেয়, তাহলে রুপোর লকেটে সাড়ে সাত রতির রক্তপ্রবাল মঙ্গলবার গলায় পরানো উচিত।
৬. সন্তান জেদি ও চঞ্চল হলে ভৈরবরত্ন অথবা সাড়ে রতির সাউথ সি মুক্তো রুপোর লকেটে করে সোমবারে পরালে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।
৭. পড়াশুনা করছে, পরীক্ষা দিয়ে ভালো রেজাল্ট করছে অথচ আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না। সেইক্ষেত্রে বাচ্চাকে 'পাঁচমুখী গণেশ রুদ্রাক্ষ' শ্রীগণেশের পূজা করে গলায় বুধবার দিন সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে পরিয়ে দিন, উপকার পাবেন।
৮. প্রয়োজন মনে করলে 'শ্রী সরস্বতী কবচ্' ধারণ করতে পারেন।

ঘুমে আর্থিক উন্নতি

সারাদিনের ব্যস্ত রুটিনের শেষে বিশ্রাম যে শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তা আমরা সকলেই জানি। আর বিশ্রামের শ্রেষ্ঠ উপায় ঘুম। নিয়মিতভাবে কম ঘুমোলে শরীরে তার মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু জানেন কি, শুধু শরীর নয়, ঘুমের প্রভাব আপনার সৌভাগ্যেও পড়তে পারে?

জ্যোতিষ শাস্ত্রে ঘুমের গুরুত্ব অপরিসীম। আপনি কীভাবে ঘুমোন বা ঘুমের ঠিক আগে আপনি কী করেন, তার উপর সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ আপনার উপর বর্ষিত হবে কিনা, তা নির্ধারিত হয়। আমরা অনেকেই জানি না যে দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করার ক্ষমতা ঘুমের রয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে ঘুমের আগে সামান্য কয়েকটা টোটকা মেনে চললে আপনি সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারবেন।

বিছানার পাশে সাইড-টেবিল আছে? থাকলে ভালো, না থাকলেও চিন্তা নেই। বেড সাইড টেবিল না থাকলে একটা টুল রাখুন। তার উপরে পিতলের বাটিতে জল রেখে দিন। সকালে ওই বাটির জল কোনও গাছের গোড়ায় ঢেলে দিন। গাছটা মানিপ্ল্যান্ট হলে সবচেয়ে ভালো। এর ফলে ধনলক্ষ্মী আপনার ওপর প্রসন্ন হবে।

ঘুমের আগে বই পড়ার অভ্যাস আছে? খুব ভালো। ঘুমের আগে বই পড়লে সেটি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আপনার স্ট্রেস লেভেলকে কমাতে সাহায্য করবে। ঘুম ভালো হবে। ঘুমের আগে কোনও ধর্মীয় বা উপদেশমূলক বই বা মহাপুরুষের জীবনী পড়তে পারেন। শুভশক্তি আপনাকে আবর্ত করে রাখবে।

ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক আগে হালকা গরম জলে পা ভালো করে ধুয়ে নিন। এতে সারাদিনের কাজের চাপে থাকা আপনার নার্ভাস সিস্টেম শান্ত হবে। পা ধুয়ে-মুছে এরপর নারকেল তেল পায়ে মেখে শুয়ে পড়ুন। এভাবে আপনি সৌভাগ্যকে আকর্ষণ করতে পারবেন।

রাত্রিবেলা ঘুমের ঠিক আগে কমপক্ষে ১৫ মিনিট হাঁটুন। হাঁটার সময় বিষ্ণুমন্ত্র জপ করুন। এইভাবে আপনার চারপাশ থেকে অশুভ শক্তি দূরে সরে যাবে।

সারাদিনে কাজের চাপে সময় না হলে ঘুমের আগে হালকা ওয়ার্ক আউট করে নিতে পারেন। একটু স্ট্রেচিং করলে রাতের খাবার ভালো হজম হবে এবং ঘুম ভালো হবে। আর ভালো ঘুমের পর মন ও শরীর তরতাজা থাকলে সৌভাগ্যলক্ষ্মী আপনিই

আপনার দিকে আকর্ষিত হবে। রাতের মেনু খেয়াল রাখুন। রাতে খুব একটা ভারী খাবার খাবেন না। বিশেষ করে অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, এমন খাবার এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সুস্বাদু কিছু খেতে ইচ্ছে করলে গ্রিলড চিকেন খেতে পারেন।

রাতে শোওয়ার আগে টিভি দেখা বা গেমখেলা নৈব নৈব চ। এতে আপনার স্ট্রেস লেভেল বেড়ে যাওয়ার বদলে কমে যাবে। পাশাপাশি রাতে টিভি দেখতে দেখতে আমরা অনেকেই টুকটাক মুখ চালাই। শরীরের পক্ষেও এই অভ্যেস অত্যন্ত খারাপ। রাতে শুতে যাওয়ার আগে এক কাপ গ্রিন-টি খেতে পারেন। এটি শরীরের টক্সিন পরিষ্কার করে সারারাত ধরে শরীরকে তরতাজা করে তুলবে।

সব শেষে বলি মন্ত্র জপের বিষয়ে। বিছানায় এসে শোওয়ার আগে উত্তরদিকে মুখ করে সুখাসনে বসুন। এবার আপনি দীক্ষিত হলে ইষ্ট-দেব বা দেবী আর অদীক্ষিত হলে ভগবান শিবের মন্ত্র যথাসম্ভব জপ করুন। জপ শেষ হলে জপ মন্ত্র স্মরণ করে শুয়ে পড়ুন। সুন্দর ঘুম হবে। ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে জপ করলে দেবদেবীর স্বপ্ন দেখবেন ও ধীরে ধীরে জীবনে চলার পথে সকলপ্রকার বাধা কেটে যাবে।

আর্থিক সমস্যার শাস্ত্রসম্মত সমাধান

আমরা অনেকেই অনেক সময় আর্থিক অনটনে কাটাই, আয় ঠিক নেই, কোনওভাবেই সংসার চালাতে পারছি না, আবার আয় হলেও ব্যয় বেশি হয়ে যাচ্ছে এমনকি সঞ্চয়েও হাত পড়ে যাচ্ছে, এমন কি আমরা ভেবেও কুল পাচ্ছি না, হিন্দু শাস্ত্রমতে আমাদের কিছু কু-অভ্যাস এবং শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতাই আমাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী। আসুন, জেনে নিই এবং

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শাস্ত্রসম্মতভাবে সংশোধন করেনি নিজেদের।

ক. বাথরুম নোংরা করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং বাথরুম ব্যবহার করার পরে জলে ভিজে থাকা মেঝেও মুছে ফেলা দরকার।

খ. দুপুরে রাত্রে খাবার সময় খাবার নষ্ট করাটা উচিত নয়, তেমনই খাওয়া-দাওয়ার পরে অতি দ্রুত প্লেট ধুয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা উচিত বলেও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

গ. সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানা গুছিয়ে রাখতে হবে।

ঘ. বহু মানুষই অনেক রাত করে ঘুমোতে যান। এমনটা ঠিক নয়।

ঙ. যত্রতত্র থুতু ফেলে আশপাশের জায়গা নোংরা করলে লক্ষ্মীদেবী রুষ্ট হন।

চ. শাস্ত্রমতে সূর্যাস্তের পর ঘর মোছা বা ঘর ঝাড়ার অর্থ নিজের সৌভাগ্যকে মুছে ফেলা বলে দাবি করা হয়েছে শাস্ত্রে।

ছ. বাড়ির পয়ঃপ্রণালী বা ড্রেন ঢেকে রাখতে হয়।

জ. শাস্ত্রমতে উত্তরদিকে দেবতাদের বাস এবং সেখানে ধনসম্পত্তি থাকে। এই দিকটি খোলা ও পরিষ্কার রাখা উচিত।

ঝ. বহু মানুষই ঘরের জানালা দিনের পর দিন খোলেন না। শাস্ত্রমতে এটা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

ঞ. ঘরের সমস্ত ঘড়ি যেন ঠিক মতো কাজ করে তা নজরে রাখা উচিত। নচেত সৌভাগ্য তো আসবেই না, বরং নেমে আসবে দুর্ভাগ্য।

ট. বাড়িতে যেন কিছুতেই কোনো পায়রার বাসা না থাকে। পায়রার বাসা আর্থিক অনিশ্চয়তা ও দারিদ্র্যের মূল হিসাবে কাজ করে।

ঠ. বাড়িতে মৌচাক থাকার অর্থ, দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যকে টেনে আনা। কাজেই বাড়িতে মৌচাক থাকলে তা ভেঙে ফেলুন।

ড. মাকড়সার জাল শুধু ঘর নোংরা করে তাই নয়, এটি সাংসারিক জীবনে টেনে আনে দুর্ভাগ্যও।

ঢ. বাড়ির দেওয়াল যদি চটা ওঠা, ভাঙা কিংবা ফাটল ধরা থাকে, তবে বাস্তুমতে তা ভাগ্যে কুপ্রভাব ফেলে।

ণ. বাড়ির কোনও কল থেকে জল ক্রমাগত টুপ টুপ করে চুঁইয়ে পড়লে শুধু যে বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি টেনে আনছে তাই নয়, আপনার বাড়ির ভিতরকার ইতিবাচক শক্তিকেও হ্রাস করছে।

ত. বাড়ির কোনও বৈদ্যুতিক তার আলগা হয়ে দেওয়াল থেকে ঝোলা, কিংবা কোনও বৈদ্যুতিক যন্ত্রে লুজ কানেকশানের সমস্যা দুর্ভাগ্যের কারণ হতে পারে।

থ. বাড়িতে কোনও ক্যাকটাস বা কাঁটাগাছ রাখা বা তা দিয়ে ঘর সাজানো ঐ বাড়ির কিছু মানুষের মনে অবসাদ আনতে পারে।

দ. বাড়িতে দেবী কালীর একটা ছবি উত্তর দেওয়ালে টানিয়ে রাখুন। আপনার ভক্তিমতো প্রণাম করে দিন শুরু করুন।

ধ. প্রয়োজন মনে করলে 'ধনলক্ষ্মী কবচ' ধারণ করতে পারেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভগবতী মহালক্ষ্মীর কৃপালাভ কি ভাবে হবে

কিছু কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা সারাজীবন দারিদ্রের মধ্যে কাটাতে বাধ্য হন। হাজার চেষ্টা করলেও এইসব মানুষেরা সেইভাবে অর্থের মুখ দেখতে পান না। শাস্ত্র বলছেন, ভাগ্যলক্ষ্মী কার ওপর প্রসন্ন হবেন, আর কার ওপর হবেন না, তা প্রতিটি মানুষের চরিত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

❒ যে ব্যক্তির দাঁত পরিষ্কার নয়, সে কখনও যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ রোজগার করতে পারে না। মুখের পরিচ্ছন্নতার দিকে যার নজর নেই, ভাগ্যলক্ষ্মী তার ওপর প্রসন্ন হন না।

❒ যে ব্যক্তি খিদের থেকে অতিরিক্ত খাবার খান, তাঁর হাতে কোনওদিন অর্থ থাকে না। অতিরিক্ত খাবার খেয়ে ও অতিরিক্ত খরচ করে তিনি ধীরে ধীরে দরিদ্র হয়ে পড়েন।

❒ যে ব্যক্তি কখনই মিষ্টভাষা বলতে পারেন না, তারও অর্থের অভাব কোনওদিন ঘুচবে না। তাই প্রতিটি মানুষের মিষ্টি ভাষায় কথা বলা উচিত, তাহলেই ভাগা- লক্ষ্মী তার ওপর খুশি হন।

❒ দিনের বেলা যে ব্যক্তি ঘুমোন, তাঁর অর্থের অভাব সারাজীবন সঙ্গী হয়ে থাকে।

❒ অর্থ রোজগারের জন্য যিনি অবৈধ উপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা করেন না, তিনি কোনও দিন ধনী হতে পারেন না। অবৈধ উপায়ে অর্থ রোজগার করলেও তা তার হাতে থাকবে না বা সে ভোগও করতে পারে না।

আশাকরি আপনার মধ্যে এই দোষগুলি নেই, আর আপনি মহালক্ষ্মীর কৃপা পেতে চাইতে থাকলে এখনই এই দোষগুলি পরিহার করুন। এই বার আসি পুজোর প্রসঙ্গে। প্রতি শুক্রবার লক্ষ্মীপুজো করুন। সম্ভব হলে ‘সৌভাগ্যলক্ষ্মী কবচ্’ ধারণ করুন।

পুজোর পান দিয়ে ভাগ্যোন্নতি

ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক রীতি, ভদ্রতা এবং আচার-আচরণের অংশ হিসেবেই বাংলায় পানের ব্যবহার চলে আসছে। অনুষ্ঠানাদিতে পান পরিবেশন দ্বারা প্রস্থানের সময় ইঙ্গিত করা হয়। এক সময় উৎসব, পুজোয় ও পুণ্যাহে পান ছিল অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচীন অভিজাত জনগোষ্ঠীর মাঝে পান তৈরি এবং তা সুন্দরভাবে পানদানিতে সাজানো লোকজ শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেত। প্রধানত দক্ষিণ এশিয়া, উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানুষ পান খায়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, এই পান আপনার দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করতে পারে। এর পাশাপাশি সম্পদ বৃদ্ধি ও মানসিক শান্তি পূরণেও সাহায্য করে পুজোয় ব্যবহার করা সুপারি। বাঙালির রীতি অনুযায়ী যে কোনও শুভ কাজে পান পাতা ব্যবহার করা হয়। পুজো থেকে শুরু করে যে কোনও শুভ কাজে পানের ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে পুজোয় ব্যবহৃত পান ব্যবহার করবেন নিজের সৌভাগ পরিবর্তনের জন্য।

১) এর জন্য একটি সাদা কাপড়ে সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে এতে পুজোর পান, সামান্য আতপ চাল, কাঁচা হলুদ একসঙ্গে বেঁধে নিন। এবারে এটি বাড়ির মূল প্রবেশদ্বারে একটু উঁচুতেই ঝুলিয়ে রাখুন। তবে এমনভাবেই টাঙাতে হবে যাতে সেখানে সহজে কারও হাত না লাগে। এতে সংসারের সাবির্ক উন্নতি হয় ও সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি বজায় থাকে।

২) একটি সবুজ কাপড়ে সুপারি, সামান্য আতপ চাল ও কাঁচা হলুদ ও পুজোর পান একসঙ্গে বেঁধে নিন। ব্যবসার স্থানে বা কর্মক্ষেত্রে এটি অন্যের চোখের আড়ালে রেখে দিন। এতে আগত প্রায় সমস্ত বাধা বিপত্তি কেটে যায়।

৩) বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীদেবীর পুজোয় ব্যবহৃত পানে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে, সেটি যেখানে টাকা পয়সা রাখেন সেই স্থানে রেখে দিন। এতে মা লক্ষ্মীর কৃপায় সর্বদা আর্থিক উন্নতি বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি আর্থিক সমস্যা থাকলে তা কেটেও যায়। গণেশের ছবি রয়েছে এমন একটি রুপোর কয়েন ও পুজোয় ব্যবহৃত পান একসঙ্গে রেখে সিদ্ধিদাতার পুজো করুন। এতে শুভ ফল পাবেন হাতেনাতে।

৪) স্বপ্নদোষ বন্ধ করার টোটকা শনিবার দিন কালো ধুতরো গাছের পূর্বদিকের শিকড় পূর্বদিকে মুখ করে শ্বাস বন্ধ করে তুলে এবং কোমরে ধারণ করলে স্বপ্নদোষ হয় না। পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শনিবার দিন সাদা লজ্জাবতীর গাছের শিকড় পূর্বদিকে মুখ করে শ্বাস বন্ধ করে তুলে কোমরে ধারণ করলে স্বপ্নদোষ বন্ধ হয়।

৫) রাত্রে শোওয়ার আগে বেশি করে ঠান্ডা জলের ধারা কোমর থেকে ঢেলে ও মুছে শয়ন করলে স্বপ্ন দোষ হয় না। শোওয়ার সময় অবশ্যই নিজের জন্মদাত্রী মায়ের নাম উচ্চারণ করে মায়ের মুখচ্ছবি চিন্তা করতে করতে ঘুমতে হবে।

৬) কোমরে অন্তত ২০ গ্রাম সীসা কালো সুতায় বাঁধতে হবে। এতে স্বপ্নদোষ হয় না। কোলবালিশ বা পাশবালিশ নিয়ে ঘুমানো অনুচিত, এতে স্বপ্নদোষ বেড়ে যায়। একসপ্তাহে দুইদিন, মঙ্গলবার নিমপাতা আর শুক্রবারে শিউলিপাতা ভেজে খেতে হবে।

৭) প্রয়োজন মনে করলে সম্ভব হলে 'ভুবনেশ্বরী কবচ্' ধারণ করুন।

বার অনুযায়ী কি কি শুভকর্ম করা উচিত

অনেক সময় আমাদের সঙ্গে প্রায় এমনটা হয় যে, আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি কোনও জরুরি কাজের জন্য, অথচ কাজটায় সাফল্য পেলাম না। সব কিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও কোনও কারণে কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে গেল। তখন মনে এই প্রশ্ন জাগে কেন এরকমটা হল?

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কিন্তু এর কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। তবে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যায় কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চললে।

রবিবার-

সূর্য প্রণাম করতে হবে।

রাস্তায় কোনও গরিবকে কিছু দান করুন। রবিবারে যে-কোনও কাজে সাফল্য পেতে নিজের কাছে একটি পান পাতা রাখতে হবে।

সোমবার-

সোমবার শিবের পুজো করতে হবে। সাদা রঙের বস্ত্র পরিধান করতে হবে। কাজে বেরোনোর আগে নিজের মুখ আয়নায় দেখে বেরোতে হবে।

মঙ্গলবার-

হনুমানজির পুজো করতে হবে। মেটে বা কমলা সিঁদুরের টিকা কপালে লাগান। যে-কোনও শুভ কাজের জন্য মঙ্গলবার খুব ভালো। তাই কাজে বেরোনোর আগে মিষ্টিমুখে মিষ্টি জাতীয় কিছু দিয়ে যেতে হবে।

বুধবার-

প্রভাতে তুলসীগাছে জল দিতে হবে। যে-কোনও সবুজ কিছু খাদ্য পাখিদের খাওয়ান। কাজে বেরোনোর আগে খোসাসমেত মুগডাল বা ধনেপাতা মুখে দিয়ে বেরোলে কর্মে সাফল্য পাবেন।

বৃহস্পতিবার-

লক্ষ্মীদেবী বা ধনকুবেরের পুজো করতে হবে।

হলুদ রঙের বস্ত্র পরিধান করুন। কাজে বেরোনোর আগে দই বা সরষের দানা মুখে দিয়ে বেরোলে শুধু কর্মে সাফল্য নয়, ঘরেও কোনও না কোনওভাবে সম্পত্তি আসতে পারে।

শুক্রবার-

গায়ে সুগন্ধি হিসাবে আতর লাগান।

সাদা রঙের মিষ্টি বা ফুল অথবা চাল মন্দিরে দান করুন।

কাজে বেরোনোর সময় দই মুখে দিয়ে যান।

শনিবার-

শনিদেবের মন্দিরে কালো তিল দান করুন।

কাক বা কালো কুকুরকে কিছু খাবার খাওয়ান।

কাজে বেরোনোর আগে মুখে আদার টুকরো রাখুন। শুধু নৈতিক কারণে বা সৎ উদ্দেশ্য

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নিয়ে এই টোটকাগুলি প্রয়োগ করুন সম্পূর্ণ গোপনভাবে।

গুরুপূর্ণিমার দিনে বিশেষ কর্ম

গুরুপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে সংসারী মানুষ পরিবারের কল্যাণ কামনায় বিভিন্ন ভক্তিমূলক কর্মকাণ্ডে দিনটি উৎসর্গ করেন।

✔ এই দিন বাড়ির প্রধান দরজায় মা লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকুন এবং যদি বাড়িতে মা লক্ষ্মীর পদযুগল থাকে, তাহলে তা উত্তরদিকে রেখে তাঁর সামনে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালালে দারিদ্র্য দূর হয় এবং অর্থ ভাগ্য ভাল হয়।

✔ গুরুপূর্ণিমার দিন মা লক্ষ্মীর কাছে নারকেলের তৈরি জিনিস ও কাজু অর্পণ করুন। এতে মা লক্ষ্মী খুবই প্রসন্ন হন।

✔ পূজাস্থানে একটি নারকেল রাখুন। মা লক্ষ্মীর খুব প্রিয়, তাই গুরুপূর্ণিমার দিন নারকেল দিয়ে অবশ্যই লক্ষ্মীদেবীর পুজো করুন।

✔ চন্দ্রদেবকেই প্রকাশ্য দেবতা বলে মনে করতেন আর্যরা, তাই এই দিন চন্দ্রদেবের উপাসনা করলে চন্দ্রের দোষ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। গুরু পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় ধূপ-দীপ সহকারে চন্দ্রদেবকে জল অর্পণ করুন এবং চন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে খোলা জায়গায় যে-কোনও সাদা রঙের প্রসাদ নিবেদন করুন।

✔ ব্যবসায় উন্নতি আনতে একটি নারকেল লাল কাপড়ে মুড়ে তাতে আটা ও সিঁদুর লাগিয়ে তা চন্দ্রদেবকে অর্পণ করুন। এতে ব্যবসায় উন্নতি হবে।

✔ এইদিন বেলগাছকে সুগন্ধী ধূপ ও ফুল দিয়ে পুজো করলে দুর্বল আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হতে দেখা যায়। এই পুজো পুরোহিত দিয়ে করাতে হবে।

✔ এইদিন অন্ন, বস্ত্র বা সাধ্যমতো যা কিছু গরিবদের দান করুন। সম্ভব হলে এই দিন গঙ্গাস্নান করুন। এইদিন গঙ্গাস্নান করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

✔ গুরুপূর্ণিমার দিন সারাদিন উপবাস করে সন্ধ্যায় মা লক্ষ্মীর আরাধনা করলে অর্থ কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। একই সঙ্গে সত্যনারায়ণ পুজোর আয়োজন করাও খুব শুভ। বাড়ি থেকে কুপ্রভাব দূরে সরে যায়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

✔ গুরুপূর্ণিমার দিন পশুপাখিকে খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। এইদিন একটি সাদা কাপড়ের ওপর মুগ ডাল, ছোলার ডাল, আটা, কালো তিন ও কলাই রেখে তা নবগ্রহের যন্ত্রের কাছে রাখুন এবং মনের কামনা জানান। এতে নানাবিধ গ্রহের দোষ খণ্ডন হয়।

দুঃস্বপ্নের টোটকা

এবার আসি দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি লাভের উপায়। দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে চাইলে আপনি এক বোতল আলতা ও একটা ফুলস্ক্যাপ সাদা কাগজ নিন। আপনার ডান হাতের অনামিকা আঙুল দিয়ে ক্ষ্মমাক্ষ্ম শব্দটি ঐ সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজ জুড়ে সব থেকে বড় করে লিখে ফেলুন। এবার নীচে আপনার গর্ভধারিণী মায়ের নাম লিখুন। কাগজটা এবার শুকোতে সময় দিন। শুকিয়ে গেলে ঐ কাগজটি আপনার বিছানার তোষকের নীচে মাথার বালিশের সোজাসুজি রাখুন। রাত্রিবেলা শোওয়ার সময় আপনার মায়ের মুখটি চিন্তা করতে করতে ও একবার মায়ের নাম উচ্চারণ করে ঘুমোতে যান, আপনি দুঃস্বপ্ন দেখবেন না। মনে রাখবেন, চিত হয়ে শোওয়া ভালো নয়।

মানিব্যাগে আর্থিক অসুবিধার সমাধান

কিছু জিনিস মানিব্যাগে রাখলে, মানিব্যাগ সব সময় টাকায় ভর্তি থাকবে। টাকার অভাব দূর করতে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে অনেক ধরনের নিয়ম বা টোটকার কথা বলা আছে। সেই নিয়মগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে পালন করি, তাহলে অর্থের অভাব হয়ত আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। মনে রাখতে হবে, মানিব্যাগ হল এমন একটি জিনিস, যা সম্পদকে আক্ষরিক অর্থে ধরে রাখে। এখন আধুনিক যুগে মানুষ বিভিন্ন প্রকার মানিব্যাগ ব্যবহার করেন। অনেক সময় দেখা যায়, প্রচুর উপার্জন করার পরও

সঞ্চয় সেভাবে হচ্ছে না বা ভীষণ পরিমাণে অর্থ কষ্টে ভুগছেন। নিম্নলিখিত নিয়ম বা টোটকাগুলি সঠিকভাবে পালন করলে অর্থের অভাব জীবন থেকে অনেকটা কমে যাবে।

ধন সম্পত্তির দেবী লক্ষ্মীদেবীর ছবি-হিন্দুশাস্ত্র মতে সম্পদের দেবী হলেন লক্ষ্মী। সংসারে অর্থ বৃদ্ধির জন্য আমরা লক্ষ্মীদেবীর পুজো করি। মানিব্যাগে যদি লক্ষ্মীদেবীর ছবি রাখা হয়, তাহলে অর্থাভাব কেটে গিয়ে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে।

চাল-অর্থাভাব দূর করতে হলে একটি ভালো মানিব্যাগ, অর্থাৎ যেন ছেঁড়া না হয়, তাতে ২১টি অভঙ্গুর আতপ চাল একটা কাগজে মুড়ে রাখতে হবে। এতে ঐ কাজটি বৃহস্পতিবার করলে ফল ভাল পাওয়া যায়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অশ্বত্থ পাতা-পুরাণ মতে অশ্বত্থ পাতা সব সময় শুভ ফল প্রদান করে। তাই একটি অশ্বত্থ পাতা নিয়ে তা গঙ্গাজলে ধুয়ে মানিব্যাগে রেখে দিলে টাকার অভাব কখনও হবে না। পাতাটি শুকিয়ে গেলে আর একটি নতুন সতেজ পাতা ব্যাগে রাখতে হবে। এর ফলে অর্থের অভাব কখনওই কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

আশীর্বাদী টাকা-মা-বাবা বা যে-কোনও গুরুজনের দেওয়া আশীর্বাদী নোট খরচ না করে তা হলুদ মাখিয়ে মানি ব্যাগে রেখে দিলে অর্থ সমৃদ্ধি ঘটবে এবং আপনাকে অনেক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবে।

জমি-বাড়ী বিক্রির উপায়

অনেক সময় আমরা সম্পত্তি বিক্রি করতে চাইলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে তা পারি না, সমস্যাগুলির মধ্যে আমাদের জন্মছক বা বাস্তু সংক্রান্ত সমস্যা থাকতে পারে। তাই এখানে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে আপনার বাড়ি, অফিস, বাণিজ্যিক এবং আবাসিক সম্পত্তি দ্রুত বিক্রি করার ক্ষেত্রে কিছু উপায় বলা হল, দেখে নিন। সেগুলি এইবার আসুন টোটকা প্রক্রিয়ায়-

১. সোমবার এটি করুন-সোমবার বা শনিবার থেকে শুরু করে ৪৩ দিন ধরে আপনি কোনো শিবমন্দিরে পুজো দিন। শিবের কাছে প্রার্থনার সময় দুটি আমণ্ড বাদাম দিন। পুজো শেষ করে ঘরে ফেরার সময় ওই দুটি বাদামের মধ্যে একটি নিয়ে যান। এই বাদামটি নিরাপদে ঘরে রাখুন কারণ পরে আপনার এটির প্রয়োজন হবে। সময় নষ্ট না করে ৪৩ দিন ধরে এটি করুন। ৪৩ দিন পরে আপনার বাড়িতে সংগ্রহ করা বাদামগুলি নদী বা প্রবাহিত জলে ভাসিয়ে দিন।

২. ৪৩ দিন গোরুকে খাওয়ান-৪৩ দিন ধরে প্রতিদিন একটি গাভীকে সবুজ জাব বা চারা খাওয়ান। বিশ্বাস করা হয় যে, গোরুর দেহে ৩৩ কোটি দেবদেবীর বসবাস। হিন্দুধর্ম অনুসারে গোরুকে খাওয়ানো অন্যতম বৃহত্তম পুণ্য কর্ম। আরও বিশেষ কারণ হল, ভগবান কৃষ্ণের কাছে গোরু খুব প্রিয়। গোরুকে খাবার সরবরাহ করা আপনার অন্য কোনও ইচ্ছা পুরণ করতেও সহায়তা করে।

৩. প্রতিদিন এটি করুন-প্রতিদিন আপনি খাবার রান্না করে একটি গাভীর কাছে প্রথম ভাগ এবং শেষ অংশটি একটি কুকুরের কাছে সরবরাহ করুন। কুকুরকে আপনি আপনার বেঁচে যাওয়া বাকী খাবার সরবরাহ করবেন না। সাধারণত যা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ রুটি তৈরির সময় প্রথম রুটিটি একটি গাভীর জন্য এবং শেষটি কুকুরের জন্য রাখুন। আপনি যদি কোনওভাবে সেদিন আরও রুটি তৈরি করতে পারেন, নিশ্চিত হন যে এর শেষটি কোনও কুকুরের জন্যই হবে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মাঙ্গলিক দোষের জন্য বেশ কিছু টোটকা

অনেক সময় আমরা একটা কথা শুনে থাকি যে কেউ কেউ মাঙ্গলিক। অর্থাৎ, তার জন্মসূত্রে মাঙ্গলিক দোষ আছে। এর জন্য অনেকে অনেক কিছু প্রতিকার করেন। মূলত বিবাহের সাথে এর যোগসূত্র আছে। মাঙ্গলিক থাকলে বিবাহিত জীবন নাকি সুখের হয় না। শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে না। আরও অনেক কিছু। কিন্তু মাঙ্গলিক আসলে কি, আর এর থেকে প্রতিকার পেতে গেলে কি করণীয়, আসুন জেনে নিই।

এই মাঙ্গলিক শব্দটি জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাথে যুক্ত। জ্যোতিষশাস্ত্রে মতে বিবাহ বিষয়ে বলা হয়েছে আমাদের জীবনের ভালো মন্দ নির্ধারিত হয় কিছু গ্রহের উপরে, বিশেষভাবে মঙ্গল গ্রহের উপরে নির্ভর করে। তাই মাঙ্গলিক দোষের নির্ধারণ কর্তা স্বাভাবিকভাবে হল মঙ্গল গ্রহ। আমাদের জন্মছককে ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক-একটি ভাগকে এক-একটি কারণ হিসাবে ধরা হয়েছে। এর কোনও ঘর ভাগ্যের, কোনো ঘর অর্থের কোনো ঘর বিবাহের ইত্যাদি। আর এসবের উপর নির্ভর করে জাতকের ভাগ্য নির্ধারণ হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে বলে যে জন্মকুণ্ডলীতে লগ্ন থেকে প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম আর দ্বাদশে মঙ্গলের প্রভাব থাকলে মাঙ্গলিক দোষ হয়। এর সঙ্গে খারাপ কোনো কিছু যোগ হলে যেমন কেতু যোগ হলে খারাপের পরিমাণটা আরও বেড়ে যায়।

❐ প্রথম ভাবে মঙ্গলের দৃষ্টি থাকলে জাতকের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না, উগ্রতা আসে স্বভাবে। চতুর্থ ভাবে মঙ্গলের দৃষ্টি থাকলে মায়ের শরীর খারাপ, বাড়িতে অসুস্থতা লেগে থাকে। সপ্তমে মঙ্গলের প্রভাবে বিবাহিত জীবন সুখের হয় না। অশান্তি লেগে থাকে, ব্যবসায় উন্নতি হয় না। অষ্টমে মঙ্গলের প্রভাবে আইনি ঝামেলা বৃদ্ধি পায় আর দ্বাদশে জাতকের দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়।

❐ কি করবেন মাঙ্গলিক দোষ কাটাতে-শাস্ত্রমতে প্রতি মঙ্গলবার হনুমানজির পুজো করুন, মঙ্গলবার হনুমানচালিসা পাঠ করুন, মন্দিরে গিয়ে মেটে সিঁদুর দিয়ে পুজো করুন। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান। এতে মাঙ্গলিক দোষ কাটবে।

❐ প্রতি মঙ্গলবার পশুদের খাওয়ান, পারলে হনুমানকে খাওয়ান। কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ান, তাহলে ঐ দোষ কেটে যায়।

❐ প্রতি মঙ্গলবার উপোষ করে অড়হর ডাল খেলে এই দোষ কেটে যায়। মঙ্গলবার নবগ্রহ মন্ত্র পাঠ করলে তার সাথে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করলে এই দোষ কাটতে পারে। আপনার যদি মাঙ্গলিক দোষ থাকে তো এগুলি করতে পারেন।

❐ প্রয়োজন মনে হলে ও সম্ভব হলে 'পীতাম্বরী বগলা কবচ' ধারণ করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কর্পূরে সৌভাগ্যবৃদ্ধি

আমাদের অতি পরিচিত সামান্য দামের কপূরের মহাশক্তিশালী ও চমৎকারী অসাধারণ টোটকা আজ জেনে নিন। জানুন কপূরের বহুগুণ।

১. পিতৃদোষ ও কালসর্প দোষ নিবারণের জন্য আপনার ঘরের বাথরুমে ২টি কপূর ব্লক রেখে দেবেন। ফুরিয়ে গেলে আবার দুটি কপূর রাখবেন। এতে কালসর্প ও পিতৃদোষ লাঘব হবে।

২. আকস্মিক ধনপ্রাপ্তি হেতু দুর্গা পরমেশ্বরীর ছবি বা মূর্তির সামনে ১টি গোলাপ ফুল রেখে তাতে ২টি কপূর রেখে জ্বালিয়ে দিন ও মাতার আরতি করুন। টানা ৪৩দিন ধরে করতে হবে।

৩. দুর্ঘটনা, ফাঁড়া বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য হনুমানজির ছবি বা মূর্তির সামনে শ্রীহনুমানচালিসা পাঠ করে ২টি কপূর জ্বালিয়ে দিন। অতি ভয়ঙ্কর বিপদ যোগও কেটে যাবে।

৪. প্রতিদিন রুপোর পাত্রে কয়েকটি লবঙ্গ ও কয়েকটি কপূর নিয়ে জ্বালিয়ে দিন। সকালে ও সন্ধ্যায় ১ বার করে রোজ করুন। দেবী লক্ষ্মী কোনোদিন ঘর ছেড়ে যাবে না। তাই আপনার ঘর ধন সম্পত্তিতে ভরপুর থাকবে।

৫. বিবাহ সম্পর্কিত বাধা ও সমস্যা হেতু শুক্রবার দেবী দুর্গার মূর্তি বা ছবির সামনে ৬টি কপূর, ৩৬টি লবঙ্গ একটি হবিপাত্রে জ্বালিয়ে তাতে চাল ও হলুদ গুঁড়ো আহুতি দিন। দেখবেন আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধ হবে।

৬. নবরাত্রি দুর্গাপুজোর ৯টা দিনের প্রত্যহ দেবী দুর্গার মূর্তি বা ছবির সামনে নির্মিত স্তূপের উপর গঙ্গাজল দিয়ে তার উপর আকাঙ্ক্ষিত ভূমির মাটি খালি কাচের শিশিতে নিয়ে দুটি কর্পূর রেখে মহামায়ার প্রিয় মন্ত্র ক্ষ্মওঁম্ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ে বিচ্চেক্ষ্ম মন্ত্রটি প্রতিদিন ৫৪০ বার জপ করুন। তারপর নবরাত্রি শেষে কিছু অঙ্কুরিত যব দানা নির্জন জায়গায় ফেলে আসুন এবং শিশি বাদে সব জিনিসপত্র পরিষ্কার জলাশয়ে বিসর্জন করুন। শাস্ত্র অনুযায়ী এতে আপনি ভূসম্পত্তি ও ভবনের মালিক হবেন।

৭. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নতির জন্য স্বামী নিজের শোওয়ার বিছানার নীচে কিছুটা কর্পূর ও স্ত্রী নিজের বিছানার নীচে সিন্দুর পূর্ণ কৌটা রাখুন। পরের দিন সকালে কর্পূর জ্বালিয়ে দিন। তাছাড়া প্রতিদিন বেডরুমে ২টি করে কর্পূর রাখুন ফুরিয়ে গেলে আবার দুটি কর্পূর রাখবেন। দেখবেন দাম্পত্য জীবন সুখময় হবে।

৮. প্রতিদিন স্নানের জলে কয়েক ফোঁটা কর্পূরের তেল মিশিয়ে স্নান করলে ভাগ্য উদয় হয়।

৯. বুধবার সবুজ বস্ত্র ধারণ করে সবুজ মুগ ডাল, কাঁসা, মিছরি মন্দিরে বা ব্রাহ্মণকে দান করে সন্ধ্যায় ২টি কর্পূর জ্বালান। প্রতি বুধবার করুন। বুধদোষ কেটে যাবে।

১০. রোজ আপনার গৃহমন্দিরে সকালে ও সন্ধ্যায় দুটি কপূর ব্লক অল্প ঘি মাখিয়ে জ্বালিয়ে দিন, পরিবারে সুখ-শান্তির অভাব হবে না।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শুক্রবারের অর্থ বৃদ্ধি করার বিশেষ তান্ত্রিক প্রয়োগ

একবার করেই দেখুন না, একটি সহজ সরল টোটকা বদলে দিতে পারে আপনার জীবন। আপনি কি অনেকদিন ধরে আর্থিক সমস্যায় ভুগছেন? কিংবা হাতে মোটেও অর্থ স্থিতি হচ্ছে না? কারণে ও অকারণে পারিবারিক অশান্তি লেগেই থাকে? তবে যে-কোনো শুক্রবার এই কাজটি করুন। অর্থকষ্ট দূর হবে এবং অশান্তিও দূর হবে। শাস্ত্রমতে এমন কিছু সাধারণ উপায় রয়েছে, যা পালন করলে বাড়িতে অশুভ শক্তির প্রভাব কমে এবং অর্থ কষ্ট দূর হয়।

যে-কোনও শুক্রবার বাজার থেকে একটি মাটির হাঁড়ি কিনে আনুন। তারপর মাটির হাঁড়ির মধ্যে এক ঘটি জল ঢালুন এবং তার মধ্যে গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিন। এইভাবে এই কলসিটি আপনার বাড়ির সদর দরজার সামনে একটি নিরাপদ জায়গায় রাখুন যাতে কেউ না স্পর্শ করে। সূর্যাস্তের আগে কলসিতে রাখা জল গোলাপের পাপড়ি বাড়ি থেকে দূরে কোনও একটি গাছের গোড়ায় ঢেলে দিন। তবে সাবধান, গাছের গোড়ায় জল ঢালার সময়ে যেন কোনওভাবে আপনার পায়ে না লাগে। এরপর ওই মাটির কলসিটি কোনও গরিব মানুষকে দিয়ে দিন এবং বাড়ি ফিরে পরিষ্কার জলে হাত মুখ ধুয়ে ফেলুন।

যদি এই কাজটি সঠিকভাবে করতে পারেন তাহলে আর আপনাকে অর্থকষ্টে ভুগতে হবে না। পারিবারিক অশান্তিও অল্প দিনে দূর হবে। পরপর ৬ সপ্তাহে ৬টি শুক্রবার এই প্রক্রিয়াটি করুন।

সাংসারিক শান্তির বিশেষ উপায়

আপনার বাড়িতে অন্যদের সাথে মনোমালিন্য হচ্ছে? আপনি একের পর এক সমস্যা নিয়ে ভুগছেন? আপনার অর্থনৈতিক অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে? খুব সহজেই সাংসারিক অশান্তি বেশ কিছুটা আপনি কাটিয়ে দিতে পারেন এই প্রাথমিক ক্রিয়াটির দ্বারা। আপনাকে কিছুটা সময় এনে দেবে এই প্রয়োগ, যাতে আপনি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বিপদ সামলে নিতে পারেন। এবার প্রাজ্ঞ মানুষের সাহায্যে বিপদের মোকাবিলা করুন। একজন তন্ত্রজ্ঞ জ্যোতিষের শরণাপন্ন হোন। এবার প্রক্রিয়াটি বলি। বাজার থেকে যে-কোন কৃষ্ণপক্ষের শনিবার বেলা ১২টার পরে এক দামে একটি সলিড লোহার ছুরি কিনে আনুন। এবার বাড়িতে এসে ঘরের একটা কোণায় একগ্লাস জলের মধ্যে ছুরিটা ডুবিয়ে দিন। এক সপ্তাহ ধরে ছুরিটির ধারকাছে যাবে না। ঠিক পরের শনিবার বেলা ১২টায় সময় ছুরিটা তুলে নিয়ে রেখে দিন গ্লাসের ওপরেই বা যে-কোন খোলা স্থানে, যাতে হাওয়ায় ছুরিটার জল শুকিয়ে যায়। পুরো জল শুকিয়ে গেলে একটা পরিষ্কার কাপড় নিয়ে ছুরিটা ভালো করে মুছে নিন যাতে ছুরিতে লাগা মরচে কাপড়ে একটু হলেও লাগে। এবার ভালো সরষের তেল ডানহাতের মধ্যমা দিয়ে কাপড়ে তিনবার লাগান। এবার ওই মরচে আর তেল লাগানো কাপড়টি নিয়ে চলে যান যে-কোনো শনিমন্দিরে। সেখানে কাপড়টি রেখে দিয়ে আপনার মনোবাসনা জানিয়ে চলে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আসুন। খুব ভালো ও প্রভাবশালী প্রয়োগ এটি। কয়েকটি শনিবার এই প্রয়োগ করে দেখুন, নিশ্চয় উপকার পাবেন।

ধনলাভের কিছু উল্লেখযোগ্য উপায়

ক. গোমাতাকে গুড় ও অল্প ঘিয়ের মিশ্রণ খাওয়ান।

খ. গৃহে একটি লাল মুখের হাত জোড়া করা বাঁদরের মূর্তি এনে পশ্চিমাভিমুখী করে রাখবেন।

গ. বৃহস্পতিবার সকালে স্নান করার পর পূজাগৃহে মাতা লক্ষ্মীদেবীর পূজা সম্পন্ন করে একটি শাঁখের উপর হলুদ বা কুমকুম মাখিয়ে হলুদ কাপড়ে মুড়ে টাকা-পয়সা রাখার লকারে রেখে দিন।

ঘ. প্রতিদিন হাতে অল্প কালো তিল নিয়ে নিজের ও পরিবারের বাকি সদস্যদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ৭ বার ঘুরিয়ে উত্তরদিকে ফেলে দিন, ধনবৃদ্ধি হবে।

ঙ. একটি রুটির ৪টি খণ্ড করে একটি খণ্ড গোরুকে, আরেকটি কাককে, একটি কুকুরকে ও সর্বশেষ টুকরো চার রাস্তার সংযোগস্থলে ফেলে দিন। আর্থিক উন্নতি হবে।

চ. বৃহস্পতিবার দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণকে ছোলার ডাল ও হলুদ দান করুন।

ছ. গুরুবার শ্রীগণেশ ভগবানকে লাড্ডু ও গুড় নৈবেদ্যরূপে অর্পণ করলে ও বিঘ্নহর্তার সামনে ঘি প্রদীপ জ্বালালে সম্পদ বৃদ্ধি ও সম্পদ লাভের বিভিন্ন সম্ভাবনা প্রাপ্তি হয়।

জ. মাছকে প্রত্যেক দিন খাদ্য দিন।

ঝ. মহাবীর ভগবান শ্রীবজরঙবলীর সম্মুখে ঘিয়ের প্রদীপ ও সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে বেসনের লাড্ডুর ভোগ দিন, অত্যন্ত ফলপ্রদ ও শ্রীপদ।

ঞ. দক্ষিণাবর্তী শঙ্খ বা কুবের যন্ত্র বৃহস্পতিবার গৃহে স্থাপনা করুন। অর্থ আনুকূল্য সদা বজায় থাকবে।

ট. রুপোর বা সোনার কয়েনে কুমকুম লেপন করে লাল বস্ত্রে জড়িয়ে লকারে রাখুন, আয় বৃদ্ধি পাবে।

ঠ. ২১টি গুড়ের ঢেলা ভগবান গৌরীপুত্র গণেশকে বুধবার নিবেদন করুন।

ড. শুক্রবার স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে লক্ষ্মীদেবীকে আটা, চিনি ও ঘি-এর তৈরি লাড্ডু অর্পণ করুন। কিছু কর্পূর ও তার সাথে লাল সুতো একসাথে একটি প্রদীপ এর মধ্যে রেখে মা লক্ষ্মীর পুজো ও আরাধনা করুন। তারপর সেই লাল সুতোর ছাই একটা সাদা কাপড়ে মুড়ে নিজের কাছে রাখুন।

ঢ. লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করুন, আর মাকে বলুন-ক্ষমা আমাদের দ্বারা যদি-কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে তা ক্ষমা করে দিন, আমাদের উপরে আপনার কৃপাদৃষ্টি সদা বজায় রাখুন।ক্ষ

ণ. শুক্রবার স্নান করে একটা গোটা সুপারি আর একটা তামার পাত্র নিয়ে মা লক্ষ্মীকে অর্পণ করুন। তাতে দেবী খুশি হবেন। তারপর সেই সুপারি আর তামার পাত্রটি নিজের কাছে রাখুন। এক সপ্তাহ পর আবার নতুন করে করুন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ত. দেবী লক্ষ্মীর মন্দিরে গিয়ে বা নিজের ঘরে লক্ষ্মীযন্ত্র স্থাপন করে মা লক্ষ্মীর ধ্যান জপ ও আরাধনা করুন, মা-এর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন, ক্ষমা ভিক্ষা করুন, ভালো ফল পাবেন।

থ. কণকধারা স্তোত্রম্ প্রতিদিন নিত্যকর্মের সময় পাঠ করুন।

দ. প্রতিদিন নিত্যকর্মের পরে সৌভাগ্যলক্ষ্মী কবচ পাঠ করুন।

ধ. সবার আগে আপনি ধনী বা মধ্যবিত্ত যা-ই হয়ে থাকুন পরিচিত ও প্রতিবেশী আর্থিক দুর্বল পরিবারকে সাধ্যমতো কিছু দান অবশ্যই করবেন। এমন নয় যে আপনার সাধ্য না থাকলেও আপনাকে হাজার হাজার টাকা দান করতে হবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনি যতটা পারবেন ঠিক ততটাই দেবেন।

পাঁচমিনিটের জন্য ভগবান শিব ও আপনি

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সপ্তাহের প্রতিটি দিন কোনও না কোন দেব-দেবীর আরাধনা করার দিন রয়েছে। যেমন সোমবার শিবঠাকুরের আরাধনা করার দিন। সেই সোমবার সঠিক নিয়ম মেনে দেবাদিদেবের আরাধনা করলে সর্বশক্তিমান এতটাই প্রসন্ন হন যে সুখে-শান্তিতে ভরে ওঠে জীবন। সেই সঙ্গে খারাপ শক্তির প্রভাব কোনও দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা যেমন মুক্তি পাওয়া যায়। মহাদেবের আশীর্বাদে আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়ে উঠতে সময় লাগে না। শুধু তাই নয়, মেলে আরও অনেক ধরনের উপকার। যেমন ধরুন শিবঠাকুরের কৃপায় মনের জোর বাড়ে, রোগব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং লোকের কু-নজরের কারণে কোনও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাও আর থাকে না। তবে এতসব উপকার পেতে গেলে যে প্রথমে শিবঠাকুরের প্রসন্নতা লাভের প্রয়োজন। আর এই কাজটি করবেন কীভাবে?

মহাদেবকে খুশি করার অনেক রাস্তা রয়েছে। তবে সহজ রাস্তাটির খোঁজ পেতে চান, তাহলে চোখ রাখতে হবে এই প্রবন্ধে। আসলে এই প্রতিবেদনে মাত্র পাঁচ মিনিটে শিবকে কীভাবে প্রসন্ন করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল, আসুন জেনে নেওয়া যাক একে। উল্লেখ্য, এই পাঁচ মিনিটের প্রার্থনাটি শুরু করার পর প্রতিটি মিনিটে যে যে উপাচারগুলি মেনে মহাদেবের আরাধনা করতে হবে সেগুলি হল-

১. প্রথম মিনিটে— সোমবার সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে শুদ্ধ বসন পরে শিবঠাকুরের ছবি বা মূর্তিটা প্রথমে গঙ্গাজল দিয়ে ভালো করে মুছে নিতে হবে। তারপর শুরু করতে হবে আরাধনা। প্রথম মিনিটে দেবকে প্রণাম করে এক মনে শিবঠাকুরের নাম জপ করতে হবে। এমনটা করলে জীবনপথে চলতে চলতে সামনে আসা নানাবিধ সমস্যার পাহাড় সরে যেতে শুরু করবে। ফলে হারিয়ে যাওয়া মানসিক শান্তি ফিরে আসতে দেখবেন সময় লাগবে না।

২. দ্বিতীয় মিনিটে— পরের মিনিটে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেবের মূর্তি বা ছবির চারপাশে ৯ বার চক্কর কাটতে হবে। শাস্ত্রমতে এই উপাচারটি মেনে দেবের আরাধনা করলে নাকি বৈবাহিক জীবন খুব সুন্দর হয়ে ওঠে নানাবিধ সমস্যার সমাধান পেতে যেমন সময়

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

লাগে না। সেই সঙ্গে পরিবারের সুখ সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগে। ফলে গৃহস্থের অন্তরে সুখের এক গভীর আনন্দ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যায় কমে।

৩. তৃতীয় মিনিটে— শিবের পুজোর তৃতীয় ধাপে অর্থাৎ তৃতীয় মিনিটে দেবের সামনে ৯টি বেলপাতা রেখে এক মনে 'ওঁম্ নম শিবায়', মন্ত্রটি জপ করতে হবে। এই মন্ত্রটি ১০৮ বার পাঠ করলে মন শান্ত হবে, দুঃশ্চিন্তা দূর হবে এবং বাবা-মা হয়ে ওঠার স্বপ্ন পূরণ হতেও দেখবেন সময় লাগবে না।

৪. চতুর্থ মিনিটে— বেলপাতা নিবেদন করে এক মিনিট শিবমন্ত্রটি জপ করার পর ধীরে ধীরে ঠান্ডা জল অথবা দুধ দিয়ে শিবলিঙ্গকে স্নান করাতে হবে। এমনটা ১ মিনিট ধরে করলেই দেখবেন দেব খুব প্রসন্ন হবেন। কারণ শাস্ত্রমতে প্রতি সোমবার শিবলিঙ্গকে ঠান্ডা দুধ অথবা জল দিয়ে স্নান করালে সর্বশক্তিমান এতটাই প্রসন্ন হন যে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে মন এবং শরীর হয় সুস্থ ও স্বাভাবিক।

৫. পঞ্চম অর্থাৎ শেষ মিনিটে— মহাদেবকে স্নান করানোর পর প্রদীপ এবং ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে দেবাদিদেবের আরতি করতে হবে। এমনটা করলে দেখবেন যে-কোনও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি পাবেন। সেই সঙ্গে আর্থিক উন্নতিও ঘটবে আপনার জীবনে। কোনো অর্থকষ্ট থাকবে না।

হিন্দু পরম্পরায় বিশ্বাস করা হয় যে, দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করতে গেলে তেমন কোনও বাধা অতিক্রম করতে হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হলে বাবা ভোলানাথের রোষ এড়ানো খুবই কঠিন। শিবপুরাণ অনুসারে ১২টি কুকর্ম শিবের ক্রোধকে উজ্জীবিত করে। এই পাপগুলি থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। 'শিবপুরাণ' জানাচ্ছে, এই পাপগুলি সবসময় যে কৃতকর্ম হবে তা নয়। কুচিন্তাও এক প্রকার পাপ। সেইদিক থেকে বিচার করলেই এই তালিকা নির্মাণ করেছে 'শিবপুরাণ'। দেখা যাক সেই তালিকা কোন্ ১২টি পাপ মহাদেবকে রুষ্ট করে তোলে।

মহাদেবের রোষের হাত থেকে বাঁচতে কয়েকটি বিষয় মেনে চলুন-

১. কোনও পুরুষ যদি পরনারী গমনের চিন্তা করেন অথবা কোনও নারী যদি পরপুরুষে আসক্ত হন, তবে তা ঘোরতর পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়।

২. অন্যের সম্পত্তি আত্মসাতের চিন্তাও মহাপাপ।

৩. নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে আশাহত করা, কথা দিয়ে ঠকানো ক্ষমাহীন অপরাধ।

৪. স্বেচ্ছায় কেউ সৎপথ ছেড়ে যদি জীবনধারণের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করে, শিব তাকে ক্ষমা করেন না।

৫. গর্ভবতী অথবা ঋতুমতী নারীকে কুকথা বলা মহাপাপ, জানাচ্ছে 'শিবপুরাণ'।

৬. অন্যের সুনাম ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

৭. অকারণে গুজব রটানো, কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যকে পাপ হিসেবে চিহ্নিত করে শিবপুরাণ'।
৮. কুখাদ্য ভক্ষণ রীতিমতো গর্হিত কর্ম বলে বিবেচিত।
৯. নারী, শিশু ও অবলা জীবদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ক্ষমার অযোগ্য। গোয়ালে অগ্নিসংযোগ, কোনও নগরকে আক্রমণও ক্ষমাহীন পাপ। পুত্রবধূ অথবা শ্যালিকা অথবা কোন তুতো বোনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনও একইভাবে ঘোর পাপ।
১০. ব্রাহ্মণ ও মন্দিরের সম্পত্তি হরণ বা ক্ষতি করাকে পাপ বলে জানায় 'শিবপুরাণ'।
১১. গুরু অথবা শিক্ষক, সন্ন্যাসী, বাবা-মা প্রমুখের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনকে ভগবান শিব ক্ষমা করেন না।
১২. অকারণে মদ্যপান, গুরুপত্নীগমন ইত্যাদিকেও চরম পাপ বলে মনে করে 'শিবপুরাণ'।
১৩. প্রয়োজন মনে হলে ও সম্ভব হলে 'শিব কবচ' ধারণ করুন।

মনে রাখা দরকার 'শিব' কোনও এক দেবতামাত্র নন। তিনি অনাদি অনন্তপরমের কল্পনা। এই দ্বাদশ পাপ আসলে স্থিতির বিপক্ষেই নিয়ে যায় মানুষকে। স্থিতি বিপন্ন হলে প্রলয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে, শিব প্রলয়েরই দেবতা। এই পাপগুলি যদি পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করে ফেলে, তিনি তাঁর ডমরু তুলে নেন। শুরু করেন তাণ্ডব।

দাম্পত্য শান্তি ও ফুলগাছ

বাড়িঘর যদি সুন্দরভাবে সাজানো থাকে মনটাও ভালো থাকে। আবার অনেক সময় দেখা যায় প্রচুর টাকা-পয়সা থেকেও অনেকের ঘর-বাড়ি ঠিকঠাক সাজানো থাকে না, আবার বিপরীতক্ষেত্রে দেখা যায় টাকা-পয়সা কম অথচ ঘর-বাড়ি দারুণভাবে সাজিয়ে রেখেছে। তবে এ কথাটা সত্যি যে ঘর সাজানোর জন্য টাকা-পয়সা নয়, চাই একটা মন। যারা অনেকটা জায়গা জুড়ে নিজের বাড়িতে বাস করেন তাঁদের ব্যাপার আলাদা। যারা ফ্ল্যাটে বাস করেন তাঁদের ক্ষেত্রে বাগান গড়ে তোলা মুশকিল, কিন্তু এদের মধ্যেও যাদের ফুলগাছ লাগানোর ইচ্ছা থাকে তাঁরা ব্যালকনিতে বা ছাদের টবে গাছ লাগিয়ে নিজের মন ও চোখকে সন্তুষ্ট করে থাকেন।

বাস্তুমতে বেশ কয়েকটি ফুলগাছ বাড়িতে শুভফল প্রদান করে। সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে কোন্ ফুলগাছ বাড়িতে লাগানো উচিত জেনে নিন—

সাদা লিলি— সাদা লিলিফুলের গাছ অনেকের বাড়িতে শোভা বাড়ায়। এই গাছ বাগানে বা ঘরে দুই জায়গাতেই রাখা যায়। ঘরে রাখলে বাড়ির সদস্যদের মনকে সবসময় ভাল রাখে এবং ঘরের ভেতরের বাতাস শুদ্ধ রাখতে সাহায্য করে। এই গাছ ঘরে থাকলে কাজে উদ্যমতা বাড়ে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জুঁই ফুল— এই ফুলগাছ বাড়িতে রাখা খুব শুভ। এই ফুল বাড়ির মানুষদের মনে ইতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করে। এর ফলে একে অপরের মধ্যে সম্পর্ক ভাল থাকে। এর স্নিগ্ধ সুগন্ধ মানুষের মনকে স্বস্তি দেয়। এছাড়া জুঁই ফুল ভগবান শ্রীবিষ্ণু ও শিবের প্রিয় ফুল তাই এই ফুলগাছ ঘরে রাখা অত্যন্ত শুভ। চম্পা-চামেলি-অনেকেই বাড়িতে এই গাছ রাখেন। এই গাছ বাড়িতে থাকা ভালো। তবে ভুল করেও এই গাছ ঘরের ভেতর রাখার সিদ্ধান্ত নেবেন না। এই গাছ বাগানে রাখতে হবে।

চাইনিজ বাঁশ— ছোটো বাঁশগাছ এখন প্রায় সব বাড়িতেই থাকে। তবে এই গাছ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে লাগালে বেশি শুভফল পাওয়া যায়। একটা কাচের পাত্রে তিন ইঞ্চি জল দিয়ে তার ভেতর রংবেরঙের পাথর দিয়ে এই গাছ রাখতে হবে।

সৌভাগ্যের কাণ্ডারী ঝাঁটা

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনতে ঝাড়ুর জুড়ি মেলা ভার। এই ঝাড়ু আমাদের নিত্যসঙ্গী। ঝাড়ু দিয়ে ঘরের নোংরা পরিষ্কার করা হয়। ঘরের যত ধুলো-ময়লা সাফ করা হয়। ঝাড়ু কিন্তু একেবারেই হেলাফেলা করার জিনিস নয়। ঝাড়ুর সাহায্যে ঘরের ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করা হয় অর্থাৎ, ঘর থেকে অলক্ষ্মী বিদায় করা হয়। আর যতক্ষণ ঘর থেকে অলক্ষ্মী বিদায় না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘরে মা লক্ষ্মী প্রবেশ করতে পারেন না।

সকালে ঝাড়ু দিয়ে ঘরের নোংরা পরিষ্কার করার রেওয়াজ প্রায় সব বাড়িতেই রয়েছে। ঘরে নোংরা ধুলো-ময়লা থাকলে মা লক্ষ্মী ঘরে ঢোকার পথ পান না। লক্ষ্মীদেবীকে নিজের ঘরে বেঁধে রাখতে কে না চায়। ঘরে ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য ঝাড়ুর গুরুত্ব তাই অপরিসীম। তবে ঘরে ধন-সম্পত্তি ধরে রাখা বা চলে যাওয়ার পিছনে ঘরের ছোটোখাটো বিষয়গুলির সাথে সাথে ঝাড়ুও জড়িত। অনেকেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করার পরও মনের মতো রোজগার করতে পারেন না। এর কারণ হতে পারে ঘরের ছোটোখাটের কিছু বিষয়।

কথায় আছে মা লক্ষ্মী ভীষণ চঞ্চলা। তাঁকে ঘরে বেঁধে রাখা খুব একটা সহজ কাজ নয়। কিন্তু যদি ঝাড়ুতে এই জিনিসটা বেঁধে নেওয়া যায়, তাহলে ভাগ্য ফিরতে পারে। নিজের ভাগ্য ফেরাতে ঝাড়ুতে কী বাঁধবেন? বাস্তুশাস্ত্র মতে ঝাড়ুর হাতলে সাদা সুতো বেঁধে নেওয়া অত্যন্ত শুভ ফলপ্রদান করে। এর ফলে খুব তাড়াতাড়ি ভাগ্য ফেরানো সম্ভব। ঝাড়ু কিনে এনেই সাদা সুতো বেঁধে তারপর ব্যবহার করতে হবে।

কী কী বারে ঝাড়ু কেনা উচিত? ঝাড়ু শুধুমাত্র রবিবার, শনিবার ও মঙ্গলবারেই কেনা উচিত। বাতিল ঝাড়ু কী বারে ফেলা উচিত? শুধুমাত্র শনিবারেই বাতিল ঝাড়ু ফেলতে হয়। শুক্রবারে বাতিল ঝাড়ু ফেলা উচিত নয়। তাহলে দেখলেন তো, খুব ছোট্ট বিষয় হলেও ঝাড়ু

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কিন্তু ফেলে দেওয়ার মতো বিষয় নয়।

শিবপুজোয় বিশেষ বস্তুদান

সপ্তাহের সব দিনের সঙ্গেই কোনও না কোনও দেবতার যোগ রয়েছে। আর এই বিশেষ দিনগুলিতে সেসব দেবতার পুজো করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সে রকমই, সোমবার দেবাদিদেব মহাদেবের পুজোর দিন। বিধি সহকারে প্রতি সোমবার অনেকেই মহাদেবের পুজো করে থাকেন। এই পুজো করার সঙ্গে সঙ্গে সহজ কিছু টোটকা করলে জীবনে দারুণ সফলতা পাওয়া যায়। বছরের প্রতি সোমবারে ভগবান

শিবের ব্রত পালন করার নিয়ম হল সোমবার উপবাস করতে হবে, সঠিক বিধি সহকারে মহাদেবের পুজো করতে হবে আর মনে রাখতে হবে, মহাদেবের পুজোয় ভুল তিনি একদম ক্ষমা করেন না। তাই সঠিক নিয়ম অনুসারে পুজো করা অতি আবশ্যক। সোমবারে শিবপুজো করার সময় মহাদেবকে নিখুঁত আতপ চাল অর্পণ করতে।

ভুলবেন না। এমনটা মনে করা হয়, এই পুজোর সময় চাল অর্পণ করলে পূজকের আর্থিক সমস্যা কমে যায় এবং অর্থ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সঙ্গে হঠাৎ করে আয় বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

জীবনে খারাপ ঘটনা এড়াতে মহাদেবের পুজোর সময় যব অর্পণ করুন। এর ফলে জীবনে অনেক দুর্ঘটনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। যব দিয়ে মহাদেবের আরাধনা করলে বাড়ির ভিতরে যদি কোনও অশুভ শক্তি থাকে তাও দূরে সরে যায় এবং শুভশক্তি প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। ফলে হারানো সুখ-শান্তি ফিরে আসে ও জীবন আনন্দে ভরে ওঠে।

হিন্দুশাস্ত্রের ওপর লেখা একাধিক ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, মহাদেবের পুজোয় গম অর্পণ করা খুব ভালো। এর ফলে বাবা-মা হয়ে ওঠার স্বপ্ন পূরণ হতে বেশি দেরি লাগে না। যে দম্পতির তাড়াতাড়ি সন্তান চাই তাঁরা সোমবারের পুজোয় মহাদেবকে গম অর্পণ করুন।

শারীরিক অসুস্থতায় নাজেহাল হচ্ছেন? তাহলে মহাদেবকে তিল অর্পণ করুন। কারণ এই জিনিসটি মহাদেবের খুবই পছন্দের জিনিস। তিল অর্পণ করার সময় 'মৃত্যুজয় মন্ত্র' উচ্চারণ করলে সুফল তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ও রোগ নিরাময় হয়ে যায়। জীবনে সব রকম বাধা কাটাতে এবং যে-কোনও ক্ষতির আশঙ্কা কমাতে মহাদেবকে সবুজ মুগডাল অর্পণ করতে হবে। এই নিয়ম করলে মনের ইচ্ছে পূরণ হতে সময় লাগে না।

প্রতি সোমবার শিবপুজোর পরে শিবস্তোত্রম্ পাঠ অত্যন্ত জরুরি শিবভক্তদের কাছে। মহাদেব প্রসন্ন হন পাঠক বা ভক্তের প্রতি। এই দিনে রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে ফল অনেক বেশি ভালো হয়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

চতুর্থী, অষ্টমী, নবমী, অমাবস্যা, সংক্রান্তি আর প্রতি সোমবার অবশ্যই ভগবান শিবের পুজো করবেন। মহাদেব এতে প্রসন্ন হন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শিবের আরতি করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রেমের বিবাহে সমস্যা সমাধানের উপায়

প্রেমের পথে বাধা আসবে না এরকমটা খুব কম শোনা যায়। প্রেমে হাজার বাধা আসে। কখনও পারিবারিক, কখনও বা সামাজিক। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রে এই সমস্যার সমাধান রয়েছে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে এমন কিছু মন্ত্র আছে, যা নিয়মিত পাঠ করলে প্রেমে বাধা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। আর একবার যদি প্রেমে বাধা কেটে যায়, তা হলে নিজের পছন্দ মতো মনের মানুষটিকে সারা জীবনের জন্য কাছে পাওয়া খুব সহজ হয়ে যায়। দেখা যাক কোন্ মন্ত্রের দ্বারা নিজের পছন্দের সঙ্গীকে সারা জীবনের জন্য কাছে পাওয়া যায়-

১. প্রথমেই বলব, কীভাবে প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়। প্রেমিক বা প্রেমিকাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে হলে প্রতিদিন জপ করতে হবে এই মন্ত্র-'ওম্ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা'। এই মন্ত্র নিয়মিত জপ করলে প্রেমিক বা প্রেমিকা একে অপরের প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।

২. প্রেমে নানারূপ বাধা আসে। প্রেমে বাধা-বিপত্তি দূর করার জন্য এই মন্ত্র জপ করতে হবে-ওঁ লক্ষ্মী-নারায়ণায় নমঃ'। এই মন্ত্র শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করতে হবে। শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার স্ফটিকের জপমালা নিয়ে টানা তিনমাস এই মন্ত্র জপ করতে হবে। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারও করা যেতে পারে। একই সঙ্গে মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে ফল নিবেদন করে প্রেমের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। এতে প্রেমে বাধা কেটে যাবে।

৩. সারা জীবন সঙ্গীকে কাছে পেতে চাইলে ভক্তি সহকারে এই মন্ত্র জপ করতে হবে—'কেশরী কেশবরাধ্যা কিশোরী কেশববস্তুতা, রুদ্র দেবতা রুদ্রমূর্তি, রুদ্রাণী রুদ্র দেবতা'। এই মন্ত্র জপ করার সময় শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করতে হবে। এই মন্ত্র টানা তিনমাস রাধা-কৃষ্ণের মূর্তির সামনে ১০৮ বার জপ করলে প্রেম ও বিবাহ দুইয়েরই বাধা কাটিয়ে ওঠা যায়।

তবে একটা বিষয়, অবশ্যই জ্যোতিষ মতে বিয়ের আগে অষ্টকূটসহ ঘোটকবিচার করা কর্তব্য।

মা-সন্তানের সম্পর্ক ও হাতি

মা ও সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে সারা জীবন বন্ধন অটুট থাকবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। মা এবং সন্তানের মতো মধুর সম্পর্ক পৃথিবীতে নেই। তাই এই সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কথা ভাবাই যায় না। তবুও সময়ের সঙ্গে বা পরিস্থিতির চাপে অনেক সময় এই সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। কোনও বিশেষ ঘটনা বা তৃতীয় ব্যক্তির জন্য মা ও সন্তানের সম্পর্কও খারাপ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হতে পারে। বাস্তুশাস্ত্র মতে এই সম্পর্ক মজবুত রাখার কিছু সহজ উপায় রয়েছে। যা মেনে চললে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে। এতে সংসারে একাধিক দিকে উন্নতি লক্ষ করা যাবে।

এরজন্য হাতির আকারের শো-পিস খুব উপকারী। হাতির মূর্তি বা ছবিও রাখা যেতে পারে। মা ও সন্তানের মধুর সম্পর্ক এবং পারিবারিক উন্নতিতেও এটি খুব কার্যকর। মা ও সন্তানের সম্পর্কের উন্নতি করতে দুজনের ঘরেই পৃথক পৃথক হাতির মূর্তির শো-পিস রাখতে হবে। বাস্তুবিদরা মনে করেন, হাতিরা অনেক সময় অভিভাবক হিসেবে কাজ করেন।

বাস্তুশাস্ত্র মতে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মধুর করতে হাতির নকশাকাটা বিছানার চাদর ব্যবহার করতে হবে।

জীবনে উন্নতির পথে বাধা আসে না-সন্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য হাতির শো-পিস ঘরে রাখতে হবে। এতে বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। পড়াশোনায় মনঃসংযোগ বৃদ্ধি করতে হাতির শো-পিস রাখতে হবে। মা ও শাবক হাতি-মা ও হাতির শাবকের শো-পিস বহু বাড়িতে দেখা যায়। এই ধরনের শো-পিস ঘরে রাখলে মা ও সন্তানের সম্পর্ক ভালো হয়। যদি এই ধরনের শো-পিস না পাওয়া যায়, তাহলে এই ধরনের ছবিও লাগানো যেতে পারে।

ম্যানিব্যাগে অর্থ

হঠাৎ আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হওয়ার জন্য এক সন্ধ্যাবেলায় টালিগঞ্জ থেকে এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন। আমার পুরোনো ক্লায়েন্ট তিনি। আমার একজন ক্লায়েন্ট ঐ ছেলেটিকে আমার রেফারেন্স দিয়েছিল। যাই হোক, ঐ ছেলেটির হঠাৎ (করোনার কারণে নয়) এমনিতেই আর্থিক বিপর্যয়ে পড়েছে। ওর বার্থ চার্ট আমার কাছে সেভ করা ছিল। দেখে নিয়ে ওকে বললাম-এমন অনেকের হয়ে থাকে। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। লকডাউন উঠলে কোনও এক মঙ্গলবার কামাখ্যায় বসে প্রতিকার করে দেব। কিছু টোটকা বলে দিচ্ছি। এগুলো আপাতত মেনে চলো। তারপর দেখা যাবে।

এই ছেলেটির মতো অকস্মাৎ অনেকেই আমরা হঠাৎ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়ি। আমরা তখন দিশাহীন ও আশাহত হয়ে পড়ি। মাত্র কয়েকটা টোটকায় এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেতেও পারি। ছেলেটিকে যে টোটকাগুলি বলেছিলাম তার কয়েকটা নীচে দিলাম—

◆ লক্ষ করে দেখবেন, অনেকেই পুরোনো মানি ব্যাগ ফেলে না দিয়ে কোথাও না কোথাও গুঁজে রাখেন। মনে রাখবেন যে, বাড়িতে ছিঁড়ে যাওয়া টাকার ব্যাগ রেখে দিলে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বা এমন ব্যাগ ব্যবহার করলে মারাত্মক ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায় সেই সঙ্গে ধার-দেনায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও থাকে। মানিব্যাগে কখনই পুরোনো কোনও বিল বা রসিদ রাখতে নেই। ধ মানিব্যাগে কখনই ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড রাখা উচিত হবে না। ধ মানিব্যাগে কখনই কোনও পোড়া, ছেঁড়া বা ফাটা নোট রাখবেন না।

◆ মানিব্যাগে টুকরো কাগজ রাখতে নেই।

এখন আমরা যদি বিষয়গুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকি তো আমাদের অর্থ বাজে খরচ হবে না, আমরা অর্জিত অর্থ সঞ্চয় করতে পারব ও হঠাৎ আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হয়ে শান্তিতে সপরিবারে আনন্দে বাস করতে পারব।

উচ্চ রক্তচাপ থেকে মুক্তির উপায়

◆ আপনি দীক্ষিত হলে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ও শোবার সময় বিছানায় বসে গুরু প্রণাম করে ইষ্টের ধ্যান করুন। অদীক্ষিত হলে শীঘ্র গুরুদীক্ষা নিন। যতদিন গুরুদীক্ষা না নিয়ে থাকেন তখন বিন্দুধ্যান করুন।

◆ রাত্রিতে শোওয়ার আগে ও স্নান করার ১০ মিনিট আগে এক গ্লাস জল পান করুন।

◆ স্নানের জলে এক চিমটি খাওয়ার লবণ গুলে নিন।

◆ একটা বড়ো কাঁচা পাঁচমুখী রুদ্রাক্ষ খাওয়ার জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর সেই একটি ৫০১ দানার বড়ো পাঁচমুখী রুদ্রাক্ষের মালা মন্ত্রপূত করে ধারণ করুন।

◆ প্রতিদিন সকালে দুটি এককোয়া রসুনের কোয়া খালিপেটে খেতে থাকুন।

◆ মাটির থালাবাসনে রান্না করা খাবার এই রোগীর ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। মাটির কলসীর জল পান করুন। মাটির বাসনে রান্না করলে, খাদ্যগুণ বজায় থাকে। কোনো অসুস্থতা থাকবে না। মাটির বাসনে রান্নাকরা খাদ্য সুস্বাদু হয়। মাটির হাঁড়িতে পাতা টক দই প্রতিদিন খেতে থাকুন, তবে রাত্রিতে দই খাবেন না।

◆ সর্বশেষে বলি মন্ত্র জপের কথা। প্রতিদিন নিত্যকর্মের পরে সংক্ষিপ্তভাবে দেবী চণ্ডীর পুজো করে পাঁচ মিনিট ধরে চণ্ডীর নবাক্ষর মন্ত্র জপ করুন। তারপর কুঞ্জিকা স্তব পাঠ করুন। এবার ভক্তিভরে ১০ মিনিট ধরে একমনে 'বং বজ্রহস্তাভ্যাং নমঃ' জপ করুন।

এই নিয়মগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করলে আশাকরি আপনার উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রিত হবে। তবে ডাক্তার দেখাতে ভুলবেন না।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ছেলের বিবাহে গোবিন্দ পুজো

অনেক যুবকের বিয়ের বয়স পার হয়ে গেলেও বিয়ে হচ্ছে না। এমন অবস্থায় আপনি ভগবান গোবিন্দের শরণাপন্ন হতেই পারেন। পুজোপাঠের পদ্ধতি লিখে দিলাম। যোগ্য পুরোহিতকে দিয়ে যথানিয়মে পুজো করে 'খই'-এর আহুতি দিয়ে হোম করতে ভুলবেন না। ভগবান গোবিন্দের কৃপায় বিয়ে হলে আমায় অবশ্যই জানাবেন। যে-কোনো মাসের সংক্রান্তির দিনে নিজ বাড়িতে নারায়ণ পুজো করবেন। পূজাশেষে শীঘ্র বিয়ে'র সঙ্কল্প করে ভগবান শ্রীগোবিন্দের পূজা-জপ (১০০০০০) ও হোম করতে হবে।

মন্ত্রের এক এক বর্ণে ষড়ঙ্গন্যাস করে ধ্যান করতে হবে

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং ধ্যায়েৎ কিরীটিনং,
গরুড়োপরি সংস্থং চ সনকাদ্যৈরুপাসিতম।
লক্ষ্মীধরাভ্যাং সহিতং উদ্যমাদিত্যকুণ্ডলং,
লোকরক্ষাকরং দিব্যং দিব্যমাল্যানুলেপনম।।

জপ মন্ত্র— গোবিন্দায় নমঃ।

'মন্ত্র' গুণে দাম্পত্য সুখ

ঝগড়া, মান-অভিমান ছাড়া আবার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হয় নাকি। তা বলে কোনও জিনিসটাই তো বেশি ভালো নয়। এমন অনেক দম্পতি আছেন, যাঁরা মানসিক শান্তি বিসর্জন দিয়ে কেবল লোকলজ্জা বা সমাজের ভয়ে দীর্ঘদিন একছাদের তলায় বসবাস করে যাচ্ছেন। এটা একেবারেই কাম্য নয়। প্রতিদিনের দাম্পত্য-কলহ এড়িয়ে বৈবাহিক সম্পর্ককে সুখী করার জন্য এমন কিছু মন্ত্র রয়েছে যা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপকার মেলে। রোজ যাঁদের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকে তাঁরা সূর্য ওঠার আগে স্নান সেরে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে গিয়ে মন্ত্র জপ করতে করতে শিবলিঙ্গে নিয়মিত জল ঢালুন। মন্ত্রটি হল—

'ওঁম্ নমঃ সম্ভবায় চ ময়ো ভবায় চ নমঃ।
শংকরায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।।'

প্রতি সোমবার ভোরে স্নান সেরে 'ওঁ সোমেশ্বরায় নমঃ' মন্ত্র জপ করতে করতে শিবলিঙ্গের মাথায় দুধমিশ্রিত জল ঢাললেও উপকার পাওয়া যায়। জল ঢালার পর মন্দিরে বসে রুদ্রাক্ষের জপমালা নিয়ে দেবাদিবের স্মরণ নিন। পাঁচটি নারকেল শিবমূর্তির সামনে রেখে জপ করুন-'ওঁ শ্রী বর প্রদায় শ্রী নমঃ' মন্ত্র। স্ফটিক বা রুদ্রাক্ষের জপমালা হাতে এই মন্ত্র মোট পাঁচমালা (জপের সময় জপমালার সমস্ত রুদ্রাক্ষ গুণতে হবে। পুরোটা গোনা হলে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

একমালা গোনা হল। জপ শেষে নারকেল দেবতার উদ্দেশ্য নিবেদন করুন। (একমালা গু ১০৮ বার)

আবার অনেকের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি তেমন না হলেও মতের মিল কখনও হয় না। সকালে স্নান সেরে দেবী দুর্গার ছবির সামনে প্রদীপ, ধূপ আর ফুল দিন। এরপর নীচে বলা মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করুন। ভক্তিভরে নিয়ম মানলে ২১ দিনের মধ্যে সুফল পাওয়া সম্ভব।

মন্ত্র—

'ধাং ধীং ধুং ধূর্জটে পত্নী বাং বীং বুং বাগধীশ্বরী।
ক্রাং ক্রীং ক্রুং কালিকা দেবী শাং শীং মেং শুভং কুরু।।'

আবার শুধু দারিদ্র্যের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কে অশান্তি হয়। দুঃখ-দারিদ্র্যে জর্জরিত পরিবারে কলহ রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। অর্থের কারণে প্রতিদিনের দাম্পত্য কলহ বৈবাহিক সম্পর্ককে কলুষিত করে। তাহলে এই দুর্গামন্ত্র জপ করলে সমস্ত বিপত্তি দূর হবে। পরিবারে সুখের বাস হবে। দারিদ্র্যতা এবং দুঃখ ইত্যাদি দূর করতে মন্ত্র—

'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা।।'

◆ সাথে সাথে প্রত্যেক দিন শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'কুঞ্জিকা স্তোত্রম্' পাঠ করতে ভুলবেন না যেন। প্রতিদিন এগুলো করলে অচিরেই পারিবারিক শান্তি ফিরে আসে।

আরও একগুচ্ছ বিভিন্ন সমস্যার টোটকা

বেকারত্ব সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে কেউ যদি চাকরি না পেয়ে থাকেন, তাহলে প্রতি শনিবার শনিদেবের মন্দিরে গিয়ে কালো তিল এবং সরষের তেল দান করা উচিত। শনিবারের উপোসও এই ব্যাপারে খুবই লাভের। এছাড়াও প্রতিদিন সকালবেলা অবশ্যই পাখিদের সাত রকমের দানাশস্য দেওয়া উচিত। পাখিদের এই খাবার দেওয়ার কাজটি নিয়মিত করলে কিছুদিন পরেই কাজের কোনও না কোনও সুযোগ আসতে থাকবে। এছাড়াও বাড়িতে চিনি ও আটা মিশিয়ে পিঁপড়েদের খেতে দিলে শনিদেবতা সন্তুষ্ট হন। আমাদের কর্মফলদাতা হলেন শনিদেব, তাই শনিদেব প্রসন্ন হলে অবশ্যই কাজের সুযোগ আসবে। বেকারত্ব থেকে মুক্তি ঘটবে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বিবাহ সমস্যা-বিবাহসংক্রান্ত সমস্যা বা বাধার জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার কলাগাছের পুজো করা অবশ্যই উচিত। এই দিন তর্জনীর নীচে যে অংশ থাকে তাকে আমরা বৃহস্পতি পর্বত বলে ডাকি। ওইদিন অবশ্যই ওই অংশে হলুদ লাগানো উচিত। এছাড়াও কাঁচা হলুদ দিয়ে স্নান খুবই লাভের, কাঁচা হলুদ না থাকালে স্নানের জলে অল্প একটুখানি হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে স্নান করলেও উপকার পাওয়া যায়। এছাড়াও বৃহস্পতিবার দিন অবশ্যই ঠাকুরকে হলুদ ফুল হলুদ মিষ্টি দেওয়া উচিত এবং হলুদ বস্ত্র পরিধান করা উচিত।

আত্মবিশ্বাসের অভাবে-যদি কোনও শিশুর আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে, তাহলে সে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। শুধু শিশু নয় অনেক সময়ে বড়োদের ক্ষেত্রেও আত্মবিশ্বাসের অভাবজনিত সমস্যা দেখা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যদেবকে জল অর্পণ করা উচিত। সাধারণত সূর্য ওঠার প্রথম তিন ঘণ্টার মধ্যে অর্ঘ দেওয়া সব থেকে বেশি লাভকারী। তবে সম্ভব না হলে দুপুর ১২টার আগে যে-কোনে সময়ে জল দেওয়া যেতে পারে। এর সঙ্গে প্রতি রবিবার (সম্ভব হলে প্রতিদিনই) একবার করে 'আদিত্য হৃদয়ম্ স্তোত্র' পাঠ করা উচিত। এটা আত্মবিশ্বাস বাড়াতে খুবই উপযোগী।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তন্ত্রের প্রতি সাধারণ জনমানসে এক ভয়মিশ্রিত কৌতূহল আছে। মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চ 'ম'-কার তন্ত্রসাধনায় অপরিহার্য। এছাড়াও তন্ত্র প্রতিকারের বিষয়ে 'টোটকা'-র বহুল প্রচলন আছে। লেখক স্বয়ং একজন তন্ত্রাচারী। আলোচ্য গ্রন্থটিতে বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত তন্ত্রের নানা প্রতিকার সংকলিত হয়েছে। এ কোনও তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, সাংসারিক মানুষের বিভিন্ন সমস্যামুক্তির সহজ প্রতিকার সরল ভাষায় লেখক বিবৃত করেছেন।

লেখকের জন্ম ও প্রাথমিক পড়াশুনা উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয়। কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে ফিজিয়োলজি অনার্স। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে কর্মজীবন শুরু। পরে কম্পিউটার এডুকেশন, প্রেস ও ডিটিপি নিয়ে কাজ করতে করতে হঠাৎ এক সাধু মানুষের সংস্পর্শে এসে হয় কামাখ্যা দর্শন। সেই বছরই অম্বুবাচী মেলায় গৌহাটিতে এসে হয় তাঁর মানসিক পরিবর্তন। বর্ধমানে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ ও পুনরায় কামাখ্যায় বসবাস। বিভিন্ন সাধুগুরুগণের সংস্পর্শে এসে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিটা বেড়েছে। সেই সাধনজীবনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই বইটি আশাকরি সকলের উপযোগী হবে।

সনাতনী প্রকাশন